Aladdin
Avjvw b
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ
এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Aladdin Tel: 718-784-2554

নিউইয়র্কে শীতে মৃত্যু বেড়ে ১৮

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে তীব্র শীত ও হিমশীতল বাতাসের প্রভাবে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮ জনে। ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্রুকলিনে স্কুল বাস চাপায় ১১ বছরের শিক্ষার্থীর মৃত্যু চালকের ওপর অভিযোগ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনের বাথ বিচে ১১ বছর বয়সী আমিরা আমিনোভা নামের এক শিক্ষার্থী স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে স্কুল বাসচাপায় নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিকেলে এ র্মমান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে। এনওয়াইপিডি পুলিশ জানিয়েছে, ৬২ বছর বয়সী বাস চালক ওয়াওয়া অরেলাস দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন। তাকে পথচারীকে পথ না দেওয়া এবং সাবধানতার ঘাটতির অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। পুলিশ ও ১১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

পথচলায় ৩০ বছর
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা
■ Vol. 30 ‖ Issue 20 / February 09, 2026, USA. Free in NY, Other State $1
বর্ষ ৩০ ‖ সংখ্যা ২০ ‖ সোমবার, ফেব্রুয়ারি ০৯, ২০২৬, মাঘ ২৬, ১৪৩২ ‖ শাবান ২০, ১৪৪৭

ইমিগ্রেশন কোর্টে ৩৩ বিচারককে নিয়োগ

বন্ড ছাড়া অভিবাসী আটক বৈধ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নীতি আরও কঠোর করার পথে একের পর এক আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিচ্ছে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। একদিকে বন্ড ছাড়া অভিবাসী আটকে ফেডারেল আপিল আদালতের রায়ে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে দ্রুত বহিষ্কার প্রক্রিয়া জোরদার করার কৌশলে পেন্টাগনের সামরিক বিচারকদের নতুন করে অভিবাসন আদালতে দেয়া হয়েছে।বিশ্লেষকদের মতে, এই দুই সিদ্ধান্ত মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থায় বড় ধরনের মোড়বদলের ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অভিবাসীদের বন্ড ছাড়া অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখার সরকারি নীতিকে সাংবিধানিক ও বৈধ ঘোষণা করে ট্রাম্প প্রশাসনকে বড় আইনি স্বস্তি দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ফিফথ সার্কিট কোর্ট অব আপিলস। শুক্রবার সন্ধ্যায় তিন বিচারকের বেঞ্চ দুই বনাম এক ভোটে রায় দেয় যে, ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির হেফাজতে গ্রেপ্তার হওয়া অননুমোদিত অভিবাসীরা বন্ড শুনানির অধিকারী নন।

এপি নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতে সার্কিট জজ এডিথ এইচ জোন্স বলেন, ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিটি অ্যাক্ট যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করেই সরকার বাধ্যতামূলক আটক নীতি



অভিবাসন নীতির কঠোর প্রয়োগে ট্রাম্প প্রশাসন

গ্রহণ করেছে। তার মতে, যুক্তরাষ্ট্রে কোথায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কত বছর ধরে দেশটিতে বসবাস করছেন, তা বন্ড পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক নয়।

এপির প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, এই রায়ের ফলে দীর্ঘদিনের প্রচলিত ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তন এলো। এর আগে সীমান্ত এলাকা থেকে দূরে গ্রেপ্তার হওয়া এবং অপরাধমূলক রেকর্ড না থাকা অনেক অভিবাসী বন্ড শুনানির সুযোগ পেতেন। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন গত জুলাই মাসে প্রায় তিন দশকের সেটি বাতিল করে বাধ্যতামূলক আটক নীতিতে ফিরে যায়।

মামলার বাদী ছিলেন মেক্সিকোর দুই নাগরিক, যারা এক দশকের বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছিলেন এবং যাদের কোনো অপরাধমূলক রেকর্ড ছিল না। টেক্সাসের একটি নিম্ন আদালত তাদের বন্ড মঞ্জুর করলেও আপিল আদালতের রায়ে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

সম্ভাব্য ইমিগ্রেশন ক্র্যাকডাউন ঠেকাতে নিউইয়র্কে আগাম প্রস্তুতি



বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে সম্ভাব্য ট্রাম্প প্রশাসনের ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) এর অভিবাসন বিরোধী অভিযান ঠেকাতে স্টেট ও সিটি প্রশাসন একযোগে আইনী ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি জোরদার করেছে। অনথিভুক্ত অভিবাসীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে গভর্ণর ক্যাথি হোকুল, সিটি মেয়র জোহরান মামদানী এবং স্টেট এটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস পৃথক হলেও সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এসব উদ্যোগ নিউইয়র্কের স্যাংচুয়ারি নীতিকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি ফেডারেল ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট আইস এর সম্ভাব্য অভিযানে স্থানীয় প্রশাসনের সম্পৃক্ততা সীমিত রাখার লক্ষ্যেই নেওয়া হয়েছে।

স্টেট গভর্ণর ক্যাথি হোকুল সম্প্রতি স্টেট লেজিসলেচারে একটি বিল প্রস্তাব করেছেন, যার মাধ্যমে ফেডারেল ইমিগ্রেশন এজেন্টদের সঙ্গে এনওয়াইপিডি ও স্টেটের অন্যান্য স্থানীয় ১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

'হত্যার' ঘটনায় অভিযুক্ত এনওয়াইপিডি কর্মকর্তা অভিযুক্ত

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্ক সিটিতে এনওয়াইপিডির এক পুলিশ কর্মকর্তা দ্বিতীয়-ডিগ্রি মানস্লটার মামলায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তদন্তে দেখা গেছে, তিনি এক পলাতক সন্দেহভাজনকে থামানোর জন্য পানীয় ভর্তি কুলার ছুঁড়ে দেন, যার ফলে নিহত ব্যক্তি তার মোটরসাইকেল-ধরণের স্কুটারে করে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনায় মারা যান।

ব্রঙ্কস ক্রিমিনাল কোর্টের বিচারক গাই মিচেল বৃহস্পতিবার মামলার রায় ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "প্রত্যেক আসামির মতোই তাকে বিচার করা হয়েছে, পুলিশ কর্মকর্তা হওয়া কোনো বিশেষ সুবিধা দেয়নি।" আসামি ৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্ক সিটির জোনিং আইন সংস্কারে

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প-মামদানীর সমঝোতার ইঙ্গিত!





বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: চরম রাজনৈতিক বিভাজনের পরও গত নভেম্বরে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি বৈঠকে সিটির অভিবাসন অভিযান, আইনশৃঙ্খলা কিংবা ফেডারেল অর্থায়নের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিলো গুরুত্বপূর্ণ জোনিং আইন বা ইউনিফর্ম ল্যান্ড ইউজ রিভিউ প্রসিডিউর প্রক্রিয়া। আর এ আইন সংস্কার নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে মেয়র মামদানীর সমঝোতার ইঙ্গিত এখন অনেকটা স্পষ্ট। তবে এ আইনের সংস্কারে সিটির আবাসন সংকট কাটাতে হলেও ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যে কোন ইন্স্যুরেন্স পেতে আজই যোগাযোগ করুন

EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
APOLLO
INSURANCE BROKERAGE
WE DO TLC INSURANCE
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন

▪ TAX Liens Charge Offs ▪ Inquiries ▪ Collections
▪ Garnishment ▪ Bankruptcy ▪ Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

চ্যালেঞ্জের মুখে বড় নেতারাও

- *সবার নজর বিভিন্ন দলের বড় প্রার্থীর দিকে*
- *রাজনীতির সমীকরণ এবার অনেকটাই পাল্টে গেছে*
- *একচেটিয়া প্রভাব দেখাতে পারছেন না তেমন কেউ*
- *পরিচিত, আলোচিত অনেক নেতাই নির্ভার নন*

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দরজায় কড়া নাড়ছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। আগামী বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই ভোটযুদ্ধ নিয়ে চলছে শেষ মুহূর্তের হিসাব-নিকাশ। সেই হিসাব-নিকাশে বেশি করে আসছে 'হেভিওয়েট' প্রার্থীদের নাম। যেসব প্রার্থীর দিকেই থাকে কিনা দলমত-নির্বিশেষ সব ভোটারের নজর। ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
▸ প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
▸ পাবলিক অকশনের বাড়ি
▸ ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
▸ শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ ৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

Nurul Azim

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828

MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

জাতীয় সংসদ ও গণভোট ১২ ফেব্রুয়ারি

পরিস্থিতি অবনতির শঙ্কায় বাড়তি প্রস্তুতি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার দুই মাসে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে মনে করছে সরকার ও নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তবে ভোটগ্রহণ সামনে রেখে এ পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো। ১২ ফেব্রুয়ারি ভোটগ্রহণের দিন বেশকিছু নির্বাচনি আসনে সহিংসতার ঘটনা ঘটতে পারে। গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গাজীপুরসহ কয়েকটি জেলায় আওয়ামী লীগ ভোট বন্ধের চেষ্টা চালাতে পারে।

এছাড়া বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী থাকা আসনগুলোয়ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে একই ধরনের ঘটনার আশঙ্কা করা হচ্ছে। পাশাপাশি কয়েকটি জেলায় বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যেও কোন্দল হতে পারে বলে তথ্য রয়েছে গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর হাতে। বিভিন্ন দাবি আদায়ে কয়েকটি সংগঠনের আন্দোলনও নির্বাচনের নিরাপত্তাব্যবস্থা নিয়ে নতুন শঙ্কা তৈরি করেছে। এসব মাথায় রেখে নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় নিরাপত্তা কৌশল ঠিক করা হচ্ছে। সেনাবাহিনী, র‍্যাব, পুলিশ, বিজিবি, আনসারসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মোট ৯ লাখ সদস্য মোতায়েন করা হচ্ছে। ভোটকেন্দ্রগুলো গোয়েন্দা নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে। সরকার ও ইসির একাধিক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

এদিকে নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে শনিবার রাতে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় পদস্থ কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বৈঠকে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্ব খুব ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে। উই আর ভেরি হ্যাপি। তিনি বলেন, আমাদের জন্য এখন চ্যালেঞ্জ সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণ। আগামী এক সপ্তাহ খুবই ক্রুশিয়াল।



আগামী এক সপ্তাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ, চ্যালেঞ্জ সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণ —প্রধান উপদেষ্টা

গোপালগঞ্জসহ আ.লীগ আধিপত্যের জেলাগুলোয় হামলা হতে পারে

বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী থাকা আসনগুলোও ঝুঁকিপূর্ণ

ইসি মনে করছে, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল, প্রার্থী ও ভোটারদের মধ্যে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। গত তিনটি নির্বাচনে মানুষ এ ধরনের পরিবেশ পায়নি। এ কারণে মানুষের মধ্যে সহিংসতার পরিবর্তে নির্বিঘ্নে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা বেশি। তবে শঙ্কার বিষয়টি তারা পুরোপুরি উড়িয়েও দিচ্ছেন না।

এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ শনিবার রাতে যুগান্তরকে বলেন, আমি দেশের বিভিন্ন জেলা ঘুরে দেখেছি মানুষ শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট দিতে উন্মুখ হয়ে আছে। রাজনৈতিক দল, প্রার্থী ও তাদের সমর্থকরা মানুষের সেই চাওয়া বুঝবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি। তারা সংঘাত-সহিংসতায় না জড়িয়ে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন আয়োজনে সহযোগিতা করবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা। তিনি বলেন, ভোটগ্রহণ নির্বিঘ্ন রাখতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্য মোতায়েন করা হচ্ছে। এছাড়া ভোট সামনে রেখে শাহবাগসহ বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির যাতে অবনতি ঘটাতে না পারে, সেজন্য সবার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি, জামায়াতে ইসলামী, জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপি, ইসলামী আন্দোলনসহ নিবন্ধিত ৫১টি রাজনৈতিক দল অংশ নিয়েছে। মোট প্রার্থীর সংখ্যা ২ হাজার ৩৪ জন। এর মধ্যে ২৭৫ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী। কমবেশি অর্ধশত আসনে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থীরা স্বতন্ত্র হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন। তবে দলীয় কার্যক্রম স্থগিত থাকায় আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনে অংশ নেয়নি। একইভাবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটেরও কয়েকটি দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে না

ইসির কেন্দ্রীয় মনিটরিং সেল সূত্রে জানা যায়, ভোটগ্রহণের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, নির্বাচনি অপরাধের সংখ্যা বাড়ছে। গত ১১ ডিসেম্বর তফসিল ঘোষণার দিন থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সারা দেশে সাড়ে পাঁচশর বেশি নির্বাচনি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৭টি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, প্রতিদ্বন্দ্বী সমর্থকদের মধ্যে ১৮০টি সংঘর্ষ, ২৮টি অবরোধ বা বিক্ষোভ, প্রার্থীর ওপর আক্রমণ ৪২টি ও প্রচারে বাধা দেওয়ার ১১৯টি ঘটনা ঘটেছে। সূত্র আরও জানিয়েছে, ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচনি অপরাধের সংখ্যা ছিল ৩৭০টি। গত আট দিনে দুইশ নির্বাচনি অপরাধ ঘটেছে। অর্থাৎ ভোটগ্রহণের সময় যত ঘনিয়ে আসছে, নির্বাচনে সহিংসতা ও সংঘাত বাড়ছে।

একটি গোয়েন্দা সূত্রে জানা যায়, কয়েকটি জেলায় ভোটকেন্দ্রে আওয়ামী লীগ হামলা চালাতে পারে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। যেসব জেলার ১৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ভোটে উপেক্ষিত নারী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি নারী। আর ভোটারের অনুপাতে সেই হার ৪৯.২৬ শতাংশ। ভোটারের সংখ্যা যা ৬ কোটি ২৮ লাখ ৭৯ হাজার ৪২ জন। জিডিপিতে এখন প্রায় ২০ শতাংশ সরাসরি অবদান রয়েছে নারীদের। কৃষি, রপ্তানি শিল্প, প্রবাসী আয়, তৈরি পোশাকশিল্পসহ সবক্ষেত্রে নারীর অবদান বাড়তে থাকলেও আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়ন উপেক্ষিত হয়েছে বলে মনে করছেন মানবাধিকার কর্মী ও বিশ্লেষকরা।



তারা বলছেন, নির্বাচনে দলগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৫ শতাংশ নারী প্রার্থীর বিষয়টি উপেক্ষা করা হয়েছে। নারীদের নিয়ে এবার যে রাজনৈতিক বয়ান তৈরি হয়েছে, তাতেও অসন্তুষ্ট তারা।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধূরী বলেন, 'একেবারে গোড়ায় গলদ। নারীকে মানুষ হিসেবে তার মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে রাজনৈতিক দলগুলো। নারী তো শুধু ভোটার নন। নারীর মানবাধিকারকে রাজনৈতিক দলগুলো এড়িয়ে গেছে। ক্ষমতায়নে রাজনৈতিক দলগুলো নারীর ক্ষমতায়নে অনীহা প্রকাশ তাদের দেউলিয়াত্ব প্রমাণ করেছে। এসব অনীহা নারীরা গ্রহণ করতে পারেনি। স্বাধীনতার ৫৫ বছর পরও নারীদের জন্য মাত্র ৫ থেকে ৭ শতাংশ আসনের কথা শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে গেছি। এটা মেনে নেওয়া যায় না। আমাদের ন্যূনতম দাবি ৩৩ শতাংশ আসন নারীদের জন্য নিশ্চিত করা। সেটি মানা হয়নি, বাম দলগুলো ছাড়া কেউ প্রার্থিতায় নারীদের প্রতি সম্মান দেখায়নি। তারা পেশিশক্তিকে মূল্যায়ন করেছে। পাওয়ার অ্যান্ড মানি পলিসিতে তারা নারীকে অবমূল্যায়ন করেছে।'

তার ভাষায়, 'নারীরা শুধু ভোটার নন, তারা সমাজের প্রতিটি স্তরে অবদান রাখছেন। অথচ রাজনৈতিক দলগুলো নারীদের অংশগ্রহণকে প্রান্তিকভাবে দেখছে। কৃষি, শিল্প, গার্হস্থ্য অর্থনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাড়লেও শুধু সংসদের প্রতিনিধিত্বে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমেই কমছে। শুধু ভাতার ব্যবস্থা হলেই তো ক্ষমতায়ন হয় না। আর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত না হলে তার নাগরিক অধিকারও নিশ্চিত নয়।'

বাংলাদেশ ১৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দুই দলের ইশতেহার

দুর্নীতি ও রাষ্ট্র সংস্কারে বিএনপি: ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে জামায়াত





বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী ঘোষিত ইশতেহার রাজনীতির মাঠে দুটি ভিন্ন দর্শনের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। রাষ্ট্র কাঠামোর সংস্কার, দুর্নীতি দমন ও আইনের শাসনকে সামনে এনেছে বিএনপি, আর জামায়াত জোর দিয়েছে ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র, সামাজিক নৈতিকতা ও পরিবারকেন্দ্রিক উন্নয়ন ভাবনার ওপর। দুই দলের ইশতেহারে অর্থনীতি, নারীর ভূমিকা, নির্বাচন ব্যবস্থা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে একদিকে মিল, অন্যদিকে স্পষ্ট পার্থক্যও চোখে পড়ছে।

নির্বাচনকে সামনে রেখে পৃথক সময়ে ঘোষিত বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী ইশতেহার দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে দুই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করেছে। উভয় দলই পরিবর্তনের কথা বললেও রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি ও অগ্রাধিকার নির্ধারণে তাদের অবস্থান আলাদা।

রাষ্ট্র সংস্কার ও গণতন্ত্রের প্রশ্নে বিএনপি সরাসরি সাংবিধানিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। নির্বাচনকালীন দলনিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনঃস্থাপন, একজন প্রধানমন্ত্রী সর্বোচ্চ ১০ বছরের বেশি দায়িত্ব পালন করতে না পারা, উপরাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি এবং ন্যায়পাল নিয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতার ভারসাম্য আনার কথা বলেছে দলটি। বিপরীতে জামায়াত নির্বাচন ব্যবস্থায় সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতি চালুর ওপর জোর দিয়েছে এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার কথা বলেছে, তবে ক্ষমতার মেয়াদ সীমা বা রাষ্ট্রপতি কাঠামো পরিবর্তনের বিষয়ে তারা তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত অবস্থান নিয়েছে।

দুর্নীতি ও জবাবদিহির প্রশ্নে বিএনপি দুর্নীতি দমনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছে। আওয়ামী লীগ আমলে সংঘটিত দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের তদন্ত করে শ্বেতপত্র প্রকাশ এবং পাচার হওয়া অর্থ ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দলটি। পাশাপাশি অতীতের গুম-খুন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অনুসন্ধানে 'ট্রুথ অ্যান্ড হিলিং কমিশন' গঠনের ঘোষণা এসেছে। জামায়াত দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠনের কথা বললেও তাদের ইশতেহারে শাস্তিমূলক কাঠামোর চেয়ে নৈতিক নেতৃত্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক সততার ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিএনপি তুলনামূলকভাবে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। ২০৩৪ সালের মধ্যে এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি গড়া, কর-জিডিপি অনুপাত ১৫ শতাংশে উন্নীত করা, শিল্পায়ন ও বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে কাঠামোগত সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে জামায়াত অর্থনীতিকে 'ব্যবসাবান্ধব ও ন্যায়ভিত্তিক' করার অঙ্গীকার করেছে, যেখানে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কৃষি ও প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসংস্থানের ওপর জোর দেওয়া হলেও নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক লক্ষ্য তুলনামূলকভাবে কম তুলে ধরা হয়েছে।

নারীর ভূমিকা ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে দুই দলের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সবচেয়ে স্পষ্ট। বিএনপি নারীদের স্নাতকোত্তর পর্যন্ত বিনা মূল্যে শিক্ষা, কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ, ডে-কেয়ার সেন্টার, ছয় মাসের সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি এবং সাইবার বুলিংয়ের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। বিপরীতে জামায়াত নারীদের কর্মঘণ্টা কমানোর পরিকল্পনার কথা বলেছে, যেখানে কাজের একটি অংশের মজুরি মালিকপক্ষ এবং বাকি অংশ সরকার বহন করবে। জামায়াত এটিকে পরিবারবান্ধব ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ তৈরির উদ্যোগ হিসেবে দেখালেও বিষয়টি নিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণনীতিতে বিএনপি 'ফ্যামিলি কার্ড', 'কৃষক কার্ড' ও 'প্রবাসী কার্ড' চালুর মাধ্যমে সরাসরি ভর্তুকি ও সহায়তাভিত্তিক কাঠামো প্রস্তাব করেছে। জামায়াত ভাতা-নির্ভরতার পরিবর্তে প্রশিক্ষণ, উপকরণ ও আয় সৃষ্টির মাধ্যমে স্বাবলম্বী করার মডেলকে গুরুত্ব দিয়েছে, যেমন 'আমার আয়ের সংসার' প্রকল্প।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিএনপির ইশতেহার রাষ্ট্র কাঠামো ও প্রশাসনিক সংস্কারকে সামনে রেখে তৈরি, যেখানে জবাবদিহি ও ক্ষমতার ভারসাম্যকে কেন্দ্রীয় বিষয় করা হয়েছে। অপরদিকে জামায়াতের ইশতেহার সামাজিক ন্যায়, নৈতিকতা ও পরিবারকেন্দ্রিক রাষ্ট্র ধারণাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। ভোটারদের সামনে তাই এবারের নির্বাচন শুধু সরকার পরিবর্তনের প্রশ্ন নয়, বরং ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের রাষ্ট্রদর্শন বেছে নেওয়ার প্রতিযোগিতায় পরিণত হয়েছে।

বিএনপির ইশতেহার:

বিএনপির ইশতেহারে রাষ্ট্রব্যবস্থার সংস্কার, বৈষম্যহীন আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও টেকসই রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা অর্জন, ভঙ্গুর অর্থনীতির পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধার, অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন এবং ধর্ম, সমাজ, ক্রীড়া, সংস্কৃতি ও সংহতিসংক্রান্ত মোট ৫১টি বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করেছে দলটি।

সেখানে বলা হয়, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দর্শন হবে 'সবার আগে বাংলাদেশ'। দুই ঘণ্টা সময় নিয়ে ইশতেহারের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শেষে তিনি বলেন, তিনি যত পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছেন, তার কিছুই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না, যদি তিনটি বিষয়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার না দেওয়া যায়। এগুলো হলো দুর্নীতি দমন, আইনের শাসন ও জবাবদিহি।

প্রধান ৯ প্রতিশ্রুতি, আছে ফ্যামিলি ও কৃষক কার্ড

বিএনপির ইশতেহারে নয়টি বিষয়কে 'প্রধান প্রতিশ্রুতি' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম তিন প্রতিশ্রুতির মধ্যে রয়েছে প্রান্তিক ও নিম্ন আয়ের পরিবারকে সুরক্ষা দিতে 'ফ্যামিলি কার্ড' চালু করে প্রতি মাসে ২ হাজার ৫০০ টাকা অথবা সমমূল্যের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা; কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে 'কৃষক কার্ড' এবং দুর্নীতিমুক্ত ও মানবিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে দেশব্যাপী এক লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ।

প্রধান প্রতিশ্রুতির মধ্যে আরও আছে প্রাথমিক শিক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব, শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তি সহায়তা ও 'মিড-ডে মিল' চালু; কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কারিগরি ও ভাষা দক্ষতা ৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



The Weekly Bangla Patrika
Editor: **Abu Taher**
Tel : 718 482 9923
718 482 1169
Fax: 718 482 9935

সম্পাদকীয়

দোরগোড়ায় নির্বাচন
অগ্রাধিকারের তালিকায় নিরাপত্তা

১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে, সেগুলোর অন্যতম হলো আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। সরকার ও নির্বাচন কমিশন মনে করছে, তফসিল ঘোষণার পর থেকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তবে এই পরিস্থিতি আগামী কয়েকদিন একই অবস্থায় থাকবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করার কারণ রয়েছে বটে। গোয়েন্দা সূত্রমতে, বিশেষত কয়েকটি জেলায়-গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, গাজীপুর-আওয়ামী লীগ ভোট বানচাল করার চেষ্টা করতে পারে। ওদিকে যেসব সংসদীয় আসনে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, সেগুলোয়ও আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। আবার লক্ষ করা হচ্ছে, কয়েকটি জেলায় বিএনপি ও জামায়াতের প্রার্থীদ্বয়ের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ভয়াবহ বৈরিতা চলছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থার এসব হুমকির সঙ্গে যুক্ত হতে পারে কয়েকটি সংগঠন বা গোষ্ঠীর দাবিদাওয়াভিত্তিক আন্দোলনের শঙ্কা। এক কথায় বলতে গেলে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের আগে, ভোটগ্রহণের দিন এবং পরবর্তী কয়েকদিন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। যে কোনো সময় পরিস্থিতির অবনতি হতে পারে। প্রধান উপদেষ্টা স্বয়ং বলেছেন, আগামী এক সপ্তাহ খুবই ক্রুশিয়াল।

তবে আশঙ্কার বিপরীতে নির্বাচন কমিশন ও সরকার দেশবাসীকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছে। জানানো হয়েছে, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নিরাপত্তা কৌশল ঠিক করা হচ্ছে। সেনাবাহিনী, র‍্যাব, পুলিশ, বিজিবি, কোস্টগার্ড, আনসারসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ৯ লাখ সদস্য মোতায়েন করা হবে জানতে পারা গেছে। ভোটকেন্দ্রগুলোও নজরদারির আওতায় আনা হচ্ছে। তবে আমরা মনে করি, নির্বাচনে পরিবেশ কতটা স্বাভাবিক থাকবে, তা মূলত নির্ভর করবে নির্বাচকমণ্ডলী অর্থাৎ ভোটারদের ওপর। আমাদের প্রত্যাশা থাকবে, ভোটার শ্রেণি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে উজ্জীবিত হয়ে যার যার ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। কোনো অপশক্তি যদি নির্বাচনে গোলোযোগ তৈরির অপচেষ্টা করে, তাহলে সম্মিলিতভাবে সেই শক্তিকে প্রতিরোধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের প্রতি পূর্ণ সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে। আমরা বিশ্বাস করি, সাধারণ মানুষের সতর্ক প্রতিরোধের মুখে কোনো অপশক্তিই দাঁড়াতে পারবে না। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকেও তাদের পারদর্শিতার চরম পরাকাষ্ঠা দেখাতে হবে। একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ও কেন্দ্রগুলো চিহ্নিত করা। চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলোয় মোতায়েন করতে হবে বাড়তি লোকবল।

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে এমন খবরও আছে, নির্বাচনে জাল ভোট দেওয়াসহ নানা ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং হতে পারে। ভ্রাম্যমাণ আদালত এ দিকটায় পূর্ণ নজর দেবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। মোট কথা, একদিকে নির্বাচনের পরিবেশ হতে হবে শান্তিপূর্ণ, অন্যদিকে ভোটগ্রহণে যাতে কোনো অনিয়ম না ঘটে, সেদিকেও যথেষ্ট সতর্কতা জারি রাখতে হবে। নির্বাচনকে ঘিরে থাকা সব পক্ষকে অনুধাবন করতে হবে, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হতে না পারলে জুলাই আন্দোলনে যারা প্রাণ দিয়েছেন, তাদের আত্মা শান্তি পাবে না। জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম লক্ষ্য ছিল মানুষের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা দেশ শাসনের সুযোগ তৈরি করা। এই প্রত্যাশা বাস্তবায়িত না হলে জুলাই অভ্যুত্থানের মাহাত্ম্য ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ন হবে।



আব্রাহাম লিংকন ও মার্টিন লুথার কিং-এর দেশে এক মাস

শেষ পৃষ্ঠায় পর আমার এই দুর্বলতার কথা বললাম তাঁকে রিকশায় উঠার পর। তিনি এতে বেশ খুশি হয়ে আমার খোঁজখবর নিতে শুরু করলেন। আমার জন্য দোয়া করলেন। মহসিন হলে আসার পর রিকশাচালক ভাইয়ের হাতে টাকা তুলে দিতেই তিনি শক্তভাবে বেঁকে বসলেন। কিছুতেই ভাড়া নিবেন না। আমি একজন ছাত্র। তদুপরি বাড়িতে তার আমার বয়সী এক যুবক রয়েছে, তাঁরই একমাত্র পুত্র। কলেজে পড়ছে। আমাকে দেখে তার কথা মনে হল। তাই তিনি কিছুতেই এই ভাড়া নিবেন না। আমাকে এই টাকা দিয়ে প্রাতঃরাশ গ্রহণের অনুরোধ জানালেন। আমি বেশ বিব্রত বোধ করলাম। পরে একটা সমঝোতা হল। তিনি অর্ধেক ভাড়া নিলেন। বাকি অর্ধেক আমার কাছে রইলো। আমি এ রকম মহানুভব অনেক রিকশাচালক ভাইকে পেয়েছি। রিকশায় চড়তে এজন্যে আমি পছন্দ করি। উঠেই গল্প জুড়ে দিয়ে তাঁকে স্বল্পকালীন ভ্রমণে সাথী করে নেই। আমার কোন কোন বন্ধু এবং সহকর্মী রিকশাচালক ভাইদের সঙ্গে স্রেফ 'তুই তুই' করে কথা বলেন। আমার খুব লজ্জা হয়। আমি বাধা দেই। বলি কেন আমরা তাকে তুই সম্বোধন করে ছোট করছি। তিনি তো একজন সম্মানিত ব্যক্তি। আমাকে তিনি তাঁর শ্রম-সেবা দিচ্ছেন। আমি তাঁকে তাঁর বিনিময় মূল্য দিচ্ছি। গৃহ-সেবিকা (domestic aid) হিসেবে যাঁরা বিভিন্ন আবাসিক ভবনে কাজ করেন তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার, তুই সম্বোধন– ইত্যাদির আমি ঘোরতর বিরোধী। আমি তাঁদের সঙ্গে আপনি সম্বোধনে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি এবং নিজে সেই চর্চা করি। আমি তো তাঁকে কোন অনুগ্রহ করছি না। আমার জন্যে খুব প্রয়োজন এ রকম সেবা তিনি আমাকে দিচ্ছেন। তার বিনিময়ে তাঁকে আমি পারিশ্রমিক দিচ্ছি। তা হলে কেন আমি মনে করব যে আমি তাঁকে অনুগ্রহ করছি। তাহলে এই সত্য তো পৃথিবীর সকল চাকরিজীবীর জন্যে প্রযোজ্য, আমার জন্যেও।

বিচিত্রা প্রসঙ্গ উঠে আসায় একদিনের এক ঘটনা মনে পড়ল। *বিচিত্রা* অফিস খুলত সকাল ১০টায়। তবে ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত লোক সমাগম অথবা অফিস কর্মচঞ্চল হত না। তবে আমি অন্য কোন ব্যস্ততা না থাকলে সকাল ১০টার মধ্যে গিয়ে হাজির হতাম। তখন অফিস সহকারী সুন্দর আলী কিংবা মুনির উপস্থিত থাকতেন। এভাবে আমি একদিন একা বসে সংবাদপত্রের ফাইল ঘাটছি। এ সময় ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠল। আমি ফোন রিসিভ করলাম। ও প্রান্ত থেকে শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণে এক ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন: 'কে বলছেন?' হঠাৎ আমার যেন কি হ'ল। আমি বললাম, 'ফোন তো আপনি করেছেন। আপনারই তো পরিচয় দেয়ার কথা।' তিনি কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে বললেন, 'তাই তো, তাই তো। আমি আবু হেনা মোস্তফা কামাল বলছি। শামীম আজাদ কি আছেন?' আমি এত কুণ্ঠিত হ'লাম যা মনে হলে আজও আমাকে লজ্জিত করে। বললাম, 'স্যার আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি বুঝতে পারিনি। আমি...।' তিনি আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'বলতে হবে না। আমি বুঝতে পেরেছি। আপনি সিরাজুল ইসলাম কাদির বলছেন।' এভাবে তিনি আমার পুরো নামটাই উচ্চারণ করলেন।

আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। সকলেই আমরা যে যার গন্তব্যে ফিরে যাব। আমাদের আনুষ্ঠানিক ভ্রমণ কর্মসূচি এই সানফ্রান্সিসকোতেই শেষ হল।

বেটি মুরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম। পঞ্চাশোর্ধ এক ভিনদেশী নারী। প্রায় এক মাস তিনি আমাদের ছায়ার মতো ঘিরে রেখেছিলেন। কখনো মায়ের ভূমিকায়, কখনো বড় বোন আবার কখনো বন্ধুর মতো। কি এক মায়াভরা পৃথিবী। আগামীকাল থেকে এই ছোটখাট মানুষটিকে আর দেখা যাবে না। এভাবে আর কোনদিন তাড়া দিবেন না। কি এক বেদনা আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখল। বললাম, 'বেটি মুর, আপনি বড় ভাল মানুষ। আমাদের পাশে এতদিন ছায়া হয়ে ছিলেন। হয়ত আর কখনো দেখা হবে না। কিন্তু আপনার স্মৃতি জেগে থাকবে আমাদের মাঝে। জগতের এই চলার পথে এভাবে কতজনকে আপনি পাবেন, সে নিয়ে দুঃখ করবেন না।' বেটি মুর বললেন – 'বিরহ, বিচ্ছেদ, মিলন, জীবন, মৃত্যু – জীবনের জন্য এসবই যে সত্য সেরাজুল।'

সানফ্রান্সিসকো থেকে আমার গন্তব্য ঢাকা। রয়টার্স থেকে তিন সপ্তাহের ছুটি মিলেছে। দলের একজন সদস্য যাবেন এ্যারিজোনায় চাচার বাড়িতে। আরেকজন ওয়াশিংটনে আত্মীয়ের বাড়িতে। দুজন যাবেন টরেন্টোতে। ঢাকা থেকে সেভাবেই ব্যবস্থা করে এসেছেন। বাকিরা নিউইয়র্ক। ইনাম আহমেদ এগিয়ে এলেন। বললেন, 'কাদির ভাই যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন আর নিউইয়র্ক না দেখে যাবেন– তা কি করে হয়!' তিনি বললেন, 'নিউইয়র্ক সম্পর্কে একটা কথা প্রচলিত আছে – "It is a city which never sleeps." আমি ছুটির কথা বললাম, তদুপরি ঢাকা থেকে কোন ব্যবস্থা করে আসিনি। আত্মীয়স্বজনদের ঠিকানা আনিনি, যোগাযোগও করিনি। তিনি তার বড় ভাইয়ের বাসায় থাকার প্রস্তাব করায় আমি সম্মত হলাম। মাসুমুর রহমান খলিলি তখন *দৈনিক ইনকিলাবের* জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক, আমাদের সফরসঙ্গী। তিনি বললেন, 'আপনি *দৈনিক মানবজমিনের* নিউইয়র্ক প্রতিনিধি আবু তাহেরের বাসায় উঠছেন না কেন? তিনি তো আপনাকে স্বাগত জানাতে বিমানবন্দরে আসবেন বলে জানিয়েছেন।' আমি সিদ্ধান্ত বদল করে আবু তাহেরের বাসায় উঠলাম। আমরা তিন সাংবাদিক তাঁর বাসায় এক সপ্তাহ ছিলাম।



নিউইয়র্কে সাতদিন

আবু তাহের। সিলেট তার জন্মস্থান। এক সময় লন্ডন ছিলেন। তখন থেকেই *দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার* সঙ্গে যুক্ত। এরপর আমরা *দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকা* ছেড়ে একযোগে *মানবজমিনে* যোগ দেই। মতিউর রহমান চৌধুরীর উদ্যোগে দেশের প্রথম ট্যাবলয়েড আকারের দৈনিক। জনাব চৌধুরীর অনুপস্থিতিতে *দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার* তৎকালীন মালিক কসকো গ্রুপের স্বত্বাধিকারী জনাব জাকির আহমেদ ১২জন সাংবাদিক-কর্মচারীকে একসাথে কর্মচ্যুত করেন অন্যের কান কথায়। তার প্রতিবাদে *বাংলাবাজার পত্রিকার* সম্পাদক পদত্যাগ করেন। তাঁর পদত্যাগের পরপর পত্রিকার সকলে একযোগে পদত্যাগ করেন। এর ফলে কয়েকদিন দৈনিকটির প্রকাশ ব্যাহত হচ্ছিল।

তাহের তাঁর বড় বোনসহ থাকেন ব্রুকলিনে, বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায়। বড় বোনের স্বামী ছিলেন স্থানীয় একটি মসজিদের ইমাম। সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। দু'তলা ভবনের নিচতলায় থাকেন তাহের। আমরা তিন বন্ধু তাদের বাড়িতে আতিথেয়তা গ্রহণ করার পর আমাদের জন্যে একটি কক্ষ ছেড়ে দেন। আমাদের পেয়ে গোটা পরিবারে আনন্দের উৎসব লেগেই থাকতো। তাহের সাপ্তাহিক কাগজ *'বাংলা'* পত্রিকার অন্যতম মালিক এবং সম্পাদক সদস্য। অপর মালিক মাহবুব আলম এবং তিনি প্রধান সম্পাদক। আমি প্রায়ই *বাংলা*'র অফিসে গিয়ে আড্ডা দিতাম। তাহের আমাদের নিয়ে রাতে বের হতেন শহর দেখানোর জন্য। প্রথমেই আমরা গেলাম টাইমস স্কয়ারে। এক সময় এই এলাকার নাম ছিল লংকার স্কয়ার (Longacre Square)। ১৯০৪ সালে বিখ্যাত পত্রিকা *ঘর্ব ণড়ৎশ এরসবং*-এর সদর দফতর এই এলাকায় টাইমস ভবনে স্থানান্তরের পর এর নতুন নাম হয় টাইমস স্কয়ার করা। বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে টাইমস স্কয়ার। চারদিকে আলোর জৌলুস। জৌলুস সব দোকানপাটে। ব্যস্ত মানুষের চলাচল বাণিজ্যের এই কেন্দ্রবিন্দুতে। নিউ ইয়র্কের এই একমাত্র এলাকা যা কখনো রাতের নিস্তব্ধতায় ঘুমিয়ে পড়ে না।

আমার নিউইয়র্কে আসার খবর শুনে *বাংলাবাজার পত্রিকা* এবং পরে *মানবজমিনের* এক সময়কার সহকর্মী মনোয়ারুল ইসলাম, মুজাহিদ আনসারী, বিচিত্রার সহকর্মী মিনার মাহমুদ এবং আমাদের পিরোজপুরের বাসিন্দা শহীদুল ইসলাম সাক্ষাৎ করতে এলেন। প্রত্যেকের হাতে আমার জন্যে উপহার, সেই সঙ্গে ডলার। মনোয়ার ছিলেন আমাদের কাগজের কূটনৈতিক সংবাদদাতা। যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে ট্যাক্সি চালানোর পাশাপাশি একটি হোটেলে ছোটখাট চাকরি করতেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন লাগছে এই জীবন।' বললেন, 'কাদির ভাই মূলত সন্তানদের কথা চিন্তা করে এসেছি। তবে এখানে ওদের বাংলাদেশের মতো শাসন করা যায় না। স্কুলে শিক্ষকরা প্রশ্ন করেন আমরা কঠোরভাবে শাসন করি কিনা, বা বেশি শাসন করি কি না। তাহলে আমাদের কাছ থেকে ওদের নিয়ে যাবে। মাঝে মাঝে খারাপ লাগে। বাংলাদেশে কথায় কথায় মন্ত্রীকে ফোন করতাম, যখন-তখন কথা বলতাম পেশার স্বার্থে। এখানে সে জীবন নেই। তবে কথা দিচ্ছি আমার আর্থিক স্বচ্ছলতা হলেই বাংলাদেশে চলে আসব।' আমি মৃদু হেসে বললাম, 'মনোয়ার আপনি বোধহয় তা পারবেন না। কারণ ডলারের তাপ বড় বেশি মোহনীয়।' মনোয়ার বললেন, 'আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। আমি ঠিকই চলে আসব।' সত্যি সত্যি দু'তিন বছর পর মনোয়ার একদিন *দৈনিক মানবজমিন* অফিসে এসে হাজির। আমি তাকে দেখে আশ্বস্ত হলাম। জানতে চাইলাম, 'একবারের জন্য চলে এসেছেন?' বললেন, 'আর্থিক স্বচ্ছলতা ঠিকই অর্জিত হয়েছে তবে ফিরে আসা বোধহয় সম্ভব হবে না। আমি, আমার স্ত্রী, সন্তান পরিবারের আর সবাই ঐ জীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।' ভাবলাম, এটা মনোয়ারের কোন দোষ নয়। পরিশ্রমলব্ধ সম্পদ দিয়ে স্বচ্ছল জীবনযাপন নিশ্চিত করা কোন অপরাধ নয়। তবে মানুষ জীবনে টাকা, সম্পদ আর বিলাস বৈভবকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চায়। অথচ এই বেঁচে থাকার জীবনের মধ্যে কোন মাহাত্ম্য নেই। মানুষের জীবনের মাহাত্ম্য তো অন্য কোন জায়গায়। সেই জায়গা যে বা যিনি খুঁজে পান তিনি মহৎ পুরুষ। মহামানব।

মনোয়ারের জন্যে আমার বড় মায়া হল। কি কষ্ট করে সম্পদ করেছেন। হোটেলে খুব ছোট চাকরি আর ট্যাক্সি চালিয়ে সন্তান মানুষ করছেন, বাড়িতে পিতৃ-মাতৃহীন ভাইবোনকে অর্থ যোগাচ্ছেন। তাঁরা কি মনোয়ারের এই আত্মত্যাগের মূল্য দেবেন? আমি যখন নিউইয়র্ক থেকে ঢাকা আসি মনোয়ার তাঁর ভাইবোনদের জন্য আমার হাতে কিছু ডলার দিয়ে দেন। আমি তাঁর ভাইকে খবর দিয়ে টাকাটা দিতেই তা তিনি লুফে নিয়ে প্রশ্ন করেন: 'ভাই কি করে ওখানে?' আমি কিছুক্ষণ নিরুত্তর থেকে বলি, 'আমি ঠিক জানি না।' মনোয়ারের ভাইয়ের চোখে মুখে কৌতূহল। আমি বললাম, 'কোন কাজই তো ছোট নয়, অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যটা তো মহৎ।' ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর মনোয়ার জানতেন না তাঁর এই কষ্টার্জিত অর্থ যাঁরা ভোগ করছেন তাঁরা মনোয়ারকে সম্মানের জায়গায় বসাননি। কি কষ্ট আর দুঃখের কথা।

নির্বাচন ও ব্যালটে হাদীর প্রভাব: রাজনীতি কোন পথে?



ড. মাহরুফ চৌধুরী

ওসমান হাদীর জনপ্রিয়তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল তাঁর সততা, সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভীকতার মত সদ্বগুণাবলি যা বাংলাদেশের রাজনীতিতে যারা রাঘব বোয়াল তাদের মাঝে দীর্ঘদিন ধরেই দুর্লভ। তিনি নিজেকে কেবল দুর্নীতিবিহীন ব্যক্তি হিসেবে দাবি করেননি; বরং এক স্বচ্ছ রাজনৈতিক চরিত্রের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন, যার জীবনাচরণ ও রাজনৈতিক ভাষার মধ্যে কোনো দৃশ্যমান ফাঁক ছিল না...

বাংলাদেশের গণমুখী ও নৈতিক দায়ের নতুন এক রাজনৈতিক ধারার উত্থান ও বিকাশে শহীদ ওসমান হাদীর প্রভাব আজ আর অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। তিনি যে রাজনৈতিক ভাষার প্রচলন ও গণসংযোগ অনুশীলনের সূচনা করেছিলেন, তা ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাজনীতির বিপরীতে পরিবর্তনের আশায় উদ্বুদ্ধ এক গণঢেউ তৈরি করেছিল। কিন্তু সেই পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি পূর্ণতা পাওয়ার আগেই তাঁর শাহাদাত বরণ কেবল একজন নেতাকে হারানোর বেদনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং তা দেশজুড়ে পরিবর্তনের স্বপ্নে বিভোর গণমানুষের মনে এক গভীর ও বেদনাবহ শূন্যতা সৃষ্টি করেছে। কোন কোন রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাষ্যকারের মতে, এই শূন্যতা ব্যক্তিগত শোকের গণ্ডি ছাড়িয়ে জাতীয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকেও প্রবলভাবে আলোড়িত ও পুনর্বিন্যাসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। সাধারণভাবে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের পর সৃষ্ট আবেগ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু ওসমান হাদীর ক্ষেত্রে সেই স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক পথরেখা যেন ব্যতিক্রমী রূপ ধারণ করেছে। ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫-এ তাঁর শাহাদাতের পর ঢাকার কেন্দ্রে লক্ষ লক্ষ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত জানাজা-সমাবেশ কেবল সংখ্যার বিচারে নয়, বরং প্রতীকী অর্থেও সেটা ছিল গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাজনৈতিক মনোবিজ্ঞানের মতে, এমন সমাবেশ নাগরিক সমাজের ভেতরে জমে থাকা ন্যায়বোধ ও বঞ্চনার সমষ্টিগত বিস্ফোরণের ইঙ্গিত দেয়। আরও লক্ষণীয় বিষয় হলো যে, মাস পেরিয়েও এই আবেগ ক্ষয় হয়নি এখনো। বরং সাধারণ মানুষের মধ্যে তাঁর খুনের দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক বিচারের দাবিটি ক্রমেই আরও উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে এই দাবি ছড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে, যা ছাপা ক্ষোভের রূপ লাভ করছে। হাদীর খুনের বিচারের দাবি কোনো দলীয় শোক নয়, বরং এটা গণমানুষের এক বিস্তৃত নৈতিক ও আইনি অধিকারের প্রত্যাশার বহিঃপ্রকাশ।

ইতিহাস আমাদের শেখায়, অধিকাংশ শহীদের মৃত্যু সাধারণ মানুষের মনে প্রথমে তীব্র শোক তৈরি করলেও সময়ের প্রবাহে সেই শোক সীমিত গোষ্ঠীর আবেগে পরিণত হয়। কিন্তু হাদীর শাহাদাত সেই পরিচিত ছক ভেঙে দিয়েছে। তাঁর মৃত্যুর অভিঘাত আত্মীয়স্বজন বা রাজনৈতিক অনুরাগীর বৃত্তে আবদ্ধ থাকেনি; বরং তা জাতির সামষ্টিক স্মৃতিতে এক অম্লান চিহ্ন হিসেবে গেঁথে গেছে। এই শোকের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে গৌরব-ন্যায়ের পক্ষে নির্ভীক অবস্থানের গৌরব যা গণমাধ্যমের জগৎ থেকে হাওয়া হয়ে গেলেও এখনো জাতীয় জীবনের ভেতরে সম্পূর্ণভাবে 'হজম' হয়ে যায়নি। সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এমন অনাহজম করা স্মৃতিই দীর্ঘমেয়াদে সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক আচরণ ও দলহীন ভোটারদের ভোটের মনোভাবকে প্রভাবিত করে। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, হাদীর উত্থান এবং তাঁর নিহত হওয়ার পর তৈরি সামাজিক-রাজনৈতিক আবহ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এক স্বতন্ত্র মুহূর্তের জন্ম দিয়েছে। তাঁর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যে গভীর গণস্পর্শী চরিত্র ছিল, তারই প্রতিফলন আমরা এই স্থায়ী আলোড়নে দেখতে পাই। তাই বাংলাদেশের রাজনীতির বর্তমান গতিধারায় আসন্ন নির্বাচনের প্রাক্কালে এই ঘটনাপ্রবাহকে নিছক একটি হত্যাকাণ্ড হিসেবে না দেখে 'হাদীর প্রভাব' (হাদী ইফেক্ট) হিসেবে দেখাই যুক্তিসঙ্গত। এই প্রভাব আসন্ন নির্বাচন ও রাজনীতির গতি-প্রকৃতি নির্ধারণে কতটা ভূমিকা রাখবে, তা এমুহূর্তে বলা মুশকিল হলেও তা উপেক্ষা করা যে কোনো রাজনৈতিক শক্তির জন্যই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের আগ পর্যন্ত শরীফ ওসমান হাদী ছিলেন জাতীয় রাজনীতির পরিমণ্ডলে তুলনামূলকভাবে অপরিচিত এক নাম। কিন্তু জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পরপরই তিনি গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ক্রমশ দৃশ্যমান হয়ে ওঠেন এক ভিন্নধারার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হিসেবে। তাঁর কণ্ঠস্বর প্রচলিত প্রথাগত রাজনৈতিক ভাষার সঙ্গে সহজেই মিশে যায়নি, বরং তার সীমা ও ভণ্ডামিকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। এই দৃশ্যমানতা কোনো কৃত্রিম প্রচারণার ফসল ছিল না; বরং তা ছিল সমকালীন সংকটে জমে থাকা ক্ষোভ ও গণঅনুভূতির সঙ্গে তাঁর বক্তব্যের স্বাভাবিক সংযোগের পরিণতি। সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং 'ইনকিলাব মঞ্চ'-এর প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে হাদী খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন একজন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে। রাষ্ট্রযন্ত্রের নিষ্পেষণ ও সামাজিক 'অচলায়ন' ভেঙে দিতে তাঁর প্রচেষ্টা শুধু বক্তৃতা বা স্লোগানে সীমাবদ্ধ ছিল না; তিনি সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিতর্কে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুক্তিনির্ভর তর্ক এবং শ্রদ্ধাশীল ভঙ্গিতে নানা রাজনৈতিক নেতা ও দলের রাষ্ট্র অথবা গণবিরোধী কর্মকাণ্ডের সমালোচনা তাঁকে অন্যদের থেকে পৃথক করেছে। বিশেষত অনাবৃত ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি যেভাবে গণমানুষের দাবিগুলো উচ্চারণ করতেন, তা দেশের আপামর মানুষের মধ্যে গভীর সাড়া ফেলেছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, এটি ছিল 'প্রতিনিধিত্বের শূন্যতা' পূরণে ভালোবাসাতাড়িত প্রত্যয়নির্ভর এক অনানুষ্ঠানিক প্রয়াস যেখানে নাগরিকরা নিজেদের কথা শোনার মতো এক বিশ্বাসযোগ্য মুখ খুঁজে পেয়েছিল।

দেশের প্রত্যন্তর অঞ্চল থেকে রাজধানীতে অভিবাসিত হাদীর সামাজিক পরিচয়ও তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে। অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাজনের বিচারে তিনি ছিলেন এক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান; শিক্ষাজীবনে মাদ্রাসা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতার সমন্বয় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে দিয়েছে একাধিক আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জগতের অন্তর্দৃষ্টি। এই বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার কারণে তিনি অসাধারণভাবে নিজেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষায় প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। আবার শিক্ষক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্বেগও স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে লাখো মানুষের কাছে তাঁর বক্তব্য 'বাইরের কারও' নয়, বরং একেবারে 'আপনজনের' কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছিল। রাজনৈতিক মনোবিজ্ঞানের ভাষায় সেটি এক ধরনের আবেগগত বিশ্বাসযোগ্যতা (অ্যাফেক্টিভ ক্রেডিবিলিটি) তৈরি করে। সে কারণে রাজনৈতিক জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও কৌশলের দিক থেকেও হাদী ছিলেন ব্যতিক্রমী। তিনি সচেতনভাবেই কোনো প্রতিষ্ঠিত বড় রাজনৈতিক দলের ছায়ায় অবস্থান নেননি। বরং গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে ব্যবহার করে সমাজের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাবলয়ের বিরুদ্ধে সরাসরি অবস্থান নিয়েছেন। এতে একদিকে তিনি প্রথাগত প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে যেতে পেরেছেন, অন্যদিকে জনগণের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় তুলনামূলকভাবে স্বচ্ছ ও মধ্যস্থতাহীনভাবে। ২০২৪ সালের অভ্যুত্থানের পর তাঁর ভূমিকা সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখনই, যখন তিনি আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে মোকাবিলা করার জন্য নানা পন্থা, প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ড উদ্ভাবন ও প্রয়োগে সক্রিয় হন। এটি ছিল কেবল রাজনৈতিক বিরোধিতা নয়; বরং দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা একটি রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক বলয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করার সচেতন প্রয়াস।

লক্ষ্যণীয় যে, হাদীর বার্তা ছিল ভাষায় সহজ ও সরল, কিন্তু অধিকার ও ন্যায্যতার প্রশ্নে জমে থাকা গণক্ষোভের প্রতিফলনে তা কখনো কখনো রুক্ষ ও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে। এই রুক্ষতা ব্যক্তিগত আক্রোশের ফল নয়; বরং তা ছিল দীর্ঘদিনের রাষ্ট্রীয় সাংস্কৃতিক মনোবৃত্তির বিপরীতে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষের অভ্যন্তরীণ ক্ষোভের ভাষাগত প্রকাশ। সাহিত্য ও রাজনৈতিক তত্ত্বের আলোকে বলা যায়, হাদীর বক্তব্য সেই মুহূর্তে এক ধরনের 'কথ্য প্রতিরোধ'-এ রূপ নেয় যেখানে শব্দই হয়ে ওঠে ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার। তাই তাঁকে দৃপ্ত কণ্ঠে বলতে শোনা গিয়েছে, 'জালেমের বিরুদ্ধে মজলুমের গালিই হচ্ছে মহাকাব্য'। এই কারণেই তিনি কেবল একজন বক্তা বা আন্দোলনকর্মী নন; বরং সময়ের রাজনৈতিক আবেগকে ধারণ করা এক প্রতীকী চরিত্রে পরিণত হন। হাদীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে নিছক প্রতিবাদী রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করলে তাঁর ভূমিকার মৌলিক দিকটি আড়াল হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল দায় ও দরদের সমাজ গঠনে নতুন রাজনৈতিক বন্দোবস্তের জন্য নেতৃত্ব নির্মাণ এবং একই সঙ্গে গণমুখী এক বিকল্প সাংস্কৃতিক বলয় পুনঃপ্রতিষ্ঠার সচেতন প্রয়াস। তিনি 'ইনকিলাব মঞ্চ' প্রতিষ্ঠা করেন এমন একটি পরিসর হিসেবে, যেখানে মানুষের যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে বিকল্প সাংস্কৃতিক চর্চার পক্ষে মত, পথ ও পরিবেশ তৈরি করা হয়। এই উদ্যোগের লক্ষ্য ছিল সংস্কৃতিকে ক্ষমতার আনুষঙ্গিক অনুষঙ্গ হিসেবে নয়, বরং নাগরিক জীবনের অন্তর্গত অধিকার হিসেবে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করা।

ওসমান হাদীর দৃষ্টিতে, দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতাকেন্দ্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক নীতিগত প্রভাব সাধারণ মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে বিকৃত এবং দমন করে রেখেছে। 'ইনকিলাব মঞ্চ'-এর মাধ্যমে তিনি সেই চাহিদাকে মুক্ত করার চেষ্টা করেন যাতে মানুষ নিজের ভাষা, মূল্যবোধ ও সৃজনশীলতাকে রাষ্ট্রীয় অনুমোদনের অপেক্ষা ছাড়াই প্রকাশ করতে পারে। সাংস্কৃতিক তত্ত্বের ভাষায়, এটি ছিল 'হেজেমনি' ভাঙার এক প্রাত্যহিক প্রয়াস, যেখানে সংস্কৃতি ক্ষমতার হাতিয়ার না, হয়ে ওঠে প্রতিরোধ ও আত্মমর্যাদার মাধ্যম। তবে স্বার্থের হলি খেলায় মত্ত প্রথাগত রাজনৈতিক ধারার বিপরীতে তাঁর এই পথচলা সহজ ছিল না। সহযোদ্ধাদের রাজনৈতিক অপরিপক্কতা, অদূরদর্শিতা এবং কারো কারো ক্ষেত্রে নৈতিক ও কৌশলগত পথভ্রষ্টতা হাদীকে গভীরভাবে ব্যথিত করে। অনেকটা বাধ্য হয়েই তিনি বিকল্প পথ খুঁজতে থাকেন। এই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি উপলব্ধি করেন যে কেবল আন্দোলন বা সাংস্কৃতিক পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকলে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন টেকসই হয় না। ফলে ২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানের পর তিনি মূলধারার রাজনীতিতে বিকল্প পথের নজির উপস্থাপনের জন্য সংসদ সদস্য পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। এটি ছিল ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফল নয়; বরং গণমুখী আন্দোলনের অর্জনকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করার এক বাস্তববাদী প্রয়াস।

নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে হাদী রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নকে সাংস্কৃতিক অধিকারের সঙ্গে সংযুক্ত করার চেষ্টা করেন। তাঁর কাছে নির্বাচন ছিল কেবল বিজয় বা পরাজয়ের হিসাব নয়; বরং এটি ছিল প্রতীকী উপস্থিতি তথা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আলোড়ন সৃষ্টি করে একটি গণমুখী দায় ও দরদের নতুন বন্দোবস্তের দৃষ্টান্ত স্থাপনের মাধ্যম। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, এটি ছিল 'প্রতীকী রাজনীতি'র এক সচেতন প্রয়োগ যেখানে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণই হয়ে ওঠে বিদ্যমান ক্ষমতাকাঠামোকে প্রশ্ন করা ও ভেঙে দেওয়ার ক্ষেত্র। এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন তাঁর নির্বাচনী প্রচারণাতেও স্পষ্ট ছিল। প্রচলিত বিলবোর্ড, লিফলেট, বড় মোটরকেড বা ব্যয়বহুল প্রদর্শনীর বদলে তিনি বেছে নেন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রানির্ভর মৌলিক ও স্বল্পসম্পদনির্ভর কৌশল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সমন্বয়। তিনি নির্দিষ্ট সময় বা স্থানের গণ্ডিতে নিজেকে আবদ্ধ না রেখে জনগণের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করেন। এই পদ্ধতি কেবল অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার ফল নয়; বরং এটি ছিল তাঁর রাজনীতির দর্শনেরই প্রতিফলন যেখানে রাজনীতি মঞ্চকেন্দ্রিক নয়, বরং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ভেতরেই অবস্থান করে।

ওসমান হাদীর জনপ্রিয়তার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল তাঁর সততা, সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভীকতার মত সদ্বগুণাবলি যা বাংলাদেশের রাজনীতিতে যারা রাঘব বোয়াল তাদের মাঝে দীর্ঘদিন ধরেই দুর্লভ। তিনি নিজেকে কেবল দুর্নীতিবিহীন ব্যক্তি হিসেবে দাবি করেননি; বরং এক স্বচ্ছ রাজনৈতিক চরিত্রের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন, যার জীবনাচরণ ও রাজনৈতিক ভাষার মধ্যে কোনো দৃশ্যমান ফাঁক ছিল না। ক্ষমতা ও সুবিধার সঙ্গে আপস না করার এই ধারাবাহিকতা জনমনে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়। রাজনৈতিক সমাজবিজ্ঞানের ভাষায়, এটি ছিল 'নৈতিক পুঁজি' (মোরাল ক্যাপিটাল) যা অর্থ বা সংগঠনের শক্তি ছাড়াও একজন ব্যক্তিকে জনকেন্দ্রিক নেতৃত্বে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকা সরকারি ও রাজনৈতিক ধারার বিপরীতে- যাকে জনমনে দুর্নীতির প্রতীক হিসেবেই দেখা হতো- হাদী সচেতনভাবেই নিজেকে দাঁড় করিয়েছিলেন প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতি ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে। এই অবস্থান তাঁকে কেবল একজন ভিন্নমতাবলম্বী নয়, বরং 'সাহসের প্রতীক' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। তাঁর নির্ভীক উচ্চারণ, প্রভাবশালী গোষ্ঠীর সমালোচনায় আপসহীনতা এবং ঝুঁকি জেনেও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেওয়া সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের চাপা ক্ষোভকে ভাষা দেয়। ফলে জনমনে তিনি হয়ে ওঠেছিলেন এক দৃঢ় ও আস্থাভাজন রাজনৈতিক চরিত্র যার কণ্ঠে মানুষ নিজের ভেতরের কথাগুলো খুঁজে পেয়েছিল।

এই কারণেই শহীদ হওয়ার পরও হাদীর রাজনীতির ময়দানে স্বল্পকালীন সক্রিয় উপস্থিতির প্রভাব কর্পূরের মত উবে যায়নি। সাধারণত রাজনীতিতে ব্যক্তিনির্ভর আবির্ভাব দ্রুত মিলিয়ে যায়, কিন্তু হাদীর ক্ষেত্রে আমরা উল্টো চিত্রটি স্পষ্ট দেখতে পাই। ধূমকেতুর মত আবির্ভাব জনমনে তাঁর ধারণা, সাহসী কণ্ঠস্বর এবং অসমাপ্ত প্রচেষ্টা এক ধরনের স্থায়ী মানসিক ছাপ রেখে গেছে। মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, এটি এক 'অপূর্ণ কাজের প্রভাব' (আনফিনিস্‌ড বিজিনেস অ্যাফেক্ট) যেখানে অসমাপ্ত লড়াই মানুষকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয় যে ন্যায়বিচারের প্রশ্নটি এখনো মীমাংসিত হয়নি। সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান, দুর্নীতির বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান, এবং প্রাতিষ্ঠানিক বা রাজনৈতিক অনুমতির অপেক্ষা না করে সত্য উচ্চারণের বার্তা এখনো মানুষের মনোজগতে গভীরভাবে সংরক্ষিত। এগুলো কেবল স্মৃতির অংশ নয়; বরং সামাজিক আচরণ ও রাজনৈতিক প্রত্যাশাকে প্রভাবিত করার মতো শক্তিশালী ধারণায় পরিণত হয়েছে। এখানেই বাংলাদেশের চলমান ইতিহাসে ওসমান হাদীর রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থায়িত্বের মূল ব্যাখ্যা নিহিত। তিনি ব্যক্তি হিসেবে আজ আমাদের মাঝে অনুপস্থিত হলেও তাঁর নৈতিক অবস্থান ও রাজনৈতিক প্রতীকত্ব জনমনে এখনো সক্রিয় ও প্রাসঙ্গিক।

আসন্ন গণভোট ও সংসদ নির্বাচনে হাদীর প্রভাব কেবল তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার পরিসরে আবদ্ধ থাকবে এমনটি ভাবার কারণ নেই। হাদীর শাহাদাত বরণের পর থেকে সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষ তাঁর জন্য ব্যথিত এবং তাঁর খুনের বিচারের দাবিতে উচ্চকিত। সাধারণ মানুষের মনে তিনি প্রবলভাবে দাগ কেটেছেন। ফলে তাঁর স্বল্পকালীন সরব উপস্থিতির এই প্রভাব বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এক নতুন ধরনের প্রতিশ্রুতি ও প্রত্যাশা নির্মাণ করছে, যেখানে নেতৃত্ব মানে কেবল ক্ষমতায় পৌঁছানোর কৌশল নয়; বরং দুর্নীতিহীনতা, সাহসিকতা এবং জনগণের সঙ্গে নিবিড় ও স্বচ্ছ সংযোগের নৈতিক দায়বদ্ধতা। এই মানদণ্ডটি ইতোমধ্যে জনমানসে প্রোথিত হতে শুরু করেছে, যা প্রচলিত রাজনৈতিক আচরণকে নতুন করে প্রশ্নের মুখে ফেলছে। এই অর্থে 'হাদীর প্রভাব' (হাদী ইফেক্ট) আসন্ন নির্বাচনে ব্যালটের ফলাফল ও ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতিপথ- উভয়কেই বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে পারে। কারণ এটি বাংলাদেশের রাজনীতিকে শুধু সংখ্যার হিসাব বা ভোটের খেলায় সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্গঠনের বৃহত্তর প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোকে বলা যায়, এখানে নির্বাচন একটি প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার পাশাপাশি এক ধরনের নৈতিক দায়ের রূপ নিচ্ছে যেখানে জনগণ শুধু ভোটার বা ভোট প্রার্থীই নয়, তারা রাজনীতির গতিপ্রকৃতিও বেছে নেওয়ার সুযোগ খুঁজছে।

ওসমান হাদীর শাহাদাত বরণ, তাঁর অসমাপ্ত রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগ, এবং জনমনে সঞ্চিত ক্ষোভের আবেগ ও বিচারপ্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রিতা থেকে জন্ম নেওয়া দ্রোহ- সব মিলিয়ে তাঁকে এক অনির্ধারিত অথচ অত্যন্ত প্রভাবশালী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের শক্তিতে রূপান্তরিত করেছে। তিনি এখন আর কেবল একজন ব্যক্তি নন; বরং ন্যায়ের পক্ষে ও অন্যায়ের বিপক্ষে এক ধরনের প্রতীকী মানদণ্ড, যার সঙ্গে বর্তমান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতিপ্রকৃতিকে তুলনা করা হচ্ছে। সাহিত্য ও রাজনৈতিক দর্শনের ভাষায়, এই অবস্থান তাঁকে 'উত্তরাধিকারহীন নেতা' থেকে এক 'চিরবর্তমান ধারণা'য় উন্নীত করেছে যা বাস্তবে উপস্থিত না থেকেও চলমান সিদ্ধান্ত ও আচরণকে প্রভাবিত করে। এই প্রেক্ষাপটে আসন্ন নির্বাচন নিছক একটি রাজনৈতিক মাইলফলক নয়। এটি হাদীর গণমানুষের জন্য কল্পিত 'ইনসাফের রাষ্ট্র', ন্যায়ভিত্তিক অধিকারের প্রশ্নে 'আদাজী'র ধারণা এবং তাঁর ঘোষিত 'ইনকিলাব'-এর আদর্শ কতটা জনসমর্থন অর্জন করেছে তার একটি বাস্তব পরীক্ষা ক্ষেত্রও বটে। অনেক পর্যবেক্ষকের মতে, জনগণ এখনো তাঁর অসমাপ্ত স্বপ্নকে নিজেদের আবেগ, নৈতিক অবস্থান ও ভোটের মাধ্যমে বাস্তব রূপ দিতে আগ্রহী। তবে এই আকাঙ্ক্ষা কতটা সংগঠিত ও ফলপ্রসূ হবে, তা সময়ই বলে দেবে। সবশেষে বলা যায়, আসন্ন নির্বাচনে জনতার রায় কোনদিকে যাবে তা এখনই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। সরব প্রতিবাদের বিপরীতে নীরব ব্যালট বিপ্লবও ঘটে যেতে পারে। কিন্তু এটুকু স্পষ্ট যে, হাদীর উত্থান ও শাহাদাত বরণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক কল্পনা ও প্রত্যাশার জগতে এমন এক ঢেউ তৈরি করেছে, যার অভিঘাত নির্বাচনের ফলাফলের বাইরেও দীর্ঘদিন অনুভূত হতে পারে। এই নির্বাচন তাই শুধু ক্ষমতা বদলের প্রশ্ন নয়; এটি বাংলাদেশের রাজনীতি কোন মূল্যবোধ ধারণ করবে এবং কোন ভবিষ্যতের পথে এগোবে তারও এক গুরুত্বপূর্ণ রায় হিসেবে বিবেচিত হবে।

বিএনপি-জামায়াতের শক্তি কোথায়, দুর্বলতা কোথায়



বিবিসি বাংলা প্রতিবেদন: এবারের নির্বাচনে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের অনুপস্থিতিতে বিএনপির জয় সহজ হতে পারে, এমন একটা ধারণা ছিল প্রথম দিকে। কিন্তু যত দিন গড়াচ্ছে, নানামুখী চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে দলটির সামনে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিএনপির পুরোনো মিত্র জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গেই তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়ছে। এই দুই দলেই বাড়ছে অস্থিরতা-উত্তেজনা।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, নির্বাচনি প্রচারণায় দল দুটির শীর্ষ নেতৃত্বের কথায়ও প্রকাশ পাচ্ছে সেই অস্থিরতা। তারা জড়িয়ে পড়ছেন বাকযুদ্ধে; কখনো কখনো বিতর্কের জন্ম দিচ্ছেন।

ত্রয়োদশ এই জাতীয় সংসদ নির্বাচন হচ্ছে ভিন্ন এক বাস্তবতায়।

বিএনপির চির প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করায় দলটি মাঠে নেই। ফলে রাজনীতিতে এক ধরনের শূন্যতা তৈরি হয় বলে বিএনপিসহ বর্তমানে সক্রিয় দলগুলোর নেতাদেরই অনেকে মনে করেন।

তারা বলছেন, এই শূন্যতার মধ্যে বিএনপির পুরোনো মিত্র জামায়াতে ইসলামী তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছে; মেরুকরণ হয়েছে রাজনীতিতে।

জামায়াত ১১টি দল নিয়ে নির্বাচনি ঐক্য গঠন করে ভোটের মাঠে এখন বিএনপির মূল প্রতিদ্বন্দ্বী।

এই জোটে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের দল জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি রয়েছে। এছাড়া জোটের বেশিরভাগই ইসলামী দল।

জামায়াতসহ এসব ইসলামী দল বিএনপির দীর্ঘদিনের মিত্র ছিল। এখন তাদেরই জোট ক্ষমতায় যাওয়ার টার্গেট নিয়ে ভোটের লড়াইয়ে বিএনপির মুখোমুখি।

নির্বাচনে সর্বশক্তি নিয়ে নেমেছে জামায়াত জোট। বিএনপিরও শীর্ষ নেতা তারেক রহমান লন্ডনে ১৭ বছরের নির্বাসিত জীবনের অবসান ঘটিয়ে দেশে ফিরে চষে বেড়াচ্ছেন ভোটের মাঠ।

বিশ্লেষকেরা ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বড় আকারের কর্মী ছাঁটাই করল 'ওয়াশিংটন পোস্ট'



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ব্যাপক ছাঁটাইয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে জেফ বেজোসের মালিকানাধীন প্রভাবশালী যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সংবাদপত্র ওয়াশিংটন পোস্ট। বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সকালে প্রতিষ্ঠানটি তাদের মোট কর্মীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশকে ছাঁটাই করেছে, যা ইতিমধ্যে চাপে থাকা পত্রিকাটির সংবাদকক্ষকে আরও গভীর সংকটে ঠেলে দিয়েছে। এই ছাঁটাইকে পত্রিকাটির ইতিহাসের অন্যতম বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে।

ছাঁটাই নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেননি পত্রিকাটির মালিক ও আমাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস। তবে জানা গেছে, তিনি দীর্ঘদিন ধরে ওয়াশিংটন পোস্টকে আবারও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ দিয়ে আসছেন। এই উদ্যোগ নিয়ে সংবাদকর্মীদের একাংশ বেজোসের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তুলেছেন।

পত্রিকাটির সাবেক ফ্যাক্টচেকার গ্লেন কেসলার এক কলামে মন্তব্য করেন, 'বেজোস ওয়াশিংটন পোস্টকে বাঁচাতে চাইছেন না, তিনি আসলে ডোনাল্ড ট্রাম্পের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাইছেন।' বেজোস ও ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে আমাজনের সম্পর্ক বরাবরই জটিল। চলতি সপ্তাহেই বেজোস তাঁর মালিকানাধীন মহাকাশ সংস্থা ব্লু অরিজিনে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথকে আতিথ্য দেন।

কর্মী ছাঁটাইয়ের বিষয়ে সিএনএন জানিয়েছে, বুধবার সকালে কর্মীদের 'আজ বাসায় থাকুন' নির্দেশ দিয়ে একটি ই-মেইলের মাধ্যমে জানানো হয়, কে কে ছাঁটাইয়ের তালিকায় আছেন। নির্বাহী সম্পাদক ম্যাট মারে এক অভ্যন্তরীণ বার্তায় জানান, প্রায় সব সংবাদ বিভাগেই বড় আকারের কর্মী সংকোচন হচ্ছে। এর আওতায় মেট্রো ডেস্ক উল্লেখযোগ্যভাবে ছোট করা হয়েছে, ক্রীড়া বিভাগ প্রায় পুরোপুরি বন্ধ, বই বিভাগও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং দৈনিক 'পোস্ট রিপোর্টস' পডকাস্ট বাতিল করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক কাভারেজও ব্যাপকভাবে কমানো হচ্ছে, যদিও যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে কিছু ব্যুরো 'কৌশলগত উপস্থিতি' বজায় রাখবে বলে জানান মারে। পাশাপাশি ব্যবসায়িক কার্যক্রমেও বড় ধরনের কাটছাঁট চলছে।

এই ছাঁটাই নিয়ে কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা ছড়িয়ে পড়েছে। আমাজন বিট রিপোর্টার ক্যারোলিন ও'ডোনোভান সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'আমি বিদায় নিচ্ছি, সঙ্গে যাচ্ছেন এই পেশার সেরাদের অনেকেড়। ভয়াবহ।' জাতি ও নৃগোষ্ঠীবিষয়ক রিপোর্টার ইমানুয়েল ফেলটন বলেছেন, এই সিদ্ধান্ত আর্থিক নয়, বরং আদর্শগত।

পত্রিকাটির সাবেক নির্বাহী সম্পাদক মার্টি ব্যারন এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'এটি বিশ্বের অন্যতম সেরা সংবাদমাধ্যমটির ইতিহাসের সবচেয়ে অন্ধকার দিনগুলোর একটি।' তাঁর মতে, ব্যবসায়িক সংকট ছিল সত্য, কিন্তু শীর্ষ পর্যায়ের ভুল সিদ্ধান্ত সেই সংকটকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

ওজনপার্ক ও ব্রুকলিনের প্রানকেন্দ্র সিটি লাইনে পুপলার ড্রাইভিং স্কুলের ২য় শাখার যাত্রা শুরু।
আমরা গত ৩০ বছর যাবৎ জ্যাকসন হাইটসে রুজভেল্ট এভিনিউর অফিস থেকে সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছি।
অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট

- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test
- 5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
- 6 Hours DDC Class
- Good For TLC, Insurance & Point Redaction.

(Operate by JH office)



Operate by JH office)
বাসা থেকে পিকআপ এন্ড ড্রপ
২টি লেসন একত্রে
OPEN 7 DAYS
Please
Scan & Visit us!

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্ত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন। ইন্টিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ১ থেকে ২০ লেসনের প্যাকেজ ডীল। প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা।

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীরা কিভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে পারেন তা জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
৯১৭-৩০১-২০৬৩

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট পরীক্ষার বই
Website. www.populardrivingschoolny.com
POPULAR DRIVING SCHOOL INC.
Jackson Heights Office
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)
718-426-9453
Brooklyn / Ozone Park Office
17-101 Avenue, Brooklyn, NY 11208
(Betw. Drew St & Forbell St. City Line)
718-235-6438

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)



- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
- সিটিজেনশীপ - ফ্যামিলি পিটিশন - NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট - এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158, Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

JALALABAD ASSOCIATION OF AMERICA, INC.

জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত

প্রতিযোগিতার গ্রান্ড ফাইনাল

ইফতার ও দোয়া মাহফিল



২২

ফেব্রুয়ারি ২০২৬, রোববার

GULSHAN TERRACE
59-15 37th Ave
Woodside, NY 11377

ফাইনাল রাউন্ডের প্রতিযোগিতা শুরু হবে ২২ ফেব্রুয়ারী, রোববার, দুপুর ১:৩০ মিনিট থেকে। নির্ধারিত সময়ে ফাইনালে উত্তীর্ণ সকল প্রতিযোগীদের উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

আসসালামু আলাইকুম
সম্মানিত সুধী, পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইন্‌ক-এর আয়োজনে প্রবাসের নতুন প্রজন্মের ছেলে ও মেয়েদের জন্য আয়োজিত কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতার ফাইনাল ও ইফতার এবং দোয়া মাহফিলে সকল জালালাবাদবাসী সহ প্রবাসীদের উপস্থিত হওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

উপ-কমিটি

শামীম আহমেদ
আহ্বায়ক
৩৪৭-৬৩৬-৫১৫৩

মোঃ শফিউদ্দিন তালুকদার
প্রধান সমন্বয়কারী
৬৪৬-৩৫৯-৪৮৭৩

মোঃ ফজল খান
সদস্য সচিব
৬৩১-৫০৭-৯৪২১

সদস্যঃ মোহাম্মদ আলীম, হোসেন আহমদ, মান্না মোনতাসির, আব্দুল আজিজ, হুমায়ূন কবির সোহেল

আমন্ত্রণে

বদরুল খান
সভাপতি (৬৪৬)৮২৪-৪৮১৪

রোকন হাকিম
ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক (৯১৭) ৩৬২-২৪৪২

মোঃ লোকমান হোসেন (লুকু), *সহ-সভাপতি (সিলেট জেলা)* • শামীম আহমেদ, *সহ-সভাপতি (সুনামগঞ্জ জেলা)* • মোঃ শফি উদ্দিন তালুকদার, *সহ-সভাপতি (হবিগঞ্জ)* • মোঃ জাবেদ উদ্দীন, *সহ-সভাপতি (মৌলভীবাজার)* • মোহাম্মদ আলিম, *কোষাধ্যক্ষ* • মোঃ জিল্লুর রহমান খান, *সাংগঠনিক সম্পাদক* • ফয়ছল আলম, *প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক* • হোসেন আহমদ, *সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক* • মান্না মুনতাসির, *ক্রীড়া সম্পাদক* • বুরহান উদ্দিন, *আইন ও আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক* • জাহিদ আহমেদ খান, *সমাজ কল্যাণ সম্পাদক* • সারা উদ্দিন, *মহিলা বিষয়ক সম্পাদক* • আব্দুল আজিজ, *কার্যকরী সদস্য (সিলেট জেলা)* • হুমায়ুন কবির সোহেল, *কার্যকরী সদস্য (সুনামগঞ্জ জেলা)* • দেলোয়ার হোসেন মানিক, *কার্যকরী সদস্য (হবিগঞ্জ জেলা)* • মোঃ ফজল খাঁন, *কার্যকরী সদস্য (মৌলভীবাজার জেলা)*

বোর্ড অব ট্রাষ্টি: কাওছারুজ্জামান কয়েছ • বদরুন নাহার খান মিতা • ছয়দুন নূর • নাজমুল হাসান কুবাদ



তিন বিভাগ

কোরআন তেলাওয়াত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ও বিজয়ীদের জন্য মোট ৬ হাজার ডলারের পুরস্কার।

OUR SPONSOR:

ATAUR RAHMAN SALIM
President
Bangladesh Society, Inc

AKIB HUSSAIN
(646) 920-4799

SHAMIM AHMED
Vice-President
Jalalabad Association of America Inc
President
Bangladesh Society of Bronx, New York Inc

FAKRUL ISLAM DEEWAR
Community Activist & Businessman
FATIMA BROTHERS GROUP
Member NYC 8

DR. MOHAMED HOSSAIN MD
(718) 975-7431

starling diagnostics
718-319-1610

EMRAN
ESTATES REALTY
EMRAN BHUIYAN
Buy • Sell • Rent
347-261-7671

ZamZam Drugs
PHARMACY
3105 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
(347) 899-8930

healthfirst
MD TOUHIDUL ISLAM
917-881-7303

ZAKIR CPA PLLC
CPA ZAKIR CHOWDHURY
(929) 207-1516

917.362.2442
Eagle

VNS Health

"কার্যকরী পরিষদের পক্ষ থেকে সকল অতিথিদের জন্য থাকবে বিশেষ উপহার"



প্রচারে:
ফয়ছল আলম
প্রচার ও দপ্তর সম্পাদক

MEDIA PARTNER

TBN 24 ঠিকানা

AB tv ব্রডকাস্ট পার্টনার

GRAND SPONSOR:



SHAMSHER ALI
President & CEO
APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO T L C INSU R ANCE
EXIT LUXURY INC. 718.472.9800

দূর্নীতি ও রাষ্ট্র সংস্কারে বিএনপি: ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে জামায়াত

৩-এর পৃষ্ঠায় পর উন্নয়ন, স্টার্টআপ ও উদ্যোক্তা সহায়তা, বৈশ্বিক ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে যুক্তকরণ ও মেধাভিত্তিক সরকারি নিয়োগ নিশ্চিত করা এবং ক্রীড়াকে পেশা ও জীবিকার মাধ্যম হিসেবে গড়ে তুলতে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া অবকাঠামো ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা।

দলটির অন্য তিন প্রধান প্রতিশ্রুতির মধ্যে রয়েছে পরিবেশ রক্ষা ও জলবায়ু সহনশীলতা জোরদারে ২০ হাজার কিলোমিটার নদী-খাল খনন ও পুনঃখনন, পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ ও আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চালু; ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি সুদৃঢ় করতে সব ধর্মের উপাসনালয়ের ধর্মীয় নেতাদের জন্য সম্মানী চালু এবং আন্তর্জাতিক পেমেন্ট সিস্টেম (পেপাল) চালু, ই-কমার্সের আঞ্চলিক হাব স্থাপন ও 'মেড ইন বাংলাদেশ' পণ্যের রপ্তানি সম্প্রসারণ।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে বিএনপির ইশতেহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের একাংশ। শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলেছবি: প্রথম আলো

রাষ্ট্রব্যবস্থা সংস্কারে প্রতিশ্রুতি

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা, প্রয়াত চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার 'ভিশন-২০৩০' ও তারেক রহমানের রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়নের পাশাপাশি জুলাই জাতীয় সনদে যেসব বিষয়ে যে আঙ্গিকে ঐকমত্য ও স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেগুলো সেভাবে বাস্তবায়ন করা হবে বলে নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করেছে বিএনপি।

মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের তালিকা প্রণয়ন, স্মৃতি সংরক্ষণ, মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরা, মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বীর মুক্তিযোদ্ধা ভাতা বাড়ানো, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান ও ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে শহীদদের পরিবারকে স্বীকৃতি ও সহায়তা, আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানে সহায়তা এবং জুলাই অভ্যুত্থানের শহীদ পরিবার ও আহত ব্যক্তিদের কল্যাণে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন আলাদা বিভাগ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেছে বিএনপি।

সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস', নির্বাচনকালীন দলনিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা পুনঃস্থাপন, একজন উপরাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি, ন্যায়পাল নিয়োগসহ আরও বিভিন্ন সংস্কারের কথা ইশতেহারে বলেছে বিএনপি। এ ছাড়া ১০ বছরের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী পদে থাকতে পারবেন না বলেও ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়েছে।

পররাষ্ট্র-প্রতিরক্ষায় কী নীতি

বিএনপি বলেছে, পররাষ্ট্রনীতি হবে বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষা করে এবং স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রেখে যাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে দেশে নতুন কর্মসংস্থান ও ব্যবসা হবে, অর্থনীতি শক্তিশালী হবে, সেটাই করবে দলটি। ইশতেহারে বলা হয়েছে, রোহিঙ্গা সংকট দ্রুত সমাধান করা বিএনপির অগ্রাধিকার। পদ্মা, তিস্তাসহ বিভিন্ন অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে বিএনপি।

ইশতেহারে বিএনপি বলেছে, সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গিবাদ ও উগ্রবাদের বিরুদ্ধে কঠোর ও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাংলাদেশের ভূখণ্ডে কোনো ধরনের সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা বরদাশত করা হবে না। কোনো সন্ত্রাসবাদীকেও আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।

ইশতেহারে বলা হয়, প্রতিবেশীদের সঙ্গে সমতা, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে বিএনপি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সীমান্তে চোরাচালান, মানব পাচার ও মাদক পাচার কঠোরভাবে দমন করা হবে। দীর্ঘ মেয়াদে দেশের উন্নয়ন এবং 'পিপল-টু-পিপল কন্টাক্ট' বাড়ানোর জন্য সফট পাওয়ার কূটনীতি ও ক্রীড়া কূটনীতিতে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

ইশতেহারে বলা হয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা, সশস্ত্র বাহিনীর বিরাজনীতিকরণ ও পেশাদারত্ব জোরদার করার জন্য বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বিএনপি একটি জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল প্রণয়ন করবে। জিয়াউর রহমানের 'পিপলস ওয়ারফেয়ার ডকট্রিনের' আলোকে একটি আধুনিক প্রতিরক্ষা নীতি ও ডকট্রিন প্রণয়ন করা হবে। গণতান্ত্রিক সমাজের উপযোগী সামরিক-বেসামরিক সম্পর্কের সুদৃঢ় কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হবে।

ট্রুথ অ্যান্ড হিলিং কমিশন

বিএনপি ক্ষমতায় গেলে ভুক্তভোগীকেন্দ্রিক ও পুনর্বাসনমূলক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় একটি 'ট্রুথ অ্যান্ড হিলিং কমিশন' গঠন করা হবে উল্লেখ করে দলটির নির্বাচনী ইশতেহারে বলা হয়েছে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী সময়ে সংঘটিত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার সত্য উদ্ঘাটন করা হবে, নির্যাতন ও ক্ষতির শিকার ব্যক্তিদের অর্থবহ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা হবে এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় অপরাধীদের জবাবদিহি ও শাস্তির আওতায় আনা হবে।

জুলাই অভ্যুত্থানের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ শাসনামলে সংঘটিত গুম-খুন, মিথ্যা মামলা, নির্যাতনসহ বিভিন্ন অপরাধের দ্রুত বিচার নিশ্চিতের কথাও ইশতেহারে বলেছে বিএনপি।

দুর্নীতি ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে অগ্রাধিকার

ইশতেহারে বলা হয়েছে, এবারের নির্বাচনে বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেলে দুর্নীতি দমন এবং আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণই হবে প্রথম অগ্রাধিকার। বিএনপি বলেছে, আওয়ামী লীগের আমলে সংঘটিত অর্থ পাচার ও দুর্নীতির অনুসন্ধান করে একটি পূর্ণাঙ্গ শ্বেতপত্র প্রকাশ এবং এতে দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে তারা। পাশাপাশি পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।

'মেরিটোক্রেসির বাংলাদেশ'

বেসামরিক ও সামরিক প্রশাসনে নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে যোগ্যতাই একমাত্র মাপকাঠি হবে বলে বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বিএনপি 'মেরিটোক্রেসির বাংলাদেশ' বিনির্মাণ করবে। এর বাইরে 'যথাসময়ে' নতুন পে স্কেল বাস্তবায়ন, প্রশাসনিক সংস্কার কমিশন গঠন, শক্তিশালী পিএসসি গঠন এবং বেসরকারি সার্ভিস রুল প্রণয়নের অঙ্গীকার করেছে দলটি।

কওমি সনদের স্বীকৃতির পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং সরকারি মসজিদের পাশাপাশি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক হিসেবে নিয়োগে তাঁদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কথাও ইশতেহারে বলেছে বিএনপি।

নারীদের স্নাতকোত্তর পর্যন্ত বিনা মূল্যে শিক্ষা

ইশতেহারে বিএনপি বলেছে, তারা ক্ষমতায় গেলে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য স্নাতকোত্তর পর্যন্ত বিনা মূল্যে পড়ালেখার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। নারীদের কর্মস্থলে ডে-কেয়ার সেন্টার ও 'ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার' স্থাপন করার কথা বলেছে তারা। ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং নারীদের সাইবার বুলিংয়ের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবে বিএনপি। এ ছাড়া সব নারী শ্রমিক-কর্মচারীর সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি ছয় মাস নির্ধারণ করারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দলটি।

বিএনপির ইশতেহারে বলা হয়েছে, তারা ক্ষমতায় গেলে রাজনীতি, প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়নে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো হবে। ইউনিয়ন পর্যায়ে বিশেষায়িত 'নারী সাপোর্ট সেল' প্রতিষ্ঠা করা হবে। নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক ও দক্ষতা সহায়তা দেওয়া হবে। মাধ্যমিক, মাদ্রাসাসহ সব সমমানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্যানিটারি ন্যাপকিনের ভেন্ডিং মেশিন স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষিঋণ মওকুফ

ক্ষমতায় গেলে শস্য, ফসল, মৎস্য ও পশুপালন খাতে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ সুদসহ মওকুফ করার ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি। এ ছাড়া নিবন্ধিত বেসরকারি সংস্থার (এনজিও) কাছ থেকে নেওয়া ক্ষুদ্রঋণের এক বছরের কিস্তি ঋণ গ্রহণকারীদের পক্ষে সরকার এনজিওগুলোকে দেবে।

বরেন্দ্র অঞ্চলের উন্নয়নে বরেন্দ্র প্রকল্প আবার চালু, আম সংরক্ষণে বিশেষ হিমাগার স্থাপন ও উত্তরাঞ্চলে কৃষি পণ্য রপ্তানি অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিএনপি।

বিদেশে বছরে ২০ লাখ কর্মসংস্থান

ক্ষমতায় গেলে দেশব্যাপী বিদেশি ভাষাশিক্ষা ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা বাড়াতে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ চালু করবে বিএনপি। দলটির ইশতেহারে বলা হয়েছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বছরে ২০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের পথ তৈরি করা এবং বিদেশে যেতে বিনা সুদে সহজ শর্তে ঋণসহায়তা দেওয়া হবে। পাশাপাশি দেশে ব্যবসার পরিবেশ সহজ করা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থান এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদেরও সহায়তা দেবে বিএনপি।

ওয়ান টিচার, ওয়ান ট্যাব

বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে শিক্ষা খাতে পর্যায়ক্রমে জিডিপির ৫ শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করা হবে। প্রাথমিক শিক্ষায় জোর দেওয়া হবে বেশি। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং সমমানের শিক্ষকদের আধুনিক ও সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ, দক্ষতা অর্জনসহ সার্বিক সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে ট্যাবলেট কম্পিউটার দেওয়া হবে। একে বিএনপি বলছে 'ওয়ান টিচার, ওয়ান ট্যাব'।

দেশ-বিদেশে কর্মসংস্থান ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ তৈরিতে বাংলা-ইংরেজির পাশাপাশি আরবি, জাপানিজ, কোরিয়ান, ইতালিয়ান, মান্দারিন ইত্যাদি তৃতীয় ভাষা মাধ্যমিক পর্যায় থেকে চালু করার কথা বলেছে বিএনপি। বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থী ঋণ ও ব্যাংকঋণের জটিলতা দূর করবে তারা। ক্ষমতায় গেলে শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠনের অঙ্গীকারও করেছে দলটি।

বিনা মূল্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা

স্বাস্থ্য খাতে পর্যায়ক্রমে জিডিপির ৫ শতাংশ বরাদ্দের কথা ইশতেহারে বলেছে বিএনপি। ই-হেলথ কার্ড ও বিনা মূল্যে মানসম্মত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার কথা বলেছে তারা। নাগরিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে বিএনপি যে এক লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ দেবে, তার ৮০ শতাংশ হবেন নারী।

প্রবাসী কার্ড

এত দিন ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষক কার্ডের কথা বললেও নির্বাচনী ইশতেহারে এগুলোর পাশাপাশি 'প্রবাসী কার্ড' দেওয়ার কথা বলেছে বিএনপি। এই কার্ডে প্রবাসীদের বিভিন্ন তথ্য থাকবে। এর ভিত্তিতে প্রবাসীদের রেমিট্যান্সে বাড়তি প্রণোদনা এবং দেশে ফিরে আসা প্রবাসীদের সামাজিক সুরক্ষা দেবে বিএনপি।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

অর্থনীতির ক্ষেত্রে আকস্মিক বা হুটহাট করে কোনো নীতি পরিবর্তন করবে না বিএনপি। তারা ২০৩৪ সালের মধ্যে এক ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি গড়ে তুলতে চায়। ২০৩৫ সালের মধ্যে দেশের কর-জিডিপি অনুপাত ১৫ শতাংশে উন্নীত করা হবে।

২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষমতা ৩৫ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করার কথা বলেছে বিএনপি। এর মধ্যে নবায়নযোগ্য শক্তির অংশ হবে ২০ শতাংশ। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি কেনার ক্ষেত্রে কোনো গোপন চুক্তি করা হবে না বলে ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কার্যকারিতা পুনঃপরীক্ষা ও সংশ্লিষ্ট দুর্নীতি তদন্ত করা হবে।

বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে যোগাযোগকারী হিসেবে কাজ করতে 'এফডিআই ক্যাপ্টেন' নিয়োগ দেবে বিএনপি। বেসরকারি খাতের উন্নয়নে লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া সহজ করাসহ আরও নানা উদ্যোগের কথা ইশতেহারে বলেছে তারা।

ইশতেহারে বিএনপি বলেছে, চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। ঢাকার ওপর চাপ কমাতে 'সেকেন্ডারি সিটি' কার্যকর করা হবে।

জামায়াতের ইশতেহার:

জামায়াতের ইশতেহারে বলা হয়েছে, গ্রামীণ নারীদের স্বাবলম্বী করতে 'আমার আয়ের সংসার' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো নারীদের কেবল ভাতা না দিয়ে প্রশিক্ষণ ও উপকরণের মাধ্যমে তাঁদের নিজস্ব আয় ও কর্মজীবন নিশ্চিত করা। এককালীন সরকারি সহায়তা দেওয়া, যাতে নারীরা সেলাই, হস্তশিল্প, ফ্রিল্যান্সিং, কৃষির মতো উৎপাদনশীল কাজের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হতে পারবেন। নারীদের জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত কাজের পরিবেশ এবং ন্যায্য মজুরি নিশ্চিতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে ইশতেহারে।

ইশতেহার প্রকাশের অনুষ্ঠানে বক্তব্যে সাতচল্লিশ, একাত্তর ও চব্বিশের গণ-আন্দোলন ও বিপ্লবের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান জামায়াত আমির। তিনি বলেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর একটি পরিচ্ছন্ন ও নৈতিক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে তাঁরা সামনে এগোচ্ছেন। অতীতের রাজনৈতিক সংস্কৃতি পেছনে ফেলে মেধা, উদ্ভাবন ও আদর্শনির্ভর নেতৃত্বের মাধ্যমে দেশ পরিচালনার কথা বলেন তিনি।

সাড়ে ১৫ বছর তৎকালীন সব বিরোধী দল, এ দেশের সুশীল সমাজ, সাংবাদিক মহল, আলেম-ওলামা কেউ নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাননি উল্লেখ করে জামায়াতের আমির বলেন, 'আমরা মজলুম ছিলাম। কিন্তু ৫ আগস্টের পর অনেকেই অতীতের স্মৃতি মনে হয় যেন আমরা ভুলে গেছি।'

এ সময়ের মধ্যে কেউ কেউ নিজেদের ভাগ্য গড়ার জন্য লেগে গেছেন এবং নানাভাবে দেশের মানুষকে কষ্ট দিচ্ছেন বলে মন্তব্য করেন শফিকুর রহমান। এই প্রেক্ষাপটে জামায়াতের ইশতেহার জনবান্ধব, ব্যবসাবান্ধব, শান্তিবান্ধব ও শৃঙ্খলাবান্ধব হবে বলে উল্লেখ করেন দলটির আমির।

জামায়াত বলেছে, এই ইশতেহার কেবল রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি নয়, বরং একটি বৈষম্যহীন ও ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের রূপরেখা।

২৬ বিষয়ে অগ্রাধিকার

জামায়াতের ইশতেহারে ২৬ বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে, সেগুলো হলো 'জাতীয় স্বার্থে আপসহীন বাংলাদেশ' স্লোগানের আলোকে স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থে আপসহীন রাষ্ট্র গঠন; বৈষম্যহীন, ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক একটি মানবিক বাংলাদেশ গঠন; যুবকদের ক্ষমতায়ন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁদের প্রাধান্য দেওয়া; নারীদের জন্য নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক রাষ্ট্র গঠন; আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে মাদক, চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসমুক্ত একটি নিরাপদ রাষ্ট্র বিনির্মাণ; প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক ও স্মার্ট সমাজ গঠন; প্রযুক্তি, ম্যানুফ্যাকচারিং, কৃষি, শিল্পসহ নানা সেক্টরে ব্যাপকভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি; সরকারি চাকরিতে বিনা মূল্যে আবেদন, মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ ও সব ধরনের বৈষম্য দূরীকরণ; ব্যাংকসহ সার্বিক আর্থিক খাত সংস্কারের মাধ্যমে আস্থা ফিরিয়ে এনে বিনিয়োগ ও ব্যবসাবান্ধব টেকসই স্বচ্ছ অর্থনীতি বিনির্মাণ; সমানুপাতিক (পিআর) পদ্ধতির নির্বাচনসহ সুষ্ঠু নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা শক্তিশালী করে সুসংহত ও কার্যকর গণতন্ত্র নিশ্চিত করা; কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার ও কৃষকদের সহযোগিতা বাড়ানোর মাধ্যমে কৃষিতে বিপ্লব সৃষ্টি করা; ২০৩০ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ ভেজালমুক্ত খাদ্যনিরাপত্তা এবং 'তিন শূন্য ভিশন' (পরিবেশগত অবক্ষয়ের শূন্যতা, বর্জ্যের শূন্যতা ও বন্যা-ঝুঁকির শূন্যতা) বাস্তবায়নের মাধ্যমে সবুজ ও পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ গড়া; ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের পাশাপাশি শিল্প প্রতিষ্ঠা, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতের মাধ্যমে ব্যাপক ভিত্তিতে শিল্পায়ন ও কর্মসংস্থান তৈরি; শ্রমিকদের মজুরি ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি এবং মানসম্মত কাজের পরিবেশ, বিশেষ করে নারীদের নিরাপদ কাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা; প্রবাসীদের ভোটাধিকারসহ সব অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং দেশ গঠনে আনুপাতিক ও বাস্তবসম্মত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা; সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু (মেজরিটি-মাইনরিটি) নয়, বরং বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সবার নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং পিছিয়ে থাকা নাগরিক ও শ্রেণি-গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সুবিধা নিশ্চিত করা; আধুনিক ও সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং গরিব ও অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য পর্যায়ক্রমে বিনা মূল্যে উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করা; সমসাময়িক বিশ্বের চাহিদা সামনে রেখে শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক সংস্কার এবং পর্যায়ক্রমে বিনা মূল্যে শিক্ষা নিশ্চিত করা; দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রেখে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এবং অন্যান্য মৌলিক চাহিদার পূর্ণ সংস্থানের নিশ্চয়তা; যাতায়াতব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো এবং রাজধানীর সঙ্গে বিভাগীয় শহরগুলোর সড়ক বা রেলপথের দূরত্ব পর্যায়ক্রমে দু-তিন ঘণ্টায় নামিয়ে আনা।

দেশের আঞ্চলিক যোগাযোগ ও ঢাকার অভ্যন্তরীণ যাতায়াতব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তন আনা; নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পরিবারের জন্য স্বল্প মূল্যে আবাসন নিশ্চিত করা; ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার পূর্ণ বিলোপে চলমান বিচার ও সংস্কার কার্যক্রমকে অব্যাহত রেখে বাংলাদেশে ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থার পুনর্জন্ম রোধ করা; সর্বজনীন সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা চালু করার মাধ্যমে নিরাপদ কর্মজীবন ও পর্যায়ক্রমে সব নাগরিকের আন্তর্জাতিক মানের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; সব পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিত করে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং সব পর্যায়ে সৎ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প-মামদানীর সমঝোতার ইঙ্গিত!

প্রথম পৃষ্ঠার পর সেখানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের রিয়েল এস্টেট ব্যবসার স্বার্থ আছে কিনা এমন প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর রিয়েল এস্টেট ব্যবসার নিউইয়র্ক সিটি জোনিং আইন ও ভূমি ব্যবহারের জটিল অনুমোদন প্রক্রিয়া নিয়ে বেশ অসন্তুষ্ট ছিলেন। এবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও মেয়র মামদানী জোনিং আইন নিয়ে তাদের মধ্যে অপ্রত্যাশিত সমঝোতার ইঙ্গিত রাজনৈতিক মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

গত বছরের নভেম্বরে হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে বসেন নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি। আর এ বৈঠকে নিউইয়র্ক সিটির অভিবাসন অভিযান, আইনশৃঙ্খলা কিংবা ফেডারেল অর্থায়নের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো সিটির ইউনিফর্ম ল্যান্ড ইউজ রিভিউ প্রসিডিউর - ইউলার্প।

শনিবার পলিটিকো তাদের এক প্রতিবেদনে জানায়, নভেম্বরে হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে বৈঠকে মামদানি যখন ইউলর্পের কারণে আবাসন নির্মাণে দীর্ঘসূত্রতার কথা তোলেন, তখন ট্রাম্প এতে স্পষ্ট আগ্রহ দেখান। তিনি বলেন, বহু বছর ধরেই এই প্রক্রিয়ার সংস্কার দেখতে চেয়েছিলেন এবং এটি বদলানো গেলে বড় পরিসরে রিয়েল এস্টেট ব্যবসার প্রসার ও নির্মাণ প্রক্রিয়া অনেক সহজ হবে। বৈঠকের পরও দুজনের মধ্যে ইউলার্প নিয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে বলে জানা গেছে।

ইউলার্প অনুযায়ী, কোনো বড় জোনিং পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সিটি কাউন্সিল, সিটি প্ল্যানিং কমিশন, বরো প্রেসিডেন্ট এবং কমিউনিটি বোর্ডের অনুমোদন প্রয়োজন হয়। প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে লেগে যায় বহু বছর।

মামদানি তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার গড়েছেন ট্রাম্পবিরোধী অবস্থানকে সামনে রেখে।আর ট্রাম্প অতীতে বারবার নিউইয়র্কের মতো ডেমোক্র্যাট-নিয়ন্ত্রিত সিটির বিরুদ্ধে কড়া অবস্থানের হুমকি দিয়েছেন। এছাড়া মামদানীকে সোশ্যালিস্ট কমিউনিস্ট বলে আখ্যা দেন। এবং মামদানী মেয়র নির্বাচিত হলে নিউইয়র্কে ফেডারেল নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠারও হুশিয়ারি দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। নভেম্বরের বৈঠকের পর দুই নেতার মধ্যে দেখা যায় অস্বাভাবিক সৌহার্দ্য, যা বিস্ময়কর।

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, বৈঠকের পরও ট্রাম্প ও মামদানির মধ্যে ইউলর্প নিয়ে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট সূত্র। এমনকি টেক্সট মেসেজেও এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। তবে ঠিক কী ধরনের সংস্কার চান প্রেসিডেন্ট সে বিষয়ে এখনো স্পষ্ট কোনো ধারণা পাওয়া যায়নি।

ট্রাম্প অর্গানাইজেশনের সাবেক শীর্ষ নির্বাহী বারবারা রেস জানিয়েছেন, ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরেই ইউলর্প পুরোপুরি বাতিল করার পক্ষপাতী। আশির দশকে ম্যানহাটনের ওয়েস্ট সাইড ইয়ার্ডসে বিশাল 'টেলিভিশন সিটি' প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় স্থানীয় আপত্তি ও ইউলার্প প্রক্রিয়ার কারণেই ট্রাম্পকে তার পরিকল্পনা বড়ভাবে ছাঁটাই করতে হয়।

“ঐক্যের জয়গানে নিউইয়র্কে হিন্দু সমাবেশ”

নিউইয়র্ক: হিন্দু মিলন মেলা নিউইয়র্ক ইনক এর আয়োজনে ১ ফেব্রুয়ারি রবিবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কে হিন্দু সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো। সকলে দৃপ্ত প্রত্যয়ে উচ্চারণ করেছেন "ঐক্যের বন্ধন সুসংহত রেখে আমেরিকান স্বপ্ন পূরণের পথ সুগম করার পাশাপাশি বাংলাদেশের স্বজনদের নিরাপত্তাহীনতা দূর করার কর্মকৌশল" গ্রহণ করার। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যদিয়ে শুরু হওয়া এ সমাবেশে গুণীজনদের সম্মাননা সার্টিফিকেট প্রদান এবং আলোচনার পাশাপাশি জনপ্রিয় শিল্পীগণের পরিবেশনায় পুরো আয়োজনটি 'হিন্দু মিলনমেলা'য় পরিণত হয়েছিল।

সমগ্র আয়োজনে সভাপতিত্ব করেন কম্যুনিটি লিডার ডা. প্রভাত দাস। আলোচনায় অংশ নেন নিউইয়র্কের স্টেট অ্যাসেম্বলিওম্যান জেনিফার রাজকুমার, কম্যুনিটি লিডার হংসরূপা দাস, সিতাংশু গুহ, ডঃ দ্বিজেন ভট্টাচার্য, শন অলিভো, অ্যান্ড্রু জেইডম্যান, সোরায়া কমল পুরী, সত্য দোসাপতি, পঙ্কজ মেহতা, নিত্যানন্দ কিশোর দাস ব্রহ্মচারী, বিষ্ণু গোপ, ভবতোষ মিত্র, তাপস সাহা এবং আহবায়ক কমিটির চেয়ারম্যান সুমিতা বিশ্বাস। বিশিষ্টজনদের মধ্যে আরো ছিলেন কম্যুনিটি লিডার ড. সবিতা দাস, ড. রুমা চৌধুরী, শুভরায়, কৃষ্ণ সরকার, অপুরাম সাহা, গৌরাঙ্গ রায়, সুমন সূত্রধর, সংগঠনের প্রধান সমন্বয়কারী প্রদীপ ভট্টাচার্য। স্বাগত জানান হিন্দু মিলনমেলার সভাপতি আর পি দত্ত স্বপন। কম্যুনিটি লিডার রামদাস ঘরামির সার্বিক সমন্বয়ে, সাধারণ সম্পাদক পল্লব সরকার সকলের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন পুরো আয়োজনকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্যে। গানে গানে মাতিয়ে রেখেছিলেন তমা চক্রবর্তী ও প্রদীপ ভট্টাচার্য। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।







নিউইয়র্কে বিএনপির সভা

দেশবাসীকে ধানের শীষে ভোট দেয়ার আহবান

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপির সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন বলেছেন বিএনপি আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে আবারো বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করবে, ষড়যন্ত্র করে বিএনপির বিজয় রুখা যাবে না। আহবাব চৌধুরী খোকন গত বুধবার ব্রঙ্কসের আল-আকসা পার্টি হলে বিএনপি আয়োজিত এক কর্মীসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। আহবাব চৌধুরীর বাংলাদেশ গমন উপলক্ষ্যে নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপি এই সভার আয়োজন করে।

সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোঃ আব্দুর রহিমের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার জাহিদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি (উত্তর) এর সিনিয়ার নেতা জনাব জাফর তালুকদার, মোহাম্মদ আলী রাজা, মমতাজ উদদীন, সুলতান মাহমুদ সিদ্দিকী, আব্দুল আহাদ হেলাল, আসাদুজ্জামান আসাদ, সেলিনা আক্তার ও আশিকুল হক।বক্তব্য রাখেন বেগ হুসাইন ইসলাম মিঠু, মোঃ জামাল হোসেন, আব্দুল মুক্তাদির মোহাম্মদ জাকির হোসেন বাচ্চু, মোঃ বাদল হোসেন, মোঃ সাদিক আলী, শাহ স্বপন, মোঃ জাহির হোসাইন, আব্দুল ওয়াদুদ খোকন মোঃ শহিদুল ইসলাম, হাজী ইকবাল হোসেন সামসুল হক ও রাহেল আহমেদ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আহবাব চৌধুরী খোকন আরো বলেন বিএনপি সত্যিকার অর্থে একটি দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল।আর তাই বাংলাদেশে এই পর্যন্ত যতগুলো নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে সব গুলো নির্বাচনে বিএনপি বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছে।এই নির্বাচনেও এর ব্যতিক্রম হবে না। বিএনপি শহিদ জিয়ার নেতৃত্বে স্বাধীণতাত্তোর বাংলাদেশকে পুনঃগঠন যেমন ভুমিকা রেখেছে দেশনেত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে দেশে যেমন গণতন্ত্র পুনঃপৌতিষ্ঠা ও বহু উন্নয়ন সাধন করেছে তেমনি আগামী দিনে দেশনায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে আবারো দেশ গঠনে কাজ করবে ।

বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও অনুষ্ঠানে সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারাভিজানে অংশ আহবাব চৌধুরী খোকন শুক্রবার বাংলাদেশে গমন করেন। অনুষ্ঠানে শহিদ জিয়া ও সদ্য প্রয়াত বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফেরাত কামনায় মোনাজাত করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন আব্দুল আহাদ হেলাল। -- প্রেস বিজ্ঞপ্তি





‘হত্যার’ ঘটনায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সর্বোচ্চ ১৫ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করতে পারেন এবং তার সাজা নির্ধারণ হবে আগামী ১৯ মার্চ।

৩৮ বছর বয়সী এসপি সার্জেন্ট এরিক দূরান হলেন প্রথম নিউইয়র্ক পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা যিনি দায়িত্বে থাকা অবস্থায় কারো মৃত্যু ঘটানোর অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি হয়েছেন। তিনি অতিরিক্তভাবে হামলার অভিযোগের সঙ্গেও মোকাবিলা করেছিলেন, কিন্তু বিচারক প্রমাণের অভাবে ওই অভিযোগ বাতিল করেছেন।

প্রসিকিউটরের তথ্য অনুযায়ী, ২৩ আগস্ট ২০২৩ সালে এরিক ডুপ্রে ব্রঙ্কসে একটি ড্রাগ লেনদেনের সময় পুলিশের আড়াল অপরাধি হিসেবে পালানোর চেষ্টা করেন। এরিক দূরান যিনি সেই সময় ন্যারকোটিক ইউনিটের সঙ্গে ছিলেন, নিরাপত্তা ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, তিনি নিকটবর্তী লাল কুলারটি দ্রুত ধরে ডুপ্রে এর দিকে ছুঁড়ে দেন। কুলারটি উঁচুবু এর মাথায় লাগে, তিনি মোটরসাইকেল নিয়ন্ত্রণ হারান, একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে রাস্তায় পড়ে যান এবং পার্ক করা গাড়ির নিচে চাপা পড়েন। ঘটনাস্থলেই গুরুতর মাথার আঘাতে মারা যান। তিনি পুয়ের্তো রিকো থেকে নিউইয়র্কে অভিবাসী ছিলেন এবং ডেলিভারি চালকের কাজ করতেন।

দূরান আদালতে নিজের পক্ষে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেছিলেন, “আমাদের দিকে ডুপ্রে আসছিল, সময় খুব কম ছিল। আমি শুধু তাকে থামানোর চেষ্টা করেছি এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। এরপরই আহত দেখেই সাহায্য করতে চেষ্টা করেছি।”

তবে প্রসিকিউটররা দাবি করেছেন, ডুপ্রে কোনো মারাত্মক হুমকি ছিল না এবং তার মৃত্যু দূরান এর উদাসীন ও দায়িত্বহীন আচরণের ফলাফল। তারা আরও যুক্তি দেন যে অফিসারকে সতর্ক করার সময় ছিল, কিন্তু তিনি রাগ ও হতাশায় কুলার ছুঁড়ে দেন।

দূরান এর মামলা জানুয়ারি ১৪, ২০২৬ এ শুরু হয়েছিল এবং তিনি নন-গিল্টি জবাব দিয়ে বেঞ্চ ট্রায়াল (জাজের বিচার) চেয়েছিলেন।

নিউ ইয়র্কের স্টেট এটর্নি জেনারেল এর অফিস, যারা আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত নাগরিক মৃত্যুর তদন্ত করে, এই মামলাটি পরিচালনা করেছে।

বিএনপি-জামায়াতের শক্তি কোথায়, দুর্বলতা কোথায়

৬-এর পৃষ্ঠায় পর

বলছেন, তারেক রহমানের সরাসরি নেতৃত্ব দেওয়ার বিষয়টি এবার নির্বাচনে বিএনপির নেতাকর্মীদের জন্য শক্তির জায়গা হয়েছে। কিন্তু ভিন্ন রাজনৈতিক মেরুকরণে, ভিন্ন বাস্তবতায় নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে দলটির জন্য; অনেক ক্ষেত্রে দলটির দুর্বলতাও দৃশ্যমান হচ্ছে।

জামায়াতের সামনেও আসছে অনেক চ্যালেঞ্জ। তাদেরও শক্তি ও দুর্বলতার জায়গাগুলো প্রকাশ পাচ্ছে।

বিএনপির সাত চ্যালেঞ্জ : দলটির দুর্বলতা, চ্যালেঞ্জের জায়গা অনেক। তবে বিএনপির নেতা-কর্মীরা যে বিষয়গুলোকে সমস্যা হিসেবে দেখছেন, সেখানে বড় সাতটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে:

১. দলের বিদ্রোহী প্রার্থী।
২. রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর গত ১৮ মাসে সারাদেশে বিএনপির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি-দখলের অভিযোগ।
৩. তরুণ ভোটারদের বিএনপির পক্ষে টানার ক্ষেত্রে প্রচারণায় ঘাটতি।
৪. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের প্রচারণা থেকে পিছিয়ে থাকা।
৫. নারীদের মধ্যে তালিমের নামে জামায়াতের প্রচারণার মুখেও পিছিয়ে থাকা।
৬. প্রচারণায় প্রতিপক্ষের ধর্মের ব্যবহার।
৭. প্রতিবেশী দেশ ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রশ্নে বিএনপির অবস্থানের অস্পষ্টতার অভিযোগ।

আসলে কতটা চ্যালেঞ্জে বিএনপি : 'দলের বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ায় আমাদের আসনে নেতাকর্মীরা বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। এর প্রভাব ভোটারদের মধ্যেও পড়তে পারে। এটা আমাদের দলীয় প্রার্থীর জন্য বড় সংকট।'

বিবিসি বাংলার কাছে এই বক্তব্য দিয়েছেন নেত্রকোনা-৩ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর প্রচারণায় যুক্ত থাকা স্থানীয় একজন নেতা।

সংসদীয় যে ৭৯টি আসনে দলীয় মনোনয়ন না পেয়ে এবং বিএনপি থেকে বহিষ্কার হওয়ার পরও প্রার্থী হয়েছেন, এসব আসনেই নেত্রকোনা-৩ আসনের মতো একই চিত্র বলে দলটির নেতা-কর্মীদের অনেকে বলছেন।

বিএনপির একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা জানিয়েছেন, দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে আসা তথ্য ও তাদের নিজস্ব জরিপ অনুযায়ী ৭৯টি আসনে বিদ্রোহী প্রার্থীর মধ্যে ৪৬ জন শক্ত অবস্থানে আছেন।

বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ায় তাদের বিএনপি থেকে বহিষ্কার করার পরও তারা ভোটে রয়েছেন এবং বেশিরভাগ আসনেই তারাই দলীয় প্রার্থীর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন।

বিএনপি শীর্ষ পর্যায়ের একজন নেতা বলেছেন, বিদ্রোহী প্রার্থীদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে এটিকে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন তারা।

বিদ্রোহী প্রার্থীর বিষয়টি বিএনপির সাংগঠনিক বা অভ্যন্তরীণ সমস্যা, যা সামলাতে পারেনি দলটি।

চাঁদাবাজি, দখলের অভিযোগ নিয়েও বিএনপির বিরুদ্ধে নেতিবাচক আলোচনা রয়েছে। এটিকে নির্বাচনি প্রচারণায় বিএনপির বিরুদ্ধে বড় ইস্যু হিসেবে সামনে আনছেন তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের শীর্ষ নেতারা।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানে পট পরিবর্তনের পর থেকে সারাদেশে একেবারে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত হাট-বাজারে, বাস টার্মিনাল-নৌঘাটে চাঁদাবাজি এবং জমি-বাড়ি, এমনকি ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের অনেক নেতা-কর্মীর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, দোকান দখলের ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। এর বেশিরভাগ অভিযোগই বিএনপির নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে।

যদিও বিএনপি প্রায় দশ হাজার নেতাকর্মীকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে। কিন্তু থামানো যায়নি চাঁদাবাজি-দখল।

লেখক ও বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ মনে করেন, দলটির শীর্ষ নেতৃত্ব দল থেকে বহিষ্কার বা সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলে এর দায় এড়াতে পারেন না। তিনি বলেন, 'বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশে ফিরে চাঁদাবাজি-দখলের মতো অপরাধ করা থেকে দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন-এমন ধারণা ছিল। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি' 'দলের বিদ্রোহী প্রার্থীও থামানো যায়নি। এখানে নেতৃত্বের দুর্বলতার বিষয় আলোচনায় আসছে' বলে মনে করেন মহিউদ্দিন আহমদ।

যদিও বিএনপি নেতারা বলছেন, ওই দুটি বিষয় বিরোধীপক্ষ প্রচারণায় ব্যবহার করলেও তাদের ভোটে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। কিন্তু সন্দেহ রয়েছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের।

বিএনপির প্রচারণায় ঘাটতি : যদিও তারেক রহমান মাঠে দলের নির্বাচনি প্রচারণায় সশরীরে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এরপরও প্রচারণায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিএনপি পিছিয়ে রয়েছে বলে দলটির ভেতরে আলোচনা আছে।

নেত্রকোনা, বগুড়া, রংপুরসহ কয়েকটি জেলার বিএনপির তৃণমূলের কয়েকজন নেতা বলছিলেন, তরুণদের মাঝে প্রচারণায় বা যোগাযোগে দলের ঘাটতি আছে।

কারণ আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন তরুণরা।

এবার নির্বাচনের ভোটারদের এক তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ চার কোটির বেশি তরুণ ভোটার রয়েছেন। তাদের একটা বড় অংশ আওয়ামী লীগ আমলে দেড় দশকে বিগত তিনটি বিতর্কিত নির্বাচনে ভোট দিতে পারেননি। ফলে এবার ভোটের প্রতি তাদের আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ বিবিসি বাংলাকে বলেন, তরুণদের মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এখন গতানুগতিক প্রচারে তাদের আকৃষ্ট করা যাবে না।

অবশ্য তরুণ ও নারী ভোটারদের সমর্থন পেতে তারেক রহমান তার মেয়ে জাইমা রহমানকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি নিচ্ছেন। কিন্তু এরপরও বিএনপির প্রচারণায় দুর্বলতা বা ঘাটতির অভিযোগ আলোচনায় রয়েছে।

অধ্যাপক মাহবুব উল্লাহ মনে করেন, 'তরুণদের কানেক্ট করার ক্ষেত্রে বিএনপির ঘাটতি আছে। তরুণ ভোটের জন্য তাদের আরও চিন্তাশীল কিছু করা প্রয়োজন।'

আরেকটি বড় অংশ নারী ভোট। তাদের মাঝে বিএনপির প্রচারণা শুরু হয়েছে বিলম্বে। জামায়াতের নারী বিভাগের নেতা-কর্মীরা সারাদেশে বিভিন্ন এলাকা বা মহল্লায় নারীদের নিয়ে ধর্মীয় বিষয়ে নিয়মিত আলোচনা বা বৈঠক করে আসছিলেন কয়েক বছর ধরে। সেটিকে 'তালিম' বলে পরিচিত করে আসছে জামায়াত।

এই তালিমের নামে অনেক আগে থেকেই নারী ভোটারদের ঘরে ঘরে গিয়ে জামায়াতের নারী কর্মীরা প্রচারণা চালাচ্ছেন। এতে ধর্মকে ব্যবহারের অভিযোগ করছে বিএনপি। জামায়াতের তালিমের পাল্টা উঠান বৈঠক নাম দিয়ে নারীদের কাছে প্রচারণা চালাচ্ছে বিএনপি।

কিন্তু দলটির এই কৌশলে বিলম্ব হয়েছে অনেকটা সময়। সে কারণে নারী ভোটারের বড় অংশের কাছে বিএনপির প্রার্থীরা সরাসরি পৌঁছুতে পারবেন কিনা, এনিয়ে বিএনপি নেতাদের অনেকের সন্দেহ আছে।

ফেসবুকসহ সামাজিক মাধ্যমেও প্রচারণায় বিএনপির পিছিয়ে থাকার কথা বলছেন বিশ্লেষকেরা।

তারা মনে করেন, সামাজিক মাধ্যমের একটা প্রভাব তৈরি হয়েছে সমাজে। কিন্তু এই মাধ্যমে বিএনপির তুলনায় জামায়াত অনেক এগিয়ে রয়েছে। বিএনপিকে ঘায়েল করতে জামায়াতের প্রচারণা পরিকল্পিত এবং সংগঠিতভাবে হচ্ছে।

বিএনপিও জামায়াতের বিরুদ্ধে সামাজিক মাধ্যমে 'বট বাহিনী' ব্যবহারের অভিযোগ করছে। এবার সামাজিক মাধ্যমে এবং মাঠের প্রচারণায় ধর্মের ব্যবহার বেশি হচ্ছে বলে বিশ্লেষকদের কেউ কেউ বলছেন।

তারা মনে করেন, পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে জামায়াতসহ ইসলামী দলগুলোর শক্তি ও প্রভাব বেড়েছে। সেকারণে প্রচারণায় ধর্মের ব্যবহার বেশি চোখে পড়ছে।

'জামায়াতের প্রার্থীকে ভোট দিলে জান্নাতে যাবে' দলটির বিরুদ্ধে এ ধরনের প্রচারণা চালানোর অভিযোগও তুলেছে বিএনপি। দলটির নেতারা বলছেন, 'জান্নাতের টিকেট বিক্রি করাসহ ধর্মকে ব্যবহার করে প্রচারণা চালাচ্ছে জামায়াত। ফলে বিএনপিকেও সতর্কভাবে অনেক সময় ধর্মের বিষয় আনতে হচ্ছে।'

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, নির্বাচনে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ থাকবে। সেগুলো মোকাবিলা করেই তারা এগোচ্ছেন এবং ভোটারদের স্বতস্ফূর্ত সমর্থন পাচ্ছেন। তবে দলটির অন্য একাধিক নেতার অভিযোগ হচ্ছে, 'স্বতস্ফূর্ত জনসমর্থন না পেয়ে জামায়াত নানারকম মেকানিজমের দিকে নজর দিচ্ছে, সেটিই বিএনপির জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে।'

জামায়াতের চ্যালেঞ্জ : যদিও দলটির নেতা-কর্মীরা এমন একটা ধারণা তৈরি করছেন যে, ক্ষমতার প্রশ্নে এবারের ভোট জামায়াতের জন্য বড় সুযোগ হিসেবে এসেছে। কিন্তু তারপরও ভোটের মাঠে তাদের জন্য চ্যালেঞ্জ রয়েছে অনেক।

১. জামায়াতের পক্ষে স্বতস্ফূর্ত জনসমর্থনে ঘাটতি আছে।
২. ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জামায়াতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন।
৩. নারী অধিকার প্রশ্নে জামায়াতের অবস্থানে অস্পষ্টতার অভিযোগ।
৪. সরকার বা দেশ পরিচালানায় অভিজ্ঞতা নেই।
৫. প্রচারণায় প্রতিশ্রুতি ও কাজের মিল থাকবে কিনা-এ প্রশ্নে অনেকের সন্দেহ।
৬. ভূ-রাজনীতিতে দলটির অবস্থান কী হবে, সেই প্রশ্নে অস্পষ্টতার অভিযোগ।

জনসমর্থনে ঘাটতির অভিযোগ কেন : জামায়াত সংগঠিত দল এবং তাদের শক্তি বেড়েছে বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা মনে করেন। ভোটের মাঠেও দলটির সংগঠিত ও পরিকল্পিত প্রচারণা সবার চোখে পড়ছে। ঢাকাসহ বিভিন্ন নির্বাচনি এলাকায় জামায়াত জমায়েত করছে এবং মাঠে ও সামাজিক মাধ্যমে দলটির নেতা-কর্মীরা সর্ব শক্তি দিয়ে নেমেছেন।

এমন তৎপরতার কারণে জামায়াত অন্যতম প্রধান দল বিএনপির মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে এসেছে বলে বিশ্লেষকদের ধারণা। কিন্তু তারা বলছেন, বড় দল হিসেবে বিএনপির যেমন সারাদেশে বিস্তৃত সাংগঠনিক শক্তি ও জনসমর্থন আছে। জামায়াত সংগঠিত হলেও বিস্তৃত স্বতস্ফূর্ত জনসমর্থনের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। এছাড়াও দেশের সব এলাকায় জামায়াতের সাংগঠনিক অবস্থা শক্তিশালী বা বিস্তৃত নয়। ফলে ভোটে এই বিষয়টি জামায়াতের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ বলে বিশ্লেষকেরা বলছেন।

যদিও অনেক ভোটারের কাছে জামায়াত একটি বিষয় পৌঁছিয়ে দিয়েছে যে, মানুষ আওয়ামী লীগ-বিএনপির শাসন দেখেছে। এবার তারা নতুন কাউকে দেখতে চায়। তাদের এমন 'ন্যারেটিভ' বিএনপির জন্য কিছুটা চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে বলেও রাজনীতিকদের অনেকে মনে করেন। তবে বাংলাদেশে জামায়াতের রাষ্ট্র পরিচালনার কোনো অভিজ্ঞতা নেই- এই ইস্যুকে সামনে আনছে বিএনপি তাদের প্রচারণায়। বিএনপির এই প্রচারণাও জামায়াতের জন্য চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে।

নারী অধিকার প্রশ্নেও জামায়াতের অবস্থান নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। বিশেষ করে একটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে জামায়াতের আমির একটি বক্তব্য এসেছে যে, নারীরা কখনো তাদের দলের আমির হতে বা নেতৃত্বে আসতে পারবেন না। এই বক্তব্য নিয়ে ভোটের মাঠে চলছে নানা বিতর্ক।

যদিও দলটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের উদারনীতি নেওয়ার কথা বলছে, কিন্তু সমাজে এক ধরনের সন্দেহ কাজ করছে বলে বিশ্লেষকেরা মনে করেন।

তারা বলছেন, উদারনীতির কথা বললেও ক্ষমতায় গেলে জামায়াত তা কতটা বাস্তবায়ন করবে বা ভোটের প্রতিশ্রুতি ও কাজের মিল কতটা থাকবে-এই সন্দেহটাই আসছে আলোচনায়।

এ বিষয়টিও জামায়াতের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখনো ৭১ : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল জামায়াত। সেই যুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে দলটির শীর্ষ নেতাদের বিচার হয়েছে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগের আমলে। কিন্তু ১৯৭১ সালের ভূমিকার জন্য ৫৪ বছরেও জামায়াত কখনো অনুষ্ঠানিক ভুল স্বীকার বা দুঃখ প্রকাশ করেনি, ক্ষমা চায়নি।ফলে এ নিয়ে এখনো জনগোষ্ঠীর বড় অংশের মধ্যে জামায়াতের ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব আছে বলে বিশ্লেষকেরা মনে করেন।

জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান বলেন, অতীত তাদের নির্বাচনে কোনো প্রভাব ফেলবে না। তাদের দলের ভবিষ্যত পরিকল্পনা ভোটারদের আকৃষ্ট করছে।

তবে একাত্তর ইস্যু এবারের ভোটেও সামনে এসেছে। তাদের পুরোনো মিত্র বিএনপির প্রচারণাতেও জামায়াতের বিরুদ্ধে একাত্তরে দলটির ভূমিকার সেই অতীতকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হচ্ছে।

ভূ-রাজনীতির প্রভাব কতটা : বিশ্লেষকেরা বলছেন, বাংলাদেশের রাজনীতি ঘিরে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের তৎপরতা বিভিন্ন সময় দৃশ্যমান হয়েছে।

তবে আগের যে কোনো সময়ের তুলনায় বাংলাদেশের এবারের নির্বাচনের দিকে অনেক বেশি নজর রাখছে বিভিন্ন দেশ। এদের মধ্যে আছে, যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্ব এবং চীন, প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তান।

প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল বিএনপি ও জামায়াতের বর্তমান ও ভবিষ্যত অবস্থান কী-সেটা জানার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে ওই দেশগুলোর কূটনীতিকদের মধ্যে।

ঢাকায় কর্মরত ওই দেশগুলোর কূটনীতিকেরা বিএনপি-জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করছেন।

দল দুটোর দিক থেকেও বিভিন্ন বিষয়ে তাদের উদারনীতি তুলে ধরার চেষ্টা রয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের টানাপোড়েন একবারে তলানি গিয়ে ঠেকেছে।

অন্যদিকে, এ সময়ে আওয়ামী লীগ ও তার মিত্রদের অনুপস্থিতিতে যে দলগুলো সক্রিয় রয়েছে, তাদের বেশিরভাগেরই ভারতবিরোধী অবস্থান।

ফলে দেশের রাজনীতিতে এবং ভোটের প্রচারণাতেও ভারতবিরোধিতার বিষয়কে কার্ড হিসেবে আনছে কোনো কোনো দল।

জামায়াতসহ ইসলামী বিভিন্ন দলের নেতাদের অনেকে অভিযোগ তুলেছেন যে, বিএনপির সঙ্গে ভারতের এক ধরনের সমঝোতা হয়ে থাকতে পারে। সেকারণে বিএনপি তাদের প্রচারণায় এবার ভারত বিরোধী কোনো বক্তব্য দিচ্ছে না।

ভারত প্রশ্নে বিএনপির অবস্থান স্পষ্ট নয়, এটিই অভিযোগ ইসলামী বিভিন্ন দলের।

এ বিষয়টি বিএনপির জন্য এক ধরনের চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। দলটির নেতাদের অনেকে বলছেন, এমন পরিস্থিতির কারণে সীমান্তে মানুষ হত্য বন্ধ করা এবং অভিন্ন নদীর পানির হিস্যা আদায়সহ দুই দেশের অমীমাংসিত ইস্যু নিয়ে তাদের বক্তব্য তুলে ধরতে হয়েছে।

জামায়াতের বিরুদ্ধেও ভূরাজনীতির বর্তমান প্রেক্ষাপটে অবস্থানের অস্পষ্টতার পাল্টা অভিযোগ তোলা হয়েছে তাদের প্রতিপক্ষ থেকে।

কূটনীতির বিশ্লেষকেরা বলছেন, দলগুলো ভোটে অন্যান্য চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি ভূ-রাজনীতির বিষয়ও বিবেচনায় নিচ্ছে বলে তাদের ধারণা।

নিউইয়র্কে শীতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার সকালে ব্রঙ্কসে এক ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। একই দিনে ব্রুকলিনে একটি ভবনের ছাদে ৮১ বছর বয়সী এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, যদিও তার মৃত্যুর সঙ্গে সরাসরি শীতের সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়।

বিপজ্জনক মাত্রায় নেমে যাওয়া উইন্ডচিলের কারণে সোমবার সকাল পর্যন্ত নিউইয়র্ক সিটিসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে এক্সট্রিম কোল্ড ওয়ার্নিং বলবৎ ছিল। আবহাওয়াবিদরা সতর্ক করে জানিয়েছেন, প্রবল ঠান্ডা বাতাসের ফলে অনেক এলাকায় অনুভূত তাপমাত্রা নেমে যেতে পারে মাইনাস ১৫ থেকে মাইনাস ২৫ ডিগ্রি ফারেনহাইটে, যা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করে।

এই চরম শৈত্যপ্রবাহে বিশেষ করে গৃহহীন, বয়স্ক ও অসুস্থ ব্যক্তিরা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন।

নিউইয়র্ক-নিউজার্সির গেটওয়ে টানেল প্রকল্পের স্থগিত অর্থ ছাড়ের নির্দেশ

শেষ পৃষ্ঠায় পর

শ্রমিকদের মধ্যে নতুন করে স্বস্তির আশা তৈরি হয়েছে। অর্থ সংকটে পড়ে যেদিন প্রকল্পের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয়ে যায়, ঠিক সেদিনই আদালতের এই রায় আসে।

নিউইয়র্কের সাউদার্ন ডিস্ট্রিক্ট ফেডারেল কোর্টের বিচারক জিনেট ভার্গাস রায়ে বলেন, অর্থ ছাড়ে বিলম্বের ফলে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্পে জনস্বার্থ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এমন যুক্তি বাদীপক্ষ যথাযথভাবে প্রমাণ করতে পেরেছে। আদালত একই সঙ্গে উভয় পক্ষকে আগামী ১১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আইনি বিষয়ে একটি যৌথ চিঠি জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

আদালতের আদেশের পরপরই নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সির শীর্ষ কর্মকর্তারা রায়কে স্বাগত জানান। নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস একে দুই রাজ্যের শ্রমিকদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় বলে উল্লেখ করেন। অন্যদিকে নিউ জার্সির ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল জেনিফার ড্যাভেনপোর্ট বলেন, এই আদেশের ফলে প্রায় এক হাজার নির্মাণ শ্রমিক তাদের চাকরি ধরে রাখতে পারবেন এবং খুব শিগগিরই প্রকল্পের কাজ আবার শুরু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

প্রায় ১৬ বিলিয়ন ডলারের গেটওয়ে প্রকল্পটি যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় অবকাঠামো উদ্যোগগুলোর একটি। প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে নিউ জার্সি ও নিউইয়র্কের মধ্যে হাডসন নদীর নিচ দিয়ে একটি নতুন রেল টানেল তৈরি হবে, যা নিউইয়র্ক পেন স্টেশনের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। তবে ট্রাম্প প্রশাসন ফেডারেল অর্থ ছাড় বন্ধ করে দেওয়ায় শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে নির্মাণকাজ স্থগিত হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রায় এক হাজার শ্রমিক কাজ হারান।

এর আগে নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সির পক্ষ থেকে আদালতে আবেদন জানিয়ে ফেডারেল অর্থ ছাড়ের নির্দেশ চাওয়া হয়। শুক্রবারের শুনানি ছিল ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে দুই রাজ্যের করা দুটি মামলার একটি অংশ। রাজ্যগুলোর আইনজীবীরা যুক্তি দেন, অর্থ আটকে রাখার সিদ্ধান্ত অবৈধ এবং এর ফলে আঞ্চলিক পরিবহন ব্যবস্থা ও অর্থনীতিতে বড় ধরনের ক্ষতি হচ্ছে।

গত বছরের অক্টোবরে, ৪৩ দিনের সরকারি শাটডাউনের শুরুতেই পরিবহন বিভাগ জানায়, ঠিকাদার নির্বাচনে বৈচিত্র্য, সমতা ও অন্তর্ভুক্তি নীতির ভূমিকা খতিয়ে দেখার অজুহাতে গেটওয়ে প্রকল্পের অর্থায়ন স্থগিত করা হচ্ছে। এরপর থেকেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একাধিকবার দাবি করে আসছেন, প্রকল্পটি কার্যত বাতিল। যদিও তিনি এবং তার পরিবহনমন্ত্রী শান ডাফির বক্তব্যে বারবার অসঙ্গতি দেখা গেছে। বাস্তবে, নির্মাণকারী সংস্থাকে ধার করা অর্থে কাজ চালিয়ে যেতে হয়েছে।

এই অর্থ আটকে রাখার ঘটনায় নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সির ডেমোক্র্যাট নেতাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ তৈরি হয়। সিনেট সংখ্যালঘু নেতা চাক শুমার একে লজ্জাজনক আখ্যা দিয়ে বলেন, গেটওয়ে প্রকল্পে ফেডারেল অর্থ ছাড় দেওয়া বা না দেওয়ার একমাত্র ক্ষমতা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হাতেই রয়েছে।

এদিকে বিতর্ক আরও ঘনীভূত হয় যখন একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, গেটওয়ে প্রকল্পের অর্থ ছাড়ের শর্ত হিসেবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ওয়াশিংটনের ডালেস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং নিউইয়র্ক পেন স্টেশনের নাম নিজের নামে রাখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে সেই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন সিনেটর শুমার।

এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দিইনি, যা সম্ভব নয়: তারেক রহমান



- রাজধানীবাসীর বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের আশ্বাস
- সবার আগে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ঠিক করা হবে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিজের নির্বাচনী এলাকা ঢাকা-১৭ আসনের ইসিবি চত্বরে গতকাল নির্বাচনী পথসভায় তারেক রহমান। সভায় স্মৃতিচারণা করে তাঁকে ভোট দিতে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। ছবি: আজকের পত্রিকা

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে জনসভার পর শেষ মুহূর্তে রাজধানীতে ভোটের প্রচারে ব্যস্ত সময় পার করছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। গতকাল রোববার নিজের আসন ঢাকা-১৭ থেকে শুরু করে রাজধানীর বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় জনসভা করে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়েছেন তিনি।

ভোট চাওয়ার পাশাপাশি দেশ ও মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে ভোটারদের সামনে নানা প্রতিশ্রুতিও তুলে ধরেন বিএনপির চেয়ারম্যান। আর প্রতিশ্রুতির বিষয়ে বলেছেন, 'আমরা আপনাদের কাছে এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে চাই না, যা মানুষের সাধ্যের বা মানুষের ক্ষমতার বাইরে। এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দিইনি, যা ইহজগতে সম্ভব নয়।'

রাজধানীর সেনপাড়ার আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় মাঠে বিকেলে ঢাকা-১৫ আসনের নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য দেন তারেক রহমান। এই আসনে বিএনপির প্রার্থী শফিকুল ইসলাম খান মিল্টন। তাঁর অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান।

দলের পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতির কথা তুলে ধরে সভায় তারেক রহমান বলেন, 'বিএনপি সরকার গঠনে সক্ষম হলে আমরা যেসব পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করব।'

এর আগে বিকেল পৌনে ৪টার দিকে ইসিবি চত্বরে দিনের প্রথম নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা করেন তারেক রহমান। জনভোগান্তি এড়াতে মাত্র সাড়ে চার মিনিটে বক্তৃতা শেষ করেন তিনি। ১৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

৫ আগস্টের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ হবে ভোটের দিন: ডা. শফিকুর রহমান



- ঋণখেলাপিদের বগলের নিচে রেখে দুর্নীতি বন্ধ করবেন কীভাবে।
- দেড় দশক দেশে না থাকা লোকজন ফিরে এসে মামলা-বাণিজ্য করছে
- জামায়াত ক্ষমতায় গেলে নাহিদ মন্ত্রী হবেন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, ১২ তারিখ বারবার ফিরে আসবে না। ৫ আগস্টের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ হবে ১২ তারিখের নির্বাচনে। জনগণ সেদিন দুর্নীতিবাজ-চাঁদাবাজ-ঋণখেলাপিদের লাল কার্ড দেখাবে।

রাজধানীর বাড্ডার ভিআইটি প্রজেক্ট খেলার মাঠে গত রোববার সকালে ঢাকা-১১ আসনে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী নাহিদ ইসলামের নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে জামায়াতের আমির এসব কথা বলেন।

বড় বড় ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে হত্যা মামলা দিয়ে কোটি কোটি টাকা দাবি করা হচ্ছে উল্লেখ করে শফিকুর রহমান বলেন, 'যারা গত দেড় দশক দেশের মাটিতে ছিল না, পালিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে ছিল, ফিরে এসে তারাই এখন মামলা-বাণিজ্য করছে। ৬ আগস্ট থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত এসব অপকর্ম বন্ধ হয়নি।' সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী, এমনকি ফুটপাতে ভিক্ষা করা মানুষও চাঁদাবাজির শিকার হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

শফিকুর রহমান আরও বলেন, 'একটি দল মাঝেমধ্যে বলে, ক্ষমতায় গেলে দুর্নীতির টুঁটি চেপে ধরবে। ঋণখেলাপিদের বগলের নিচে আশ্রয় দিয়ে আপনারা দুর্নীতি বন্ধ করবেন কীভাবে!'

ঢাকা-১১ আসনের ভোটের বিষয়ে জামায়াতের আমির বলেন, 'এ আসনে দুজন প্রার্থী আছেন। দুজনকেই আপনারা চেনেন। নাহিদ ইসলামের জন্ম এখানে, বেড়ে ওঠা এখানে।

আমি মায়ের কাছে মাসির গল্প শোনাতে চাই না। আমার থেকে নাহিদকে ২৩-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ব্রুকলিনে স্কুল বাস চাপায় ১১ বছরের শিক্ষার্থীর মৃত্যু চালকের ওপর অভিযোগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী, আমিরা ক্রসওয়াকে দাঁড়িয়ে ছিল এবং পেডেস্ট্রিয়ান সিগনাল লাল হাতে পরিবর্তিত হওয়ার সময় রাস্তা পার হচ্ছিল। ঠিক তখন বাসটি ডান দিকে ঘুরছিল। চালক পথ দান না করায় আমিরা বাসের সাথে ধাক্কা খেয়ে গুরুতর আহত হন। তিনি বাড়ি থেকে মাত্র কয়েকশ' ফুট দূরে ছিলেন।

পরিবেশীরা দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান, তবে মাইমনাইডস মেডিকেল সেন্টারে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয় দোকান ও প্রতিবেশীরা ঘটনায় সহায়তার জন্য ছুটে আসেন, এক নার্স সিপিআর প্রয়োগ করেন।

নিউইয়র্ক সিটি শিক্ষা দপ্তর জানিয়েছে, তারা শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিটি স্কুল বাস চালককে সঠিক নিরাপত্তা প্রটোকল মেনে চলার বিষয়টি গুরুত্বসহকারে নিচ্ছে। প্রতিবেশীরা দুর্ঘটনার স্থলে একটি স্মৃতিস্তম্ভ ও ফুলের বিন্যাস করেছেন, এবং এলাকার মানুষ শোকাহত।

স্টেট সিনেটর স্টিফেন টি চ্যান সামাজিক মাধ্যমে বলেন, "দুর্ঘটনাটি হৃদয়বিদারক। ড্রাইভারদের আরও সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানাই। সবাই সাবধান হোক।"

বাস চালক ওয়াওয়া অরেলাসকে ২৪ ফেব্রুয়ারি আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশ ও শিক্ষা দপ্তর দুর্ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে।



পবিত্র শবে বরাত উপলক্ষ্যে : 'শাহ নেওয়াজ গ্রুপ'র আলোচনা ও মিলাদ মাহফিল

শেষ পৃষ্ঠায় পর নেওয়াজ ছাড়াও কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আলোচনায় অংশ নেন। এতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন এবং শবে বরাতের বিষয়ে কোরআন ও হাদিসের আলোকে বক্তব্য রাখেন কারী সাইয়্যেদ মুসতানজিদ বিল্লাহ রব্বানী। মাহফিলে শবে বরাতের তাৎপর্য নিয়ে বক্তব্য রাখেন মিলাদ ও বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম কাজী কাইয়্যুম।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, মূলধারার রাজনীতিক এটর্ণী মঈন চৌধুরী, জেবিবিএ'র একাংশের সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান, সোসাইটির ট্রাষ্ট্রি বোর্ড সদস্য ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি'র সভাপতি এবং জেএমসি'র সেক্রেটারী ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সোসাইটির ট্রাষ্ট্রি বোর্ড সদস্য মোহাম্মদ আতরাউল আলম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট শাহ শহীদুল হক, বাংলাদেশ সোসাইটির সাংস্কৃতিক সম্পাদক অনিক রাজ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

মাহফিলে ইমাম কাজী কাইয়্যুম বলেন, শবে বরাত একটি পবিত্র রাত। এই রাতে মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষের অতীত গুণাগুলো মাফ করার জন্য বিশেষ সুযোগ রেখেছেন। কোন বান্দা যদি তার গুণাহ স্মরণ করে আল্লাহর কাছে মাফ চান, আল্লাহ তায়ালা তাকে মাফ করে দেন। তাই এ রাতে শুধু নিজেদের জন্য নয় আমাদের পূর্বপুরুষ সহ সকল মুসলিমের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করা দরকার। তিনি আরো বলেন, আগে দেশে প্রতিটি পাড়ায় মহল্লায় ভাব গাম্ভীজ্যের মধ্য দিয়ে শবে-বরাত পালন করা হতো। এখন সে প্রচলন উঠে যাচ্ছে। মানুষ এখন শবে বরাতের তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারছে না। তিনি সবাইকে শবে বরাতের তাৎপর্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে এই রাতের শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার আহ্বান জানান।

শাহ নেওয়াজ বলেন, বান্দারা পাহাড়সম গুণা করে থাকলেও তা মাফ পাওয়ার পবিত্র রাত শবে বরাত। তওবার মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার কাছ থেকে সকল গুণা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। আল্লাহর কাছে মন থেকে ক্ষমা চাইলে, তওবা করলে তিনি তা মাফ করে দেন। তিনি বেশী বেশী নামাজ আদায় আর তওবা করার জন্য ধর্মপ্রান মুসলমানদের প্রতি আহবান জানান। সবশেষে তিনি তার বক্তব্যে স্বল্পীক ওমরাহ হজ পালনে যাওয়ার কথা জানান এবং সবার দোয়া কামনা করেন।

আতাউর রহমান সেলিম বলেন, শবে বরাত পালন নিয়ে আমরা খুব বিপদে আছি। কেউ বলেন, শবে বরাত পালন বেদাত, কেউ বলেন ঠিক। তিনি সততা আর নিষ্ঠার সাথে সৃষ্টিকর্তার নামে ধর্ম-কর্ম পালন করার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান এবং দেশের জন্য সবার দোয়া কামনা করেন।

এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেন, প্রবাসে আমরা একটি পরিবার। আমাদের ভুলত্রুটি হলে সবাই সবাই ক্ষমা করে দিবেন। আমাদেও একটি লক্ষ্য থাকা উচিৎ যাতে আমাদের দ্বারা কারো যেনো ক্ষতি না হয়।

ফাহাদ সোলায়মান বলেন, পবিত্র শবে বরাতের রাতে নিউইয়র্কের মসজিদগুলো বন্ধ না রেখে ইবাদতের জন্য মসজিদগুলো সারারাত খোলা রাখার জন্য বিশেষ করে জ্যামাইকা মসলিম সেন্টার (জেএসি) মসজিদ পরিচালনা কমিটির প্রতি আহ্বান জানান।

মহিউদ্দিন দেওয়ান বলেন, আমাদের ইমাম-ওলামাদের বিভক্তির জন্যই আমরা ধর্মকর্ম পালনে দ্বিধা-দ্বন্দে পরছি। এর সমাধান প্রয়োজন। তিনি ইসলামকে ঘরে ঘরে পৌছে দেয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানান।

মোহাম্মদ আলী বলেন, পবিত্র শবে বরাতের রাতে আমরা দেশে যা করাতাম তা প্রবাসে নেই। দে এই রাতে শুধু ধর্ম-কর্মই হতো না, সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির বিষয়টিও পরিলক্ষিত হতো। সবাইকে নিয়ে শাহ নেওয়াজ গ্রুপের শবে বরাত পালনের উদ্যোগকে তিনি স্বাগত জানান।

ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার বলেন, ইমাম-ওলামারা আমাদের ধর্মীয় নেতা। তাদের নেতৃত্বেই আমরা ধর্ম-কর্ম পালন করে থাকি। আর ইসলামে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার কথা বলা হয়েছে। ধর্ম পালন সবার নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে শবে বরাত পালন সহ ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে যেসব মতভেদ রয়েছে সেগুলো সমাধানের জন্য আলেম সমাজকে নিয়ে ইসলামিক দিবসগুলো পালনের উদ্যোগ নেয়া হবে।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক ও সিনিয়র সাংবাদিক এবং শাহ নেওয়াজ গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান রানো নেওয়াজ সহ বাংলাদেশ সোসাইটির সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, ফোবানার সাবেক আহ্বায়ক আবু জুবায়ের দ্বারা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বেলাল হোসাইন, শাহ জে চৌধুরী, নিউইয়র্ক-বাংলাদেশ লায়ন্স ক্লাবের সাবেক সভাপতি রকি আলিয়ান ও বর্তমান সভাপতি জেএফএম রাসেল, রিয়েলটর নুরুল আমিন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা আবুল কাশেম চৌধুরী ও তোফায়েল আহমেদ সহ সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ে প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী শাহ মাহবুব সহ কয়েকজন নাতে রাসূল ও হামদ পরিবেশন করেন।













সম্ভাব্য ইমিগ্রেশন ক্র্যাকডাউন ঠেকাতে নিউইয়র্কে আগাম প্রস্তুতি

প্রথম পৃষ্ঠার পর পুলিশ সংস্থার সহযোগিতা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করার বিধান রাখা হয়েছে। প্রস্তাবিত এই বিলে বলা হয়েছে, কোনো অভিবাসন সংক্রান্ত অভিযানে স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সরাসরি বা পরোক্ষভাবে আইস এর সহায়তা করতে পারবে না, যদি না আদালতের নির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকে। গভর্ণর হোকুল জানিয়েছেন, নিউইয়র্কে বসবাসরত অভিবাসীরা যেন স্থানীয় পুলিশের কাছে সহায়তা চাইতে ভয় না পায়, সেই আস্থাই এই বিলের মূল উদ্দেশ্য।

অন্যদিকে সিটি মেয়র জোহরান মামদানী আদালতের ওয়ারেন্ট ছাড়া অভিবাসী ধরপাকড় বন্ধ এবং আইস এর কার্যক্রম সীমিত রাখতে একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন। এই আদেশ অনুযায়ী, সিটি সংস্থাগুলো সিটি পরিষেবার প্রয়োজনে সংগৃহীত কোনো তথ্য ফেডারেল ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শেয়ার করতে পারবে না, যদি না আইনগতভাবে তা বাধ্যতামূলক হয়। একই সঙ্গে এনওয়াইপিডি, ডিপার্টমেন্ট অফ করেকশন, ডিপার্টমেন্ট অফ প্রোবেশন, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর চিল্ড্রেনস সার্ভিসেস এবং ডিপার্টমেন্ট অফ সোশাল সার্ভিসেসকে তাদের অভ্যন্তরীণ নীতি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন জনসমক্ষে প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মেয়রের নির্বাহী আদেশে আরও বলা হয়েছে, আদালতের ওয়ারেন্ট ছাড়া কোনো ফেডারেল ইমিগ্রেশন এজেন্ট সিটি প্রপার্টিতে প্রবেশ করতে পারবে না। এর মধ্যে রয়েছে পার্কিং গ্যারেজ, স্কুল, হাসপাতাল, আশ্রয়কেন্দ্র এবং অন্যান্য জনসাধারণের জন্য ব্যবহৃত স্থান। একই সঙ্গে সিটি কর্মীদের আইস এজেন্টদের সঙ্গে কীভাবে আইনি কাঠামোর মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে, সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার নির্দেশও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

স্টেট এটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস আইস এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য আলাদা আইনী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তার দপ্তর নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকায় আইনী পর্যবেক্ষক মোতায়েন করছে, যারা মাঠপর্যায়ে আইস অভিযানের সময় আইন লঙ্ঘন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও নথিভুক্ত করবে। এটর্নি জেনারেলের দপ্তর জানিয়েছে, কোনো ক্ষেত্রে ফেডারেল এজেন্টদের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ, বেআইনি আটক বা নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ উঠলে তাৎক্ষণিক আইনী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এছাড়াও সিটি ও স্টেট প্রশাসনের সহযোগিতায় কমিউনিটি সেন্টার, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় সংগঠনের মাধ্যমে নো ইয়োর রাইটস কর্মসূচি জোরদার করা হয়েছে। বিভিন্ন ভাষায় তৈরি লিফলেট ও তথ্যপত্র বিতরণ করে অভিবাসীদের জানানো হচ্ছে, আইস এর সঙ্গে সাক্ষাতে তারা নীরব থাকার, আইনজীবী চাওয়ার এবং প্রয়োজনে ভাষান্তরকের দাবি করার অধিকার রাখে।

সব মিলিয়ে নিউইয়র্কে গভর্ণর ক্যাথি হোকুলের প্রস্তাবিত বিল, মেয়র মামদানীর নির্বাহী আদেশ এবং এটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমসের আইনী পর্যবেক্ষণ উদ্যোগ মিলিয়ে সম্ভাব্য ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন বিরোধী অভিযানের বিরুদ্ধে একটি শক্ত আইনী ও প্রশাসনিক সুরক্ষা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসনের এই আগাম প্রস্তুতি অভিবাসী পরিবারগুলোর মধ্যে স্বস্তি ও আস্থার বার্তা দিচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

ইমিগ্রেশন ও আপনি



এটর্নি শাকিল এইচ কাজমী

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।



ইমিগ্রেশন ও আপনি কলামটি এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে বাংলা পত্রিকায় পড়তে পাবেন।

আপনাদের সবার জন্যে রইল আমাদের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবন আমাদের কাম্য। আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনাদের এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

এইচ-২বি ভিসাঃ

ট্রাম্প প্রকাশন ইউএসএ'র ব্যাবসায়িক খাতের চাহিদার কথা বিবেচনায় দিয়ে চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এইচ-২বি অস্থায়ী অতিথি শ্রমিক ভিসার সংখ্যা দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইউএসএ'র হোম ল্যান্ড সিকিউরিটি (ডি এইচ এস) ও শ্রম বিভাগ (ডি ও এল) যৌথভাবে ঘোষণা দিয়েছে– ২০২৬ অর্থবছরের জন্য অতিরিক্ত সর্বোচ্চ ৬৪ হাজার ৭১৬টি এইচ-২বি ভিসা ইস্যু করা হবে। আর এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হলে এইচ-২বি ভিসার মোট বার্ষিক কোটা দাঁড়াবে প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজারে বা বর্তমান নির্ধারিত ৬৬ হাজারের প্রায় দ্বিগুণ।

অভিবাসন নীতিতে লক্ষণীয় কঠোরতায় ট্রাম্প প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তে মৌসুমী বিদেশী শ্রমিক নির্ভর আমেরিকান ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রশাসনের সমবেদনশীলতার প্রতিফলন হিসেবে দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে কৃষি, নির্মাণ, হোটেল-রেস্তোরাঁ, পর্যটন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং খাত এই ভিসার উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।

৩০ শে জানুয়ারি জারি করা একটি অস্থায়ী বিধি মালার (টেম্পোরারি ফাইনা রুল) আওতায় অতিরিক্ত ভিসাগুলো দেয়া হবে বলে ডিএইচএস ও ডিওএল জানায়। তবে এই সুযোগ শুধুমাত্র সেই সব নিয়োগ কর্মকর্তার জন্য প্রযোজ্য হবে, যারা পর্যাপ্ত এইচ-২বি ভিসার শ্রমিক না পেলে অপূরণীয় ক্ষতির মুখে পড়বে বলে প্রমাণ করতে পারবে।

উল্লেখিত ঘোষণা অনুযায়ী অতিরিক্ত ৬৪ হাজার ৭১৬টি ভিসার মধ্যে ৪৬ হাজার ২২৬ টি ভিসা শুধুমাত্র 'রিটার্নিং ওয়ার্কারদের' জন্য সংরক্ষিত থাকবে। অর্থাৎ যারা আগের ৩টি অর্থবছরের কোন এক বছরে এইচ-২ বি ভিসায় ইউএসএ'তে কাজ করেছেন।

এছাড়া বাকি ১৮,৪৯০টি ভিসা রিটার্নিং ওয়ার্কারদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। এগুলো মূলত লেট-সিজন বা মৌসুমের শেষ ভাগের শ্রমিক চাহিদা পূরণে ব্যবহার করা হবে। যাদের কাজ শুরু হবে ১ মে থেকে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে।

এইচ-১ বি :

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এইচ-১ ভিসার আবেদনের ফিস ১ লাখ ডলারের একটি প্রক্লেমেশনে সই করেছেন। ঘোষণাটি গত ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে কার্যকর হয়েছে।

নতুন এই নীতিমালায় লেবার ডিপার্টমেন্টকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের বর্তমান মজুরি বৃদ্ধির যাতে এইচ-১ বি শ্রমিকদের ইউএস শ্রমিকদের তুলনায় বেতন কম না হয়। এ মজুরি বৃদ্ধির ফলে তারা যেন এদেশে প্রযুক্তি, প্রকোশলী ও স্বাস্থ্য পরিষেবা খাতে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন ইউএস শ্রমিকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করে সতর্ক করে দিয়ে বলেছে– ১ লাখ ডলার ভিসা ফিস যারা এইচ ১-বি ভিসার জন্য ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এর আগে আবেদন জানিয়েছেন। এবং যারা বর্তমান ভিসা ইস্যু বা ইউএসএ'তে প্রবেশ করার অপেক্ষায় রয়েছেন।

ট্রাম্প প্রশাসনের এইচ ১-বি আবেদনের জন্য নতুন ১ লাখ ডলার ফিস ঘোষণার কথা পূর্বে প্রকাশ করা হয়েছে। এ সংখ্যার এইচ ২-বি ভিসার প্রসঙ্গে এইচ ১-বি ভিসার বিষয়ে কিছুটা উল্লেখ করা হলো।

ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ভিসা বুলেটিন

ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্ট (ডিওএস) ফেব্রুয়ারি ২০২৬'র ভিসা বুলেটিন প্রকাশ করেছে। নিম্নে ফেব্রুয়ারি ২০২৬'র পরিবারভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা উল্লেখ করা হলো। উল্লেখ্য যে, 'ফাইনাল এ্যাকশন ডেট' বলতে সেই তারিখকে বোঝায় যখন ইউএসসিআইএস/ ডিওএস জমাকৃত আবেদনের উপর তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করে। আর এতে করে প্রায়োরিটি তারিখ নির্ণয় হয় এর পূর্বে।

ফেব্রুয়ারি ২০২৬'র সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, পরিবার ভিত্তিক ভিসা ক্যাটাগরিতে তেমন কোন অগ্রগতি হয় নাই।

ফ্যামিলি স্পন্সরড প্রেফারেন্সেসঃ

প্রথমঃ (এফ-১): ইউএস সিটিজেনদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা : নভেম্বর ০৮, ২০১৬।

দ্বিতীয়ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পউসে (স্বামী/স্ত্রী), সন্তান এবং অবিবাহিত পুত্র-কন্যা।

এ. (এফ-২এ) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী) এবং ২১ নিম্ন বয়সী সন্তান ঃ ফেব্রুয়ারি ০১, ২০২৪।

বি. (এফ ২বি) ঃ পার্মানেন্ট রেসিডেন্টদের অবিবাহিত পুত্র-কন্যা (২১ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী)। ডিসেম্বর ০১, ২০১৬।

তৃতীয় (এফ-৩) ঃ ইউএস সিটিজেনদের বিবাহিত পুত্র-কন্যা।

সেপ্টেম্বর ০৮, ২০১১।

চতুর্থ (এফ-৪) ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক ইউএস সিটিজেনদের ভাই-বোন।

জানুয়ারি ০৮ ২০০৮।

পারিবারিকভিত্তিক এবং চাকুরিভিত্তিক ভিসার প্রাপ্যতা সম্পর্কে জানতে ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

সবশেষে আপনাদের অবগতির জন্য উল্লেখ করা হচ্ছে যে, ইমিগ্রেশন বিষয়ে যেকোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে সাক্ষাতে পরামর্শ গ্রহণ করা ভালো। প্রয়োজনে আমাদের অফিসের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানাঃ
২২৫ ব্রডওয়ে (১৬ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।
ফোনঃ ২১২-৫১৩-৭৪৭৪
ফ্যাক্সঃ ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০
ই-মেইলঃ kazmiandreeves@gmail.com
[Law office of Kazmi & Reeves]
225 Broadway, (16th floor)

এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (16th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases * Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।


Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com


PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master & Product Owner
[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing [QA] Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us


GLOBAL
Tours & Travel
BOOK YOUR FLIGHT
WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"
FLIGHT
VISA
HOTEL
$300 OFF
* Minimum $10000 cash purchase required
CALL NOW
718-406-9745
718-200-2655
Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel


Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
MIRZA M ZAMAN
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

সাহিত্য সাময়িকী



তিরবিদ্ধ পিঠ
জরিনা আখতার

সৌভাগ্যক্রমে তিরগুলো বুকে বিদ্ধ হয়নি-
তাহলে নিশ্চিত মৃত্যু,
তিরবিদ্ধ পিঠের যন্ত্রণা ও ক্ষত নিয়ে আজও বেঁচে আছি-
মৃত্যুর কুয়াশা-চাদর ঝুলে আছে শয্যায়
অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি প্রতিদিনের মৃত্যু মৃত্যু খেলায়;
চন্দ্রালোকে সারা শহর আলোময়
আমার ঘরে মৃত্যুময় অন্ধকার
তবু তো জীবনে আছি-
এই বোধ আমাকে আনন্দিত করে
প্রতিদিন স্নিগ্ধ ভোরে প্রাতঃভ্রমণে যাই
শীতের দুপুরে মুঠো ভরে রোদ নিয়ে মাখামাখি করি
বৃষ্টিভেজা বিকেলে স্বপ্নের চাষাবাদ করি-
জীবন কষে একটা চড় লাগায়,
আবার উঠে দাঁড়াই নির্লজ্জের মতো
আবার স্বপ্ন দেখি-
নিষ্ফলা সব স্বপ্ন
আঙুর ফলের মতো টক।

ভাবনার মৌমাছি
নাসরীন নঈম

প্রাত্যহিক জবানবন্দীর মতো কবিতা স্বগত কণ্ঠের মহিমা
হতে পারে কি কখনো?
সমস্যার নাভীমূলে দাঁড়িয়ে প্রায়ই নৈর্ব্যক্তিক জিজ্ঞাসায়
উচ্চকিত হই। বলো কার নির্দেশে বুকের নদীতে নৌকা বাই?
আমি মৃত্যুকে বিকেল বলি জীবনকে চোখে হারাই
সকালকে প্রার্থনা ভেবেই দুপুরকে ব্যস্ততার রাখী পরাই
মনে মনে মানবতার জয়গান শুনতে শুনতে
অন্তর্লীন বেদনার গাঢ়তম উপলব্ধি হয়ে যাই।
হৃদয়ের অভিঘাতে মাঠের ফসল আর সময়ের কথামালা
এগুলো কি বিশ্বাস? নাকি বিষণ্ণতার মরাগাই?
দায়বদ্ধ আশাবাদী মানুষের মতো বিষয় ভাবনা নিয়ে
প্রতিরাতে কবিতার পঙক্তিতে যতি চিহ্ন বসাই।

বিষ নিঃশ্বাস
নাজনীন খলিল

কোথাও নতুন আরেক চোরকুঠুরি তৈরি হলো;
কোথাও জমাট বাঁধে আরো কিছু গাঢ় অন্ধকার।

স্থির হও। স্থির
চরকির বংশদন্ডের মতো।
যখন তোমার চারপাশে হাওয়ার তালে তালে ঘুরবে
রঙ্গীন কাগজের ঘূর্ণাবর্ত; পৃথিবীর উল্লাস,
তোমার মনে হবে --
আহা! যদি হতাম ইন্দ্রধনুডানার শিতিকণ্ঠ পাখি,
কেউ না কেউতো কুড়িয়ে নিতো আনন্দের একটি পালক!

তোমার আকাশ দেখা জানালায় কুরুশবুননের রেশমিজাল
বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে দীর্ঘশ্বাসের প্রতিধ্বণিগুলো।
তুমি জানো
সবাই ময়ূর নয়,
কেউ কেউ ফুল ও পাতা ঝরানো কষ্ট বুকে নিয়ে
বৃক্ষ হয়েই বেঁচে থাকে।

নিয়তি
বহ্নি কুসুম

শৈশবের কথা মনে পড়লে শিশির ভেজা
ভোরের মতো আব্বার নিটোল মুখটা ভেসে ওঠে।
মনে পড়ে কপালের কালো তিল
দহলিজ ঘরের উদাস জোড়া চোখ।

আব্বা সাইকেলের সিটের ওপর বসিয়ে
দূর পথের গল্প শোনাতেন---
এই দূর পথ-- যেতে যেতে
কত স্বপ্ন পোড়ায়---কত বিচ্ছেদ ক্ষত নেয় বুকের জঠরে
কত প্রতীক্ষার অশ্রুসফেন জমায় বুকের লহরে।

গল্প শোকগাথায় আব্বার বুকেও কি পড়েছে উথাল শ্বাস!
অবোধ আমি, খুঁজতাম পদ্মপাতার ঘ্রাণে ফিরতি পথ।
অথচ বুঝিনি-- অমোঘ ললাটলিখন
পথের বুকে রোপিত ছিল আমারই নিয়তি।

অন্ধকার আমার চেতনার নাম
এইচ বি রিতা

আজকাল আমার ব্যক্তিগত চাতালে জমে থাকে
শ্যাওলা আর স্মৃতি।
অথচ এই কি ছিল এলিয়টীয় সেই ধূসর গোধূলি-
নাকি ক্রূর কোনো ইতিহাসের ভাঙা আয়নায়
নিজেরই মুখ দেখা, বারবার?

আজব এই মিছিলে আমি কোনো প্রিয় মুখ নই,
কেবল ক্লান্ত পদাতিক
যার পদশব্দে কেঁপে ওঠে মৃত নগরীর ধমনী।
দিনগুলো রাত হয়,
যেন কোনো এক আদিম শাপান্তের অমোঘ লিপি,
যেখানে সূর্যোদয় কেবলি এক মুদ্রাদোষ।

তবুও কি কোথাও নেই সেই ধ্রুপদী আলো-
যেখানে শ্রান্তি নেই, কেবল আছে প্রজ্ঞার সাহচর্য?
আমার এই রাত-হয়ে-যাওয়া দিনগুলোর গভীরে
হয়তো লুকিয়ে আছে অন্য কোনো নামহীন ভোর
যাকে চিনে নিতে হয় দ্বান্দ্বিকতায়,
বিমূর্ত কোনো সনেট-এর ছন্দে।

নদীর আলেখ্য
মৌসুমী পুলেন

একটা নদী ধার দাও আরণ্যক যত্ন করে
তার সাথে বয়ে যাই নৈর্ঋত অব্দি
দশদিকের অন্ধকার অমাবস্যার জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে,
না হয় গড়ে তুলি ভিন্ন কিংডম।

কাঠ বাদামের মগজে যে মেঘ জমেছে
আর কার্নিশের বিষণ্ন শ্যাওলা, এসব নতুন তরবারীর খাপে পুরে
পূনরুদ্ধার করতে চাই গঙ্গার ঘাট থেকে তিলোত্তমার মুছে ফেলা সুগন্ধি জ্যোৎস্না।

কেনো সূর্য ডুবে গেলে ভেঙে যায় হাটের
কৌলিন্য, সওদাগর রুপোর আধুলিতে
যে কন্যার নীরব প্রতিজ্ঞা কিনলো
তার সাথে আর দেখা হয়নি
ততদিনে পৃথিবীর অতলে বয়ে গেছে অপার্থিব হীমস্রোত।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অফিস উদ্বোধন





শেষ পৃষ্ঠায় পর

মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের উপদেষ্টা মাহমুদ খান তাসের ও এবিএম সালেহ উদ্দীন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, বিশিস্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ, মূলধারার রাজনীতক এটর্নী মঈন চৌধুরী, ব্রঙ্কসন কমিউনিটি-এর চেয়ার এন মজুমদার, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, স্টার ফার্নিচারের সিইও লায়ন রকি আলিয়ান ও নিউইয়র্ক লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি লায়ন জে এফ এম রাসেল।

পরবর্তীতে অফিস কক্ষে বিশেষ দোয়া-মুনাজাত পরিচালনা করেন সাপ্তাহিক পালাবদলের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ফখরুল ইসলাম মাছুম। এসময় ক্লাবের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা, সদস্য এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা নিউইয়র্কের বাংলাদেশী সাংবাদিকদের প্রথম প্রেসক্লাবের প্রথম অফিস উদ্বোধনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, নিজস্ব অফিস পরিচালনার মাধ্যমে ক্লাবের কার্যক্রম এবং কমিউনিটির সেবায় প্রেসক্লাব আরো একধাপ এগিয়ে গেলো। বক্তারা ক্লাবের সার্বিক সফলতা কামনা করেন।

ক্লাব সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম বলেন, প্রেসক্লাব অফিসে ৩০/৪০ জনের সভা-সমাবেশ করার সুযোগ রয়েছে। কমিউনিটির কোন সংগঠন প্রেসকনফারেন্স বা নিজেদের সভা করতে চাইলে আগামী ৩ মাস ফ্রিতে প্রেসক্লাবের অফিস ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। তিনি জানান প্রেসক্লাবের আসবাবপত্র স্টার ফার্নিচারের সিইও লায়ন রকি আলিয়ানের সৌজন্যে এবং দুটি কম্পিউটার সানম্যান এক্সপ্রেস ও হাবিব রহমানের সৌজন্যে ব্যবহারের জন্য পাওয়া গেছে।

প্রেসক্লাবের অফিস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা মঈনুদ্দীন নাসের, প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শিহাব উদ্দিন কিসলু, সাবেক সহ সভাপতি রিমন ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবং হককথা ও ইউএনএ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, ক্লাব সদস্য ও বিএফইউজে'র



সাবেক মহাসচিব নূরুল আমীন রোকন ছাড়াও ক্লাব কর্মকর্তাদের মধ্যে যুগ্ম সম্পাদক মহাথির খান ফারুকী, অর্থ সম্পাদক রশীদ আহমদ, দপ্তর সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, কার্যকরী সদস্য রওশন হক, শাহ আহমদ ও ফারুক হোসেন, সহ ক্লাব সদস্য মনিজা রহমান, সৈয়দ মাসুদুল কবীর, এমদাদ চৌধুরী দীপু, সানাউল হক, আফরোজা ইসলাম, সৌরভ ইমাম, রাশিদা আক্তার, এস এম মোজাম্মেল হক, আবু সায়েম, এইচ এম আক্তার, জামিল আনসারী, তামান্না মৌ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও উল্লেখ্যযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, নিউইয়র্ক বাংলা.কম সম্পাদক আকবর হায়দার কিরণ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রূপসী বাংলা সম্পাদক শাহ জে চৌধুরী, প্রথম আলো'র নিউইয়র্ক প্রতিনিধি তোফাজ্জল লিটন, সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, জেমিনি সম্পাদক বেলাল আহমেদ, সিনিয়র সাংবাদিক হাকিকুল ইসলাম খোকন, সাপ্তাহিক ঠিকানার পাভেল রহমান, বিশিষ্ট রাজনীতিক এএসএম রহমতউল্লাহ, নজরুল একাডেমী'র সভাপতি কিউ জামান, বাংলাদেশ সোসাইটির স্কুল ও শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক হাসান জিলানী, সোসাইটির সাবেক কর্মকর্তা জামান তপন, মসজিদ নামিরাহ-এর ইমাম ও খতিব বিশিস্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ইমাম অলিউর রহমান সিরাজী, ব্রঙ্কস বাংলাদেশ সোসাইটি'র সভাপতি এ ইসলাম মামুন, ভূইয়া ট্যাক্স এন্ড মাল্টিসার্ভিসেস এর সিইও মিজানুর রহমান ভূইয়া, লেখক সানজিদা রহমান, রুপা খানম, তরিকুল ইসলাম মিঠু, জহিরুল ইসলাম, কামরুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পরিস্থিতি অবনতির শঙ্কায় বাড়তি প্রস্তুতি

২-এর পৃষ্ঠায় পর

কেন্দ্রগুলোকে টার্গেট করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, পটুয়াখালী, বাগেরহাট, মাগুরা, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও সিরাজগঞ্জ। আর এ সংক্রান্ত তথ্য পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলোয় নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে অনলাইন সভায় মনিটরিং করা হচ্ছে। এছাড়া শনিবার ওইসব জেলায় পাঠানো হয়েছে ২৫ হাজার অতিরিক্ত ফোর্স। হামলা হলে তাৎক্ষণিকভাবে যেন ওইসব স্থানে পর্যাপ্ত ফোর্স মুভ করতে পারে, সেই ব্যবস্থাও করা হয়েছে। যে কোনো মূল্যে নির্বাচনি আইনশৃঙ্খলা স্বাভাবিক রাখতে পুলিশ সদর দপ্তর থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মাঠ পর্যায়ে।

জানতে চাইলে পুলিশের অতিরিক্ত আইজি (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) খোন্দকার রফিকুল ইসলাম সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলেন, আমাদের কঠোর প্রস্তুতি রয়েছে। সেনাবাহিনী, বিজিবি, র‍্যাব, কোস্ট গার্ড, আনসারসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সব বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছি। শনিবার থেকে বিভিন্ন ইউনিটে অতিরিক্ত ফোর্স পাঠানো শুরু হয়েছে। এই ফোর্সগুলো নির্বাচনের পরদিন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে

আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর উচ্চপর্যায়ের এক কর্মকর্তা জানান, জাল ভোট দেওয়াসহ ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের গুজব আছে। আলোচনা আছে, এক ব্যক্তি একাধিক ভোট দিতে পারে এবং বাইরে থেকে ব্যালট নিয়ে তা ব্যালট বাক্সে ফেলতে পারে। কেউ যাতে বাইরে থেকে ব্যালট পেপার নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না পারে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে মাঠপর্যায়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, কারও কাছে ব্যালট পেপার পাওয়া গেলে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে জেল-জরিমানা করা হবে।

সুষ্ঠু ভোটগ্রহণ এখন চ্যালেঞ্জ-প্রধান উপদেষ্টা : প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, সুষ্ঠু ভোটগ্রহণ এখন চ্যালেঞ্জ। এজন্য আগামী সপ্তাহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ (ক্রুশিয়াল)। তবে এখন পর্যন্ত নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্ব খুব ভালোভাবে সম্পন্ন হয়েছে। আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট। শনিবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় নির্বাচন প্রস্তুতি নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। বৈঠক শেষে প্রধান উপদেষ্টার উদ্ধৃতি দিয়ে যমুনার সামনে প্রেস সচিব শফিকুল আলম এসব তথ্য জানান। এ সময়ে জানানো হয়, এবার ৪২ হাজার ৭৭৯টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হবে।

বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমাদের জন্য এখন চ্যালেঞ্জ সুষ্ঠুভাবে ভোটগ্রহণ। সারা দেশে উৎসাহ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচনের প্রচারণা চলছে। কেউ কারোর বিরুদ্ধে কটু কথা বলছেন না। কোনো অভদ্র আচরণ ও অভদ্র কথা হচ্ছে না। এটি আমাদের রাজনীতির ইতিহাস ও সংস্কৃতির জন্য খুবই ইতিবাচক পরিবর্তন।

বৈঠকে শফিকুল আলম বলেন-এবারের নির্বাচনে ৪২ হাজার ৭৭৯টি ভোটকেন্দ্র। সব কেন্দ্র ইতোমধ্যে গোয়েন্দা নজরদারিতে রয়েছে। ২৫ হাজার ৭০০ বডি ওর্ন ক্যামেরা ইতোমধ্যে সেট করা হয়েছে। তাদের কাছে বডি ওর্ন ক্যামেরা দেওয়া হয়েছে, বৈঠকে বসে প্রধান উপদেষ্টা তাদের কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছেন। এর মধ্যে তাৎক্ষণিক তেঁতুলিয়া এবং খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গাতে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছেন। এছাড়াও কেন্দ্রভিত্তিক সিসিটিভি ক্যামেরার ৮৫ শতাংশ ইতোমধ্যে সেট করা হয়েছে। তিনি বলেন, এবার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ৯ লাখ সদস্য থাকবেন। এর মধ্যে সশস্ত্র বাহিনীর (সেনা, নৌ, বিমানবাহিনী) ১ লাখ ৮ হাজার ৮২৫ জন মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়াও ১ হাজার ২১০টি প্লাটুনে বিজিবির ৩৭ হাজার ৪৫৩ জন মোতায়েন করা হয়েছে। উপকূলীয় ১০টি জেলার ১৭টি আসনের ২০টি উপজেলায় ৩ হাজার ৫৮৫ জন কোস্টগার্ড সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। এবার পুলিশ মোতায়েন করা হবে ১ লাখ ৫৭ হাজার। এটি এখনো মোতায়েন করা হয়নি। সবশেষে অর্থাৎ ১১ তারিখে পুলিশ মোতায়েন করা হবে। আনসার বাহিনীর সদস্য থাকবেন ৫ লাখ ৬৮ হাজার ৮৬৬ জন। এছাড়াও নির্বাচন সুরক্ষা অ্যাপস চালু হয়েছে। কোনো কেন্দ্রে গন্ডগোল হলে এই অ্যাপের মাধ্যমে সরাসরি জানালে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এর আগে পূজার সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ ধরনের একটি অ্যাপ খুব কাজে দিয়েছে। তিনি নির্বাচনে সুবিধার জন্য একটি হটলাইন নাম্বার চালু থাকবে। যা হলো ৩৩৩। প্রেস সচিব বলেন এবার বিদেশি পর্যবেক্ষক থাকবেন ৪০০ জন। দেশি পর্যবেক্ষক ৫০ হাজার। বিদেশি সাংবাদিক থাকবেন ১২০ জন। অন্যদিকে পাশা নামে একটি প্রতিষ্ঠানের ১০ হাজার পর্যবেক্ষক নিয়ে পত্রিকায় নিউজ এসেছে। এরপর প্রতিষ্ঠানটির পর্যবেক্ষণ স্থগিত করা হয়েছে। তারা আর নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করতে পারবে না। তবে তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক দলের সম্পৃক্ততা ছিল না।

ব্রিফিংয়ে আরও জানানো হয়, এবার ২৯৯টি আসনে ২ হাজার ২৯ জন প্রার্থী। এর মধ্যে রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ১ হাজার ৭৫৫ এবং স্বতন্ত্র ২৭৪। নারী প্রার্থী ৮৩ জন। আবার নারী প্রার্থীদের মধ্যে দলীয় ৬৩ এবং স্বতন্ত্র ২০ জন। শফিকুল আলম বলেন, মোট ভোটার ১২ কোটি ৭৭ লাখ ১১ হাজার ৭৯৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৬ কোটি ৪৮ লাখ ২৫ হাজার ৩৬১, নারী ৬ কোটি ২৮ লাখ ৮৫ হাজার ২০০ এবং হিজড়া ১ হাজার ২৩২ জন। তিনি বলেন ১২৪টি দেশে পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হয়েছিল। ইতোমধ্যে ৪ লাখ ২২ হাজার ৯৬০টি পোস্টাল এসে পৌঁছেছে। এর মধ্যে ৯৪ শতাংশ পুরুষ এবং ৬ শতাংশ নারী।

ব্রুকলিনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এবং জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী ডাক্তার
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
USCIS Designated Civil Surgeon
Board Certified Internal Medicine
সেবাসমূহ
❖ জেনারেল চেক আপ ❖ ইকেজি
❖ ডায়াবেটিস ❖ বয়স্ক ভেক্সিনেশান
❖ হাইপারটেনশন ❖ হজ্ব ভেক্সিনেশান
❖ হাই কোলেষ্টরল, এজমা ❖ ব্লাড টেষ্ট ❖ TLC EYE EXAM
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

Saboor Waizun Medical PC
আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি
BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
Sat, Tues and Thursday: 12:00PM- 7:00PM
JAMAICA
87-12 167TH ST
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

প্রবাসে প্রজন্মের ব্যবধান ও সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা: সংকট থেকে উত্তরণের পথ

যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলোতে বাঙালি কমিউনিটি আজ সংখ্যার বিচারে অত্যন্ত শক্তিশালী। প্রতি বছর উৎসব-পার্বণে রাজপথ মুখরিত হয়, পথমেলার রঙে রঙিন হয় বিদেশের মাটি। কিন্তু এই জাঁকজমকের নিচে একটি অদৃশ্য ফাটল দিন দিন চওড়া হচ্ছে। আমাদের নতুন প্রজন্ম–যাঁরা এই মাটিতে বেড়ে উঠছে–তাঁদের সাথে আমাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বন্ধন ক্রমে শিথিল হয়ে পড়ছে। আমরা প্রবাসীরা যখন বুক ফুলিয়ে আমাদের সংস্কৃতির কথা বলি, তখন আমাদেরই সন্তানরা সেই অনুষ্ঠানগুলোতে এসে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে। কেন এই দূরত্ব? কেন আমরা আমাদের শেকড়কে তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারছি না?

সংকটের স্বরূপ: কেন এই ক্রমবর্ধমান দূরত্ব?
আমাদের বর্তমান সাংস্কৃতিক চর্চার ধরণ বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি মৌলিক ত্রুটি স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে:

১. **একমুখী যোগাযোগ ও অতিকথন:** আমাদের অধিকাংশ অনুষ্ঠান 'মনোলগ' বা একমুখী। মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রবীণ নেতৃবৃন্দ দীর্ঘ বক্তৃতা দেন, যা মূলত নিজেদের অভিজ্ঞতা বা রাজনৈতিক আদর্শ কেন্দ্রিক। বর্তমান 'জেন-জে' (Gen Z) বা 'জেন-আলফা'র (এবহ অষঢ়যধ) কিশোর-কিশোরীরা তথ্য চায় সংক্ষিপ্ত এবং আকর্ষণীয় আকারে। যখন তারা দেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই ইতিহাসের 'ভাঙ্গা রেকর্ড' বাজানো হচ্ছে, তখন তারা মানসিক সংযোগ হারিয়ে ফেলে।

২. **অংশগ্রহণের অভাব ও 'দর্শক' পরিচয়:** আমাদের মেলা বা দিবসভিত্তিক অনুষ্ঠানগুলোতে শিশুরা বড়জোর রঙিন পোশাক পরে বড়দের পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তোলে। পুরো আয়োজনের কোথাও তাদের মস্তিষ্ক খাটানোর বা নেতৃত্বের জায়গা থাকে না। তারা যখন নিজেদের কেবল 'দর্শক' হিসেবে দেখে, তখন সেই অনুষ্ঠানের প্রতি তাদের কোনো মায়া তৈরি হয় না।

৩. **আধুনিক বিনোদনের অভাব ও রুচির অমিল:** বাস্তব উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি পথমেলার মঞ্চে যখন চার ঘণ্টা ধরে কেবল লোকসংগীত চলে, তখন একজন কিশোর যার বেড়ে ওঠা হিপ-হপ বা রক মিউজিকের পরিবেশে, সে সেখানে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। আমরা আমাদের লোকজ সুরকে তাদের রুচির সাথে মিলিয়ে (Fusion) উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হচ্ছি।

সংকটের গভীরে: কেন এই বিমুখতা?

১. **প্রতিনিধিত্বের অভাব:** আমাদের অনুষ্ঠানগুলোর মূল পরিকল্পনায় তরুণদের কোনো জায়গা থাকে না। বড়রা যখন মঞ্চে বসে 'শীবের গীত' গান, কিশোর-কিশোরীরা তখন দর্শক সারিতে বসে মোবাইল ফোনে সময় কাটায়। কারণ, আয়োজনের কোনো অংশেই তাদের সরাসরি সম্পৃক্ততা থাকে না।

২. **অপ্রাসঙ্গিক উপস্থাপনা:** আমরা এখনো সেই পুরোনো ও গতানুগতিক ধারায় জাতীয় দিবস বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালন করি, যা বর্তমান প্রজন্মের মেধা ও রুচির সাথে সাংঘর্ষিক। অতিকথন এবং দীর্ঘ বক্তৃতা তাদের কাছে বিরক্তির প্রধান কারণ।

৩. **ভাষাগত প্রতিবন্ধকতা:** অনেক ক্ষেত্রেই অনুষ্ঠানের ভাষা কেবল জটিল বাংলায় সীমাবদ্ধ থাকে, যা ইংরেজি পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুদের কাছে দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তারা বিষয়বস্তুর মূল রসাস্বাদন করতে ব্যর্থ হয়।

৪. **আধুনিক বিনোদনের অভাব:** মেলা বা ইফতার মাহফিলগুলো কেবল বড়দের আড্ডার খোরাক জোগালেও শিশুদের জন্য সেখানে চিত্তবিনোদনের বিশেষ ব্যবস্থা থাকে না।

প্রস্তাবনা: 'বাংলাদেশ কিডস ডে' ও নতুন ধারার রূপরেখা

এই অচলায়তন ভাঙার জন্য আমাদের প্রথাগত চিন্তার বাইরে আসতে হবে। আমি প্রস্তাব করছি, প্রতিবছর সামারে পথমেলার পাশাপাশি একটি বিশেষ দিন কেবল শিশু-কিশোরদের জন্য বরাদ্দ রাখা হোক–যাকে আমরা বলতে পারি 'বাংলাদেশ কিডস ডে' বা শিশু-কিশোরদের উপযোগী একটি বিশেষ দিন।

করণীয় ও বাস্তবায়নের কৌশল:

নেতৃত্বে তরুণ প্রজন্ম: আয়োজনের বা ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞ বড়রা থাকলেও, মূল মঞ্চ পরিচালনা, উপস্থাপনা এবং ভলান্টিয়ারিংয়ের পুরো দায়িত্ব থাকবে শিশু-কিশোরদের হাতে।

দ্বিভাষিক পদ্ধতি (Bilingual Approach): অনুষ্ঠানগুলোতে বাংলা ও ইংরেজির পরিমিত মিশ্রণ রাখতে হবে যাতে তারা বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারে।



বদরুজ্জামান রুহেল

ইন্টারঅ্যাক্টিভ আয়োজন: কেবল গান-নাচের গণ্ডি পেরিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা, বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক, রোবোটিকস প্রদর্শন কিংবা আমাদের ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলার (যেমন: গোল্লাছুট, হাডুডু) আধুনিক সংস্করণ রাখা যেতে পারে।

বিনোদন ও আকর্ষণ: শিশুদের জন্য ফ্রি রাইডস, ফেস পেইন্টিং এবং ডিজিটাল গেম জোনের ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে তারা দিনটিকে তাদের নিজস্ব উৎসব মনে করে।

স্বীকৃতি প্রদান: কমিউনিটির মেধাবী সন্তানদের কেবল একাডেমিক সাফল্যের জন্য নয়, বরং তাদের সৃজনশীল কাজের জন্য এই মঞ্চ থেকে বড় পরিসরে সম্মাননা জানানো উচিত।

সম্ভাব্য ফলাফল: যা আমরা অর্জন করব

১. **মালিকানাবোধ (Ownership):** যখন একজন কিশোর দেখবে সে নিজেই একটি ইভেন্টের কারিগর, তখন তার মধ্যে এক ধরনের আত্মমর্যাদাবোধ তৈরি হবে। সে এই সংস্কৃতিকে নিজের বলে দাবি করতে শিখবে।

২. **শেকড়ের সাথে সংযোগ:** পারফর্ম করার বা উপস্থাপনার তাগিদে তারা নিজেরাই আমাদের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ ও লোকজ ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা করবে। জোর করে চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষার চেয়ে এই 'সক্রিয় শিখন' (Active Learning) অনেক বেশি কার্যকর।

৩. **নেতৃত্বের বিকাশ:** এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ কমিউনিটি লিডার তৈরি হবে। তারা শিখবে কীভাবে প্রবাসের মাটিতে নিজস্ব পরিচয় (Identity) বজায় রেখে সফল হওয়া যায়।

৪. **সামাজিক সুরক্ষা:** কিশোর-কিশোরীরা যখন সুস্থ সাংস্কৃতিক চর্চায় মগ্ন থাকবে, তখন তারা বিপথে যাওয়ার বা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি থেকে দূরে থাকবে।

এর ফলে কী হতে পারে? (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক যুক্তি)
আমার এই প্রস্তাবনা বাস্তবায়িত হলে আমরা তিনটি বড় পরিবর্তন দেখতে পাব:

ক) **মানসিক মালিকানাবোধ (Psychological Ownership):** মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, মানুষ সেই জিনিসের প্রতি বেশি টান অনুভব করে যার নির্মাণে তার নিজের হাত আছে। যখন একজন কিশোর নিজে একটি ইভেন্টের কারিগর হবে, তখন সে সগর্বে তার ভিনদেশি বন্ধুদের বলবে, 'এটা আমার দেশের উৎসব, এসো দেখে যাও।' এটি তাদের হীনম্মন্যতা দূর করে আত্মপরিচয় (Identity) মজবুত করবে।

খ) **সক্রিয় শিখন (Active Learning):** উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি তাদের বলি 'ভাষা আন্দোলন' নিয়ে একটি কুইজ পরিচালনা করতে হবে, তবে সেই কুইজের প্রশ্ন তৈরির জন্য তারা নিজেরাই গুগলে সার্চ করবে, বই পড়বে। এই যে নিজে থেকে তথ্য আহরণ, এটা ক্লাসরুমের লেকচারের চেয়ে হাজার গুণ বেশি কার্যকর।

গ) **নেতৃত্ব ও সামাজিক সুরক্ষা:** বিদেশে আমাদের কিশোররা অনেক সময় গ্যাং কালচার বা মাদকের নেশায় জড়িয়ে পড়ে স্রেফ একটি সুস্থ 'কমিউনিটি স্পেস'-এর অভাবে। এই ধরনের প্ল্যাটফর্ম তাদের গঠনমূলক কাজে ব্যস্ত রাখবে এবং তাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী (Leadership Skills) তৈরি করবে।

উপসংহার:
আমাদের কমিউনিটি নেতৃবৃন্দকে বুঝতে হবে যে, সময় বদলেছে। ডাইনোসরের মতো আমরা যদি সময়ের সাথে নিজেদের পরিবর্তন করতে না পারি, তবে আমাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নতুন প্রজন্মকে আমাদের ছাঁচে গড়া নয়, বরং আমাদের ঐতিহ্যকে তাদের উপযোগী করে পরিবেশন করা।

'বাংলাদেশ কিডস ডে' কেবল একটি দিন নয়, এটি হতে পারে প্রবাসে বাঙালির আত্মপরিচয় রক্ষার এক নতুন আন্দোলন। আমরা যদি আজ তাদের হাতে মাইক্রোফোন তুলে দিয়ে পেছনের সারিতে মেন্টর হিসেবে দাঁড়াতে পারি, তবেই অদূর ভবিষ্যতে প্রবাসে আমাদের এই বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি প্রজন্মের পর প্রজন্ম টিকে থাকবে।

এমন কোনো প্রতিশ্রুতি দিইনি, যা সম্ভব নয়

১৭-এর পৃষ্ঠার পর

বক্তৃতায় নিজেকে ওই এলাকার সন্তান দাবি করে তাঁকে জয়ী করতে ভোটারদের কাছে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে তারেক রহমান বলেন, 'আমি ছোটবেলা থেকে, আমার শিশু বয়স থেকে এই এলাকাতেই বড় হয়েছি। এই এলাকার সন্তান হিসেবে এই এলাকার মুরব্বি, এলাকার মায়েদের কাছে, এই এলাকার ভাইদের কাছে, এলাকার বোনদের কাছে আজ আমি ধানের শীষের জন্য ভোট চাইছি।'

১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের পর বিএনপি সরকার গঠন করলে ঢাকাকে নিরাপদ শহর হিসেবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দেন বিএনপির চেয়ারম্যান। একই সঙ্গে ঢাকায় ৪০টি খেলার মাঠ ও ইসিবি চত্বর থেকে জসিম উদ্দিন পর্যন্ত সড়ক প্রস্তুত করারও প্রতিশ্রুতি দেন তারেক রহমান। তিনি বলেন, 'নির্বাচিত হলে আমরা সমগ্র দেশের শহর, এই ঢাকা শহরকে একটি নিরাপদ শহরে রূপান্তর করতে চাই। যেই শহরে মা-বোনেরা নিরাপদে নিশ্চিন্তে যেকোনো সময়ে হাঁটতে পারবেন, যেই শহরের মানুষ নিরাপদে বসবাস করতে পারবেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরিবাকরি করতে পারবেন। আমরা ঢাকাকে একটি সুন্দর শহর হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। যেই শহরে শহরের মানুষ বুক ভরে শ্বাস নিতে পারবেন।'

ইসিবি চত্বরে সভা করার পর একে একে ঢাকা-১৬ আসনের পল্লবী দুই নম্বর ওয়ার্ডের লালমাঠ, ঢাকা-১৫ আসনের সেনপাড়া আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় মাঠ, ঢাকা-১৪ আসনের মিরপুর মডেল থানার বিপরীতে ন্যাশনাল বাংলা উচ্চবিদ্যালয় মাঠ, ঢাকা-১৩ আসনের শ্যামলী ক্লাব মাঠের জনসভায় বক্তৃতা দেন তারেক রহমান।

পল্লবীর লালমাঠে ঢাকা-১৬ আসনে নির্বাচনী সভায় দলের প্রার্থী আমিনুল হকের জন্য এলাকাবাসীর কাছে ভোট চান তারেক রহমান। এই এলাকার সমস্যার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'এই এলাকায় জলাবদ্ধতা সমস্যা, হাসপাতালের সমস্যা রয়েছে। ইনশা আল্লাহ আমরা এসব সমস্যার সমাধান করব।'

'সবার আগে দেশ'এই নীতিতে অটল থেকে যেকোনো মূল্যে দেশকে গড়ে তোলার কথা জানান বিএনপির চেয়ারম্যান। এ ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন ও জননিরাপত্তায় সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন তিনি। তারেক রহমান বলেন, বিএনপি সরকার গঠন করলে জনগণের নিরাপত্তায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সবার আগে ঠিক করা হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতিতে থাকবে বিএনপি।

ঢাকায় নির্বাচনী প্রচারের দ্বিতীয় দিনে সোমবার তারেক রহমান মোট ৮টি নির্বাচনী জনসভায় বক্তৃতা দেবেন। এগুলো হলোড় ঢাকা-১৭ আসনে তাঁর নিজের নির্বাচনী এলাকার বনানী কামাল আতাতুর্ক অ্যাভিনিউ খেলার মাঠ, ঢাকা-১০ আসনে কলাবাগান ক্রীড়া চক্র মাঠ, ঢাকা-৮ আসনে পীর জঙ্গি মাজার রোড, ঢাকা-৯ আসনে বাসাবো তরুণ সংঘ মাঠ, ঢাকা-৫ আসনে যাত্রাবাড়ী শহীদ ফারুক রোড, ঢাকা-৪ আসনে জুরাইন-দয়াগঞ্জ রোড, ঢাকা-৬ আসনে ধুপখোলা মাঠ ও ঢাকা-৭ আসনে লালবাগ বালুর মাঠ।



ভোটে উপেক্ষিত নারী

২-এর পৃষ্ঠায় পর পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০২৪ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী, বর্তমানে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি ৩৭ লাখ (২৩.৭ মিলিয়ন)।

মানবাধিকার কর্মীরা বলছেন, প্রতিদিন ভোটের প্রচারে অংশ নিচ্ছেন বিএনপি, জামায়াত, এনসিপি, জাতীয় পার্টিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রধান ব্যক্তিরা। বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যু, শেখ হাসিনার দেশ থেকে পলায়নের পর কোনো দলের শীর্ষ নেতৃত্বেই আর নারী নেই। বিএনপি এত বড় দল, তারপরও ৫ শতাংশ নারী প্রার্থী দেয়নি, যা কাম্য ছিল না। অন্যদিকে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন নিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আলজাজিরায় দেওয়া জামায়াতে ইসলামের আমিরের বক্তব্যেও তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি জামায়াত আমিরের টুইটার পোস্ট নিয়েও চলছে অসন্তোষ।

মানবাধিকার কর্মী খুশি কবীর বলেন, '৫ শতাংশ প্রার্থী না দেওয়ায় দলগুলোর দেউলিয়াপনার প্রমাণ হয়েছে। তারা নারীকে শুধু অধিকারবঞ্চিত করেনি বরং অপমান করেছে। নারীদের নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্য ও আচরণ তাদের রাজনৈতিক চরিত্র প্রকাশ করেছে। নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে ছাড় না দেওয়ার মানসিকতা, ধর্মকে ব্যবহার এসবই ভন্ডামি। ধর্মে নারীকে এমন অসম্মানিত করা হয়নি। এরা ধর্মেরও ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছে।'

একটি দলের প্রধানের আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার ও নারীর প্রতি দলীয় অবস্থান নিয়ে খুশি কবীর বলেন, 'এটা গ্রহণযোগ্য নয়। গ্রামীণ সহজ-সরল নারীরা হয়তো বুঝতে পারছে না, তবে কর্মজীবী ও শিক্ষিত নারীরা এটি ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। এটি নারীদের প্রতি চরম অবমাননা।'

গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা দল এনসিপিও নারীদের মূল্যায়ন করতে পারেনি। দলগুলোর এমন অবস্থা প্রসঙ্গে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ডা. ফওজিয়া মোসলেম দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'খুব অল্প করে বলতে পারি, এ নির্বাচন নারীকে শুধুই অবজেক্ট হিসেবে স্পেসিফাই করল। নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কোনো একটি দলও সুনির্দিষ্ট আলোচনায় এগিয়ে আসেনি। এ নির্বাচনী আয়োজনে নারীকে তার অধিকারের জায়গায় আরও পিছিয়ে নিয়ে গেল, যা কাম্য ছিল না।'

গণমাধ্যমের বিভিন্ন জরিপে উঠে এসেছে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আসল ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছেন দেশের কোটি কোটি নারী ভোটার। ভোটের পুরো সমীকরণই বদলে যেতে পারে এ নারী ভোটারদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে। ফলে আগামী সরকার কারা গঠন করবে, তা নির্ভর করছে এই নারী ভোটারদের ওপরই। প্রার্থী তালিকায় এবার নারীদের উপস্থিতি হতাশাজনক হলেও ভোটার হিসেবে নারীর গুরুত্ব অতীতের যেকোনো জাতীয় নির্বাচনের চেয়ে বেশি। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী, ১২ কোটি ৭৬ লাখ ৯৫ হাজার ১৮৩ জন ভোটারের মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৪৮ লাখ ১৪ হাজার ৯০৭ জন। বিপরীতে নারী ভোটারের সংখ্যা ৬ কোটি ২৮ লাখ ৭৯ হাজার ৪২ জন। মোট ভোটারের মধ্যে নারী ভোটার প্রায় ৫০ শতাংশ (৪৯ দশমিক ২৬ শতাংশ)। অর্থাৎ, নারী ভোটারের সংখ্যা পুরুষ ভোটারের কাছাকাছি। এরই মধ্যে নারী ভোটারদের টানতে বিএনপি ৫০ লাখ পরিবারে ফ্যামিলি কার্ড প্রদান ও নারী উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে ঋণ দেওয়াসহ প্রতি জেলায় বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছে। জামায়াতে ইসলামীরও দেশ জুড়ে থাকা ১৫ লাখ নারী কর্মী শহর ও গ্রামের ঘরে ঘরে গিয়ে নারী ভোটারদের কাছে ভোট চাইছেন। আবার এনসিপিও শিক্ষিত ও নতুন প্রজন্মের নারী ভোটারদের জন্য ডিজিটাল এবং আধুনিক বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছে।

নির্বাচনের এ ডামাডোলের মধ্যেই জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স হ্যান্ডেলে কর্মজীবী নারীদের নিয়ে করা একটি পোস্ট ঘিরে দেশ জুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। জামায়াত দাবি করেছে, আমিরের অ্যাকাউন্টটি হ্যাকড করে পোস্টটি করা হয়েছিল। কিন্তু এ ইস্যুতে বিএনপিসহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল জামায়াতের আমিরসহ দলটির সমালোচনা করছে। বিশেষ করে ভোটের ঠিক আগে কর্মজীবী নারী ভোটারদের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে বলেও বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন। নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, নির্যাতন প্রতিরোধ, তার অধিকার নিশ্চিত, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করাসহ নারী উন্নয়নে যে সরকার পদক্ষেপ নেবে এবার নারীরা ভোটবিপ্লবের মধ্য দিয়ে তাদেরই ক্ষমতায় নিয়ে আসতে আগ্রহী।

সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) কেন্দ্রীয় সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'নির্বাচনে নারী ভোটাররা গুরুত্বপূর্ণ বলেই রাজনৈতিক দলগুলো নারীদের ভোট পেতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপপ্রচার চালিয়ে নারী ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টাও করছে। নারী ভোটারের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় প্রায় ২০ লাখ কম হলেও জনসংখ্যায় নারীর সংখ্যা বেশি। এজন্য নারীরা যাদের ভোট দেবেন, সে দলই জিতবে। কারণ, নারীরা দেশের জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ। যদিও রাজনৈতিক দলগুলো নারী প্রার্থীদের মনোনয়নের ব্যাপারে তাদের অঙ্গীকার রক্ষা করেনি।'

এ নির্বাচনে নারীর অবস্থান নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন নারী নেত্রীরা। সম্প্রতি এক গোলটেবিল বৈঠকে অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির বলেন, 'এতদিন বিভিন্ন জায়গায় নারীরা নেতৃত্বে ছিলেন, কিন্তু গত ১৮ মাসে নতুন করে মনে হয়েছে, এসব নারী কি এখন সবাই ফিরে যাবে? এভাবে ডিভাইড অ্যান্ড রুলের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। তাই দেশের মানুষকে ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তারা কী ধরনের নেতৃত্ব চায়।'

আইনজীবী সারা হোসেন বলেন, 'জুলাই সনদ ও গণভোটে বৈষম্য নিরসনের প্রতিশ্রুতি থাকলেও কীভাবে এ প্রতিশ্রুতিকে আরও শক্তিশালী করা হবে, তা পরিষ্কার করে বলা হয়নি। সম্প্রতি অনেক নারী বক্তব্য দিয়েছেন, তারা পুরুষের অধীন থাকতে চান। পুরুষ তাদের পরিচালক, এটা তারা মেনে নিয়েছেন। ওই নারীদের এ বক্তব্যকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা উচিত। তাহলে এসব বক্তব্য আর আলোচনায় আসবে না।'









অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে নিউইয়র্কসহ
পুরো যুক্তরাষ্ট্রে সাউথ-ইস্ট গ্রুপ নিয়ে এলো
Micro Credit ও Micro Finance



- দরিদ্র ও স্বল্প আয়ের মানুষরা মাইক্রো ক্রেডিটের মাধ্যমে লোন পেতে পারেন সহজ শর্তে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ফুড ভেন্ডার ও অন্যরা মাইক্রো ফাইন্যান্সের মাধ্যমে পেরেন পারেন সহজ শর্তে লোন।
- এছাড়াও পেতে পারেন সোলার প্যানেল ও উইন্ডমিলের জন্য লোন।
- চাষাবাদের জন্য লোন

যাদের ক্রেডিট স্কোর কম, কিংবা ব্যাড ক্রেডিট
তাদের ক্রেডিট লাইন বিল্ড করে দেব।

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন

Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suite # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-566-1612
www: southeastusagroup.com

FSR
Multiservices Inc

মাল্টিসার্ভিস অফিস



বাংলাদেশী আমেরিকান কমিউনিটির জন্য
আমরা নিম্নলিখিত সার্ভিস সমূহ প্রদান করে থাকি

- মানি অর্ডার।
- ই-পাসপোর্ট এর জন্য আবেদন করা।
- ই-পাসপোর্ট এপ্লাই করার পর পাসপোর্টের স্ট্যাটাস/অবস্থান নিয়মিতভাবে আবেদনকারীকে অবহিত করা।
- মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এর জন্য আবেদন করা।
- এনআইডি/ভোটার আইডি কার্ড আবেদন করা।
- জন্ম সনদের জন্য আবেদন পূণঃ মুদ্রণ/সঠিক তথ্য করা/পরিবর্তন আবেদন করা।
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নি তৈরী করা।
- নো ভিসা ফরম পূরণ করা।
- দ্বৈত নাগরিকত্ব-এর জন্য আবেদন করা।
- তালাক নোটিশ তৈরী করা।
- এয়ার টিকেট।
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন ফাইল করা।
- গ্রীনকার্ড পারমিট রিনিউর আবেদন করা।
- ক্যাশ এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ফুড স্ট্যাম্প আবেদন করা।
- ক্রেটাল এসিসটেন্স আবেদন করা।
- ট্যাক্স ফাইল।
- বাংলাদেশে ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়া/ই-টিন করা।
- বাংলাদেশে বাড়ী/ফ্ল্যাটের বাৎসরিক খাঁর কর জমা করা।
- EB-3 আবেদন প্রসেস করা।
- ভারতীয় ভিসার আবেদন করা।
- সৌদি ওমরাহ ভিসার আবেদন করা।

Tel (917)-776-1235 646-461-0919

বিশ্বস্ত সেবার অন্যতম
বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

31-10 37th Avenue,
Suite- 206, (2nd Floor), NY 11101
Email: fsr2024@yahoo.com

GRAND OPENING!
JACKSON HEIGHTS OFFICE

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com

ফ্রি কনসালটেশন

74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911



Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট
অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।

- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.

আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days

Call: 718-263-5999

- তুলনামূলকভাবে কম ফি
- সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।



Suryia Rahman, Esq

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

TODAY'S DENTAL

86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500



আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।



দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য



আপনাদের সেবায়

ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)

আমরা বাংলায় কথা বলি

REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500

HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (স্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT
8 Weeks Course
4 Hours Each Class
Total 32 Classes (4 days/week)
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT
8 Weeks Course
5 days/week
Total Cost : $2000.00
Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH
1st Grade to 6th Grade
8 weeks course
3 Hrs./day, 4 days/week
Cost : 600.00

Get **25%** Discount
sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School

Quality Education Is Our Priority!

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ

অফিসের অধীনে শেওনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএল (কুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।



অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এসে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

মাত্র ১ মিলিয়ন বা তারচেয়ে ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততির গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বিশ্বব্যাপী যেকোন আপনার বিনিয়োগের অর্থ আমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন।

দেশে কোন জোলপত্তীয় সম্পত্তি/পরিবারের জন্য আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বৈধভাবে সুবিধা নিয়ে পারেন এবং তুলনায় পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এমাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্টনারশিপ ইনকর্পোরেশন, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিপ্রোডাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klplic@gmail.com, Web: www.k-lplic.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit
2021
For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।
নোটারী পাবলিক
ফ্যাক্স সার্ভিস
রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।
রেজিস্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিস্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা। শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ **এম এ কাইয়ূম**
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member : naea



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.



বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
রবিবার জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইট্স ব্যতীত অন্যান্য শাখা বন্ধ

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange App.
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist
পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Alam Podiatry, P.C.
Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

TiME TV PLUS
টাইম টিভিসহ দেশী-বিদেশী
দেড় শতাদিক চ্যানেল দেখুন
Time TV + এ
বাৎসরিক চার্জ $100
যোগাযোগঃ ৬৪৬-২৯১-৭৪০৮

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

চ্যালেঞ্জের মুখে বড় নেতারাও

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এবার আওয়ামী লীগবিহীন ভোটের মাঠে রাজনীতির সমীকরণ অনেকটাই পাল্টে গেছে। এ ছাড়া ভোটারের ভাবনায় পরিবর্তন এবং বড় দলের বিদ্রোহীদের আবির্ভাবসহ নানা কারণে অনেক প্রভাবশালী প্রার্থীর জয় কম-বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। সারা দেশে আজকের পত্রিকার সরেজমিন অনুসন্ধানে উঠে এসেছে এ চিত্র।

রাজধানীতে হেভিওয়েট প্রার্থীদের তালিকার অন্যতম নাম বিএনপির জ্যেষ্ঠ নেতা ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী মির্জা আব্বাস। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী এনসিপির নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী। মির্জা আব্বাস অভিজ্ঞতার বিচারে অনেক এগিয়ে থাকলেও প্রতিদ্বন্দ্বীকে মোটেও হালকাভাবে নিচ্ছেন না। জুলাই যোদ্ধা নাসীরুদ্দীন তরুণসহ ভোটারদের কতখানি প্রভাবিত করবেন, তা সতর্কভাবেই নজরে রাখছে তাঁর শিবির।

মোহাম্মদপুর, আদাবর ও শেরেবাংলা নগর থানার একাংশ নিয়ে গঠিত ঢাকা-১৩ আসনে জামায়াত জোটের প্রার্থী বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমির মাওলানা মামুনুল হক। এই আসনে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির ববি হাজ্জাজ। ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে জাতীয় পরিচিতি এবং এলাকার দীর্ঘদিনের বাসিন্দা হওয়ায় শক্ত অবস্থানেই রয়েছেন মামুনুল। তবে মাঠের সার্বিক চিত্র বলছে, রাজধানী শহরে ধানের শীষের বিপরীতে জিততে হলে তাঁকে বেশ লড়াই দিতে হবে।

বিএনপির বড় প্রার্থীদের মধ্যে তারেক রহমানের পরই রয়েছেন দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ঠাকুরগাঁও-১ আসনের অভিজ্ঞ প্রার্থী ফখরুলের একটি বড় শক্তির জায়গা তাঁর 'স্বচ্ছ ভাবমূর্তি'। জীবনের শেষলগ্নে সম্মান জানাতে এলাকার ভোটাররা মির্জা ফখরুলকে বেছে নিতে পারেনড়এই আলোচনাও আছে। এরপরও ভোটের মাঠে শতভাগ নিশ্চিন্ত থাকছেন না তিনি। কারণ নির্বাচনী প্রচারণায় জামায়াতের প্রার্থী দেলাওয়ার হোসেন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই উঠে এসেছেন।

সিরাজগঞ্জ-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু নির্বাচনী প্রচারণায় তুলনামূলকভাবে এগিয়ে রয়েছেন। কিন্তু বিনা চ্যালেঞ্জে জিতবেন, তা বলা যায় না। টুকুর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম। স্থানীয়দের মতে, এখানে বিএনপির পুরুষ ভোটার বেশি, আর জামায়াত এগিয়ে নারী ভোটারে। দুই প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে।

ফেনী-৩ আসনে লড়ছেন বিএনপির শক্তিশালী প্রার্থী আবদুল আউয়াল মিন্টু। তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রশিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি জামায়াতের প্রার্থী ফখরুদ্দিন মানিক। আসনটিতে বিএনপির সাংগঠনিক তৎপরতা ব্যাপক। তবে মানিকের হয়ে জামায়াতের নেতা-কর্মীরাও ভোটের মাঠে সমানতালে কাজ করে যাচ্ছেন। ফলে জয় পেতে ঝানু ব্যবসায়ী ও নেতা আবদুল আউয়াল মিন্টুকে কিছুটা বেগ পেতে হতে পারে।

জামায়াতের শীর্ষ নেতা, দলটির নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমানকেও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হতে পারে। রাজশাহী-১ আসনে মুজিবুর রহমানের বিপরীতে লড়ছেন একই আসনে বিএনপি থেকে তিনবারের নির্বাচিত সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার আমিনুল হকের ছোট ভাই মেজর জেনারেল (অব.) শরীফ উদ্দীন। আসনটিতে বিএনপি শক্ত অবস্থানে রয়েছে বলে জানা গেছে। তবে মুজিবুর রহমান এর আগে ১৯৮৬ সালে ওই আসন থেকে নির্বাচিত হন।

কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে বিএনপির প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হওয়ায় সমীকরণ হঠাৎ বদলে গেছে। এতে সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন ১১ জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ (মো. আবুল হাসনাত)। তবে পরে বিএনপি গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থী জসিম উদ্দিনকে সমর্থন দেওয়ায় তিনি হাসনাতকে কিছুটা হলেও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবেন বলে অনেকের ধারণা।

পটুয়াখালী-৩ আসনে বিএনপি জোটের হয়ে লড়ছেন গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর। তাঁকে মুখোমুখি হতে হবে বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত বিদ্রোহী প্রার্থী হাসান মামুনের। নেতা-কর্মীদের বড় অংশ হাসান মামুনের পক্ষে কাজ করছেন। বিএনপির ভোটব্যাংক ভাগ হয়ে যাওয়ায় এই আসনে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে রয়েছেন নুর।

ঝুঁকিতে রয়েছেন ঝিনাইদহ-৪ আসনে বিএনপির প্রার্থী ও গণঅধিকার পরিষদের সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানও। নুরের মতো তাঁকেও মুখোমুখি হতে হচ্ছে বিদ্রোহী প্রার্থীর। রাশেদ খানের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত নেতা সাইফুল ইসলাম ফিরোজ। জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী আবু তালেবও শক্ত অবস্থানে রয়েছেন বলে জানা যায়।

এনসিপির উত্তরাঞ্চলীয় মুখ্য সমন্বয়ক সারজিস আলম ভোটে লড়ছেন পঞ্চগড়-১ আসন থেকে। তাঁকে মুখোমুখি হতে হচ্ছে সাবেক স্পিকার জমির উদ্দিন সরকারের ছেলে, ধানের শীষের ব্যারিস্টার নওশাদ জমিরের। এলাকার পুরোনো নেতা, সাবেক স্পিকারের উত্তরাধিকারী হিসেবে নওশাদ এই আসনে ইতিমধ্যে সুপরিচিত। সার্বিকভাবে এই আসনে বিএনপি শক্ত অবস্থানে থাকায় চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছেন এনসিপির অন্যতম মুখ সারজিস আলম।

ফেনী-২ আসনে এবি পার্টির চেয়ারম্যান মো মজিবুর রহমান মঞ্জুকে মুখোমুখি হতে হচ্ছে বিএনপির শক্তিশালী প্রার্থী জয়নাল আবদিনের। আসনটিতে বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল মঞ্জুর জন্য আশীর্বাদ হয়ে উঠতে পারে। এর বাইরে ১১ দলীয় জোটের অংশীদার দলের নেতা-কর্মীরাও তাঁর হয়ে কাজ করছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসন থেকে স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত নেত্রী ধারালো বক্তব্যের জন্য সুপরিচিত রুমিন ফারহানা। জোটের স্বার্থ রাখতে গিয়ে এই আসনে বিএনপি মনোনয়ন দেয়নি তাঁকে। বিএনপি জোট মনোনীত প্রার্থী জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের নেতা জুনায়েদ আল হাবিব হবেন ভোটের বাক্সে রুমিনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। বিএনপির তৃণমূল নেতা-কর্মীদের অধিকাংশই রুমিনের হয়ে কাজ করছেন। কিন্তু স্পষ্টতই ভোট ভাগ হওয়ায় রুমিন ফারহানার নিশ্চিত থাকার উপায় নেই।

বন্ড ছাড়া অভিবাসী আটক বৈধ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয়ে যায়। বেঞ্চের ভিন্নমত পোষণকারী বিচারক ডানা এম ডগলাস বলেন, আইনপ্রণেতারা কখনোই এমন ব্যাপক ও অনির্দিষ্ট আটক ব্যবস্থার কথা কল্পনা করেননি। তার মতে, নির্বাহী শাখা কার্যত আইন প্রণয়নের সীমা অতিক্রম করছে।

এই আইনি সাফল্যের পাশাপাশি অভিবাসন আদালত ব্যবস্থাতেও বড় ধরনের রদবদলে নেমেছে ট্রাম্প প্রশাসন। ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস সম্প্রতি ৩৩ জন নতুন অভিবাসন বিচারক নিয়োগ দিয়েছে, যাদের মধ্যে ২৭ জনই অস্থায়ী এবং সর্বোচ্চ ছয় মাস দায়িত্ব পালন করবেন। নতুন নিয়োগ পাওয়া বিচারকদের বড় অংশের রয়েছে সামরিক পটভূমি। স্থায়ী বিচারকদের প্রায় অর্ধেক এবং অস্থায়ী বিচারকদের শতভাগই সামরিক বা প্রতিরক্ষা দপ্তরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।

ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিসের দাবি, বাইডেন প্রশাসনের সময়ে বিচারক নিয়োগের যে ধারা ছিল, তা অভিবাসন আদালতের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন করেছিল। নতুন বিচারকরা জাতীয় নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যেই নিয়োগ পাচ্ছেন বলে জানানো হয়। এর আগে পেন্টাগন জানিয়েছিল, প্রতিরক্ষা দপ্তরের সামরিক ও বেসামরিক আইনজীবীদের সাময়িকভাবে অভিবাসন বিচারক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হবে।

আমেরিকান ইমিগ্রেশন লইয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য অনুযায়ী, জানুয়ারি ২০২৫ সালে ট্রাম্প ক্ষমতায় ফেরার পর থেকে শতাধিক অভিবাসন বিচারক বরখাস্ত হয়েছেন বা পদত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। এর ফলে অভিবাসন আদালতে বিচারকের ঘাটতি তৈরি হলেও প্রশাসন দ্রুত নিয়োগ দিয়ে সেই শূন্যতা পূরণের চেষ্টা করছে।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আদালতগুলোতে প্রায় ৩২ লাখ মামলা ঝুলে আছে। এই চাপ সামাল দিতে আপিল প্রক্রিয়া সংক্ষিপ্ত করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের প্রস্তাবিত ফাস্ট ট্র্যাক বিধিমালায় অভিবাসন বিচারকের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিলের সময়সীমা কমিয়ে ১০ দিনে নামিয়ে আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, বন্ড ছাড়া বাধ্যতামূলক আটক, সামরিক পটভূমির বিচারক নিয়োগ এবং দ্রুত আপিল নিষ্পত্তির উদ্যোগ একসঙ্গে ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অভিবাসন এজেন্ডাকে বাস্তব রূপ দিচ্ছে। এতে বহিষ্কার প্রক্রিয়া দ্রুত হলেও অভিবাসীদের ন্যায়বিচার ও আইনি সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ আরও গভীর হচ্ছে।

৫ আগস্টের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ হবে ভোটের দিন

১১-এর পৃষ্ঠায় পর

আপনারা ভালো চেনেন। এটা বলতে চাই, ইনসাফের বাংলাদেশে জনগণের রায় এবং আল্লাহর মেহেরবানিতে যদি বিজয় অর্জিত হয়, সেই সরকারে নাহিদ ইসলামকে অবশ্যই আপনারা একজন মন্ত্রী হিসেবে দেখতে পাবেন। আমরা হাতে হাতে ধরে কাজ করব।'

বুয়েট শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির হত্যার প্রসঙ্গ টেনে জামায়াতের আমির বলেন, 'আবরার ফাহাদ, হাদি তোমাদের কাছে আমরা ঋণী। আমরা সুযোগ পেলে, তোমরা যেমন বাংলাদেশ চেয়েছিলে, তেমনি উদ্দীপ্ত বাংলাদেশ আমরা গড়ে তুলব।'

জাতির ভাগ্য বদলের জন্য ৫টি বছর যথেষ্ট মন্তব্য করে জামায়াতের আমির বলেন, 'আমরা কোনো ভুল আশ্বাস দেব না। যা বলব তা জানপ্রাণ দিয়ে পালনের চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ। আমরা ৫৬ হাজার বর্গমাইলের প্রতি ইঞ্চি মাটির পাহারাদার হব ইনশা আল্লাহ।'

ঢাকা-১১ আসনের ভোটারদের উদ্দেশে শফিকুর রহমান বলেন, 'জুলাইয়ে যাঁরা পাহারাদার ছিলেন, ১২ তারিখও আপনারা পাহারাদার হবেন। আমাদের কাছে আপনাদের ১টা ভোট গুরুত্বপূর্ণ, আমাদের কাছে ১টা আসনও গুরুত্বপূর্ণ।'

PROFESSIONAL JOB TRAINING

Are you ready to build a high-demand career in international trade?

We can train you to become a qualified candidate for a white-collar job

Job description

- Customs Entry Writer
- Import Compliance Manager
- Accounting Jobs

Program Details

- Duration: 1-Year Online Course
- Total: 48 Classes (2 Hours Each)
- Format: Live Online Training

Eligibility Requirements:

- Minimum 4-year bachelor's degree (or currently completing one) from a U.S. college/university or overseas must be needed.
- Applicants must qualify before enrolling in this professional training program.
- Training fee for a one-year program: $7500.00

Please contact:
Swati: 281-701-7457, FIRST97DAYS LLC
25325 Borough Park Dr. Suite 238, The Woodlands TX 77380

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ

কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা

গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে

বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য

ফেডারেল ডিজএবিলিটি

(ফোর্স অফিস ফি নেয়া হয় না)

Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com



Timothy Bompart
Attorney at Law

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন

অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩



মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোনঃ ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনাদের সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

ব্রুকলিনে বিদ্যুৎহীন ১৫০০ গ্রাহক চরম দূর্ভোগে

শেষ পৃষ্ঠায় পর

ছিলেন। সপ্তাহান্তজুড়ে চলা নজিরবিহীন শৈত্যপ্রবাহের মধ্যে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের বিভিন্ন স্থানে দ্রুত মেরামতের কাজ চালাতে হিমশিম খাচ্ছিলেন টেকনিশিয়ানরা। রোববার শহরের তাপমাত্রা নেমে আসে মাত্র ৩ ডিগ্রি ফারেনহাইটে, আর প্রবল বাতাসের কারণে অনুভূত তাপমাত্রা নেমে যায় শূন্যের নিচে প্রায় ১৪ ডিগ্রিতে।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ে বুশউইক এলাকায়। কন এডিসনের পাওয়ার আউটেজ গ্রিড অনুযায়ী, রোববার রাত পর্যন্ত সেখানে প্রায় ১,০০০ বাসিন্দা বিদ্যুৎহীন ছিলেন। শুরুতে কন এডিসন জানিয়েছিল, রোববার বিকেল ৩টার মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্বাভাবিক হবে, তবে পরে সেই সময়সীমা বাড়িয়ে সোমবার সকাল ৭টা করা হয়।

যেসব বাসিন্দার বাড়িতে বৈদ্যুতিক হিটিং ব্যবস্থা রয়েছে, তারা প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে হয় বাড়িতেই গায়ে একাধিক কাপড় চাপিয়ে থাকতে বাধ্য হন, নয়তো আত্মীয়দের বাড়ি বা শহরের ওয়ার্মিং সেন্টারে আশ্রয় নেন। বুশউইকে বসবাসকারী ৩৫ বছর বয়সী ডিজে ক্যামিলা রোববার বিকেলে তার অ্যাপার্টমেন্টে হিট বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কাছাকাছি একটি ওয়ার্মিং সেন্টারে চলে যান। পাফার জ্যাকেট গায়ে দিয়ে তিনি বলেন, ঘরের ভেতর এমন ঠান্ডা যে মনে হচ্ছে আলাস্কায় আছি। তার দুইটি পোষা বিড়ালও সঙ্গে রয়েছে এবং তাদের জন্য জরুরি বোর্ডিং খোঁজার চেষ্টা করছেন তিনি। যদি রোববার রাতে অ্যাপার্টমেন্টে ফিরতে হয়, তাহলে সব কাপড় একসঙ্গে পরেই রাত কাটানোর প্রস্তুতি তার।

আরেক বাসিন্দা, দুই সন্তানের বাবা ৬০ বছর বয়সী মাইকেল মারফি জানান, হিট না থাকায় তিনি ও তার পরিবার দুই রাতের জন্য একটি হোটেলে উঠেছেন, যার খরচ পড়ছে ৪৭৭ ডলার। তিনি বলেন, অন্ধকার ও ঠান্ডার মধ্যে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা কমতে থাকা ভয়ংকর অনুভূতি তৈরি করে। চার সন্তানের মা মেলিসা ওয়াশিংটন জানান, তিনি তার পরিবারকে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন। তার ভাষায়, ২০০৩ সালের ব্ল্যাকআউটের পর এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি তিনি আর হননি। তিনি অভিযোগ করেন, কন এডিসন বাসিন্দাদের সঙ্গে ঠিকমতো যোগাযোগ করছে না। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, বিদ্যুৎ না থাকায় এখন ছোট ফোনের স্ক্রিনেই সুপার বোল দেখতে হচ্ছে।

কন এডিসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তুষার ও রাস্তার লবণ একসঙ্গে মিশে তাদের ভূগর্ভস্থ যন্ত্রপাতিতে ঢুকে পড়ায় এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। শহরজুড়ে এই সপ্তাহান্তে প্রায় ৬৫টি ওয়ার্মিং সেন্টার খোলা রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে বহু ওয়ার্মিং বাস। প্রবল বাতাসের দাপটে, যেখানে দমকা হাওয়ার গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০ মাইল পর্যন্ত পৌঁছেছে, সেখানে শুধু বাতাসের কারণেই অনুভূত তাপমাত্রা মাইনাস ১৫ থেকে মাইনাস ২৫ ডিগ্রি পর্যন্ত নেমে যাচ্ছে বলে পূর্বাভাস দিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। অ্যাকুওয়েদারের সিনিয়র আবহাওয়াবিদ টম কিন্স সতর্ক করে বলেন, যথাযথ সুরক্ষা ছাড়া আধা ঘণ্টার বেশি বাইরে থাকলে ফ্রস্টবাইট ও হাইপোথার্মিয়ার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে।

রোববার দুপুর ১টা পর্যন্ত পুরো নিউইয়র্ক সিটি জুড়ে বিরল 'এক্সট্রিম কোল্ড ওয়ার্নিং' জারি ছিল এবং সোমবার ভোর ৪টা পর্যন্ত সিভিয়ার ওয়েদার অ্যাডভাইজরি বলবৎ রয়েছে। টানা প্রায় দুই সপ্তাহের তীব্র শীতে শহরে অন্তত ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গেছে। এর মধ্যে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে হাইপোথার্মিয়ায়, তিনটি মৃত্যুর সঙ্গে মাদক সেবনের যোগসূত্র পাওয়া গেছে এবং আরও দুটি ঘটনা তদন্তাধীন। শনিবার সকালে ব্রুকলিনে একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের ছাদে এক ৮১ বছর বয়সী ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। কর্তৃপক্ষ খতিয়ে দেখছে, প্রচণ্ড ঠান্ডা তার মৃত্যুর কারণ ছিল কি না।

নিউইয়র্কে আরো ৩টি বাস লেনে ক্যামেরা

শেষ পৃষ্ঠায় পর

আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনের সকল ডিরেক্টর ও সাধারণ সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি উৎসবমুখর পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডা ইউএসএ'র সভাপতি এম রহমান, জহির এবং সাধারণ সম্পাদক আশরাফ উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতি ও দিকনির্দেশনায় আয়োজনটি আরও প্রাণবন্ত ও অর্থবহ হয়ে ওঠে।

দীর্ঘ আলোচনা ও মতবিনিময়ের পর সর্বসম্মত সমর্থনে নতুন মেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়। ঘোষিত কমিটিতে কনভেনার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন তামান্না আহমদ, চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন এস. আই. জুয়েল এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মো. আলমগীর। অ্যাসোসিয়েশনের সকল ডিরেক্টর ও সাধারণ সদস্যদের উপস্থিতিতে সর্বসম্মতিক্রমে কমিটি অনুমোদন ও ঘোষণা করা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তারা জানান, ২০২৬ সালের বাংলাদেশ মেলাকে আরও বৃহৎ, সুশৃঙ্খল ও সফল করতে নতুন কমিটি ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে। বাংলা গান, নৃত্য, খাবার, লোকজ সংস্কৃতি ও পারিবারিক আনন্দে ভরপুর আয়োজনের মাধ্যমে আসন্ন বাংলাদেশ মেলাকে প্রবাসে বাঙালিদের এক মিলনমেলায় পরিণত করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন উপস্থিত অতিথিরা।-- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডা'র মেলা

শেষ পৃষ্ঠায় পর

অনুযায়ী, ব্রুকলিনের বি-৬৮ ও বি-৬০ এবং ম্যানহাটনের এম-৫৭ বাস লেনে ক্যামেরায় ধরা পড়লে চালকদের ৫০ ডলার জরিমানা করা হবে। একই অপরাধ বারবার করলে জরিমানার পরিমাণ বেড়ে সর্বোচ্চ ২৫০ ডলার পর্যন্ত হতে পারে।

এমটিএ জানিয়েছে, ২০২৪ সালে এই কর্মসূচি চালুর পর থেকেই এর ইতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। শহরের বাসগুলোর গড় গতি প্রায় ৫ শতাংশ বেড়েছে, আর কিছু নির্দিষ্ট করিডোরে বাসের গতি ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।

কর্তৃপক্ষের আশা, ক্যামেরার বিস্তৃত ব্যবহার বাস লেন দখল কমাবে এবং যাত্রীদের জন্য গণপরিবহনকে আরও নির্ভরযোগ্য ও সময় সাশ্রয়ী করে তুলবে।

গাড়ি চাপায় ১ বছরের শিশু নিহত

শেষ পৃষ্ঠায় পর

গেছে, শনিবার সন্ধ্যায় রেগো পার্কের একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের পার্কিং গ্যারেজে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নিহত শিশুটির নাম ইমরন বাখতিয়োরভ। কর্তৃপক্ষ জানায়, শনিবার সন্ধ্যা প্রায় ৭টা ৪৫ মিনিটে কুইন্সের ৬১-৫৫, ৯৮তম স্ট্রিটে অবস্থিত একটি আবাসিক ভবনের পার্কিং লটে একটি ২০২৫ মডেলের বিএমডব্লিউ এক্স৪ গাড়ি চালাচ্ছিলেন ২৯ বছর বয়সী এক ব্যক্তি। সেই সময় গাড়িটি শিশুটিকে চাপা দেয়। দুর্ঘটনার মুহূর্তে শিশুটির বাবা-মা ঘটনাস্থলেই উপস্থিত ছিলেন।

গুরুতর আহত অবস্থায় শিশুটিকে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সে করে নিউইয়র্ক প্রেসবিটারিয়ান হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে সেখানে তার মৃত্যু হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, নিহত শিশুটি যে স্থানে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে, সেখান থেকে মাত্র এক ব্লক দূরেই তার পরিবারের বাসা ছিল। ঘটনার তদন্ত চলছে এবং দুর্ঘটনার সুনির্দিষ্ট কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

MATRIMONIAL SERVICE
(NYC REGISTERED)



নিউইয়র্ক সিটির রেজিষ্টার্ড কাজী
নিউইয়র্ক যে কোন ব্যুরোতে
* শরীয়ত সম্মত বিবাহ পড়ানো হয়।
* প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের জন্য ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।
Contact
QAZI ASHRAF HASAN
Phone: (929) 705 2645

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Akash Medical Care
Internal & Geriatric Medicine
হার্টের ডাক্তার
Sudesh Srivastava MD
Cardiologist
পায়ের ডাক্তার
Dr. Nayeem Haque
Podiatic Surgeon
FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM
79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services
Tax
Accounting
Immigration
*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant
167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

আবশ্যক

দোভাষী আবশ্যকঃ ম্যাডিকেল অফিসে দোভাষী আবশ্যক। ৩৫ ডলার ঘন্টা দুই ঘন্টা মিনিমাম। বাংলা- ইংরেজী।
Ebt Associates. Text করুন ৯১৭ ৫৭৫ ৬১২৫

আবশ্যকঃ জ্যাকসন হাইটস এ মেডিকেল অফিসে লাইসেন্স ফিজিসিয়ানের সাথে কাজ করার জন্য লাইসেন্সধারী একজন ফিজিসিয়ান এ্যাসিস্ট্যান্ট (চঅ) নিয়োগ দেয়া হবে। বাংলা জানতে হবে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৫৩৩-২১০২.

লোক আবশ্যকঃ
Smoke shop, Lotto convinience store এ কাজ জানা অভিজ্ঞ ফুল টাইম কাজের লোক আবশ্যক। বেতন ক্যাশ পে করা হবে। Address: 408, 83rd St, Elmhurst, NY 11373. Cell: 929-355- 1461.

লোক আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে এর জন্য রাতের জন্য (Over night) লোক আবশ্যক। ফোনঃ ৩৪৭-৩৬৯-১০৬৬.

আবশ্যকঃ
সাবওয়ে রেস্টুরেন্টে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। ভালো ইংরেজি জানতে হবে। 25- 27B parsons blvd. Cheque payment only.। ফোন- ৩৪৭-২১৭-০৪৭২ (জেরি)।

আবশ্যকঃ
ম্যানহাটানে অবস্থিত ক্যান্ডি স্টোরের জন্য লোক আবশ্যক। যোগাযোগঃ ৯১৭-৭১৪-২৩৬০, ৯১৭-৪০০-৭৯১১.

আবশ্যকঃ
এস্টোরিয়াতে অবস্থিত ইঞ্জুরি ল' অফিসের জন্য অভিজ্ঞ সেক্রেটারি প্রয়োজন। প্রার্থীকে ইঞ্জুরি ল' অফিসের কর্মের সার্টিফিকেট দিতে হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৬৭-১৮০০
southeasternmgm@gmail.com

পাত্র-পাত্রী

পাত্রী চাই: ফ্যামিলি-ওরিয়েন্টেড, ভদ্র, সায়েন্টিস্ট (পিএইচডি অধ্যায়নরত-CS), বয়স: ২৭, উচ্চতা: ৫'৮", কমপ্লেক্সশন: উজ্জ্বল শ্যামলা, পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট পাত্রের জন্যে কমপ্যাটিবল পাত্রী চাই। পাত্র ব্রিফলি ডিভোর্সড।
যোগাযোগ:
abdurrahman.bd144@gmail.com (পাত্র নিজে)

পাত্র চাইঃ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ইউএসএ সুন্দরী, শিক্ষিত পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। যাদের স্টুডেন্ট ভিসা আছে তাদের কে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। কল করুন-৩৪৭-৪০০-৮৮০১.

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
অথবা ৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

রুমমেট

রুম ভাড়াঃ
জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭ সাবওয়ের সন্নিকটে এলমহার্স্ট এভিনিউতে ফার্নিচারসহ দোতলায় ১টি রুম কর্মজীবী পুরুষের নিকট ১লা এপ্রিল হতে ভাড়া হবে। কিচেন, বাথ শেয়ারে। ফোনঃ ৩৪৭-৬২৬-৯০১৮.

রুম ভাড়াঃ
জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৯ স্ট্রীট এফ ট্রেন সাবওয়ে এবং সিটি ব্যাংকের নিকটে আলাদা একটি বড় রুম ভাড়া হবে অধূমপায়ী ব্যাচেলর এর নিকট এখনই। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৩০২-৩২২০

রুম ভাড়া :
হিলসাইড ২৪১ স্ট্রিট ও ৮৭ এভিনিউ বেলরোজে সেমিবেসমেন্টে ১টি বেডরুম একজন ব্যাচেলারের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। কিচেন, বাথরুম শেয়ার করতে হবে। বাসার নিকট কিউ-৪৩ বাস। যোগাযোগঃ ৭১৮-৯০৯- ৭৫৩৩, ৩৪৭-৬৬৪-৩৭৭৬.

রুম ভাড়াঃ
১লা এপ্রিল থেকে জ্যামাইকায় ১৭৩ স্ট্রীটে একজন অধূমপায়ী পুরুষ ব্যাচেলারের নিকট একটি রুম ভাড়া হবে। বাথরুম ও কিচেন শেয়ার। ভাড়া ৬৫০ ডলার। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৩০৬- ৮৬৬৩.

রুম ভাড়াঃ
১লা মে থেকে কর্মজীবী মহিলাদের জন্য ৮৮-২১ ১৭০তম স্ট্রিট ১ম তলা, জ্যামাই-কার রুম ভাড়া। যোগাযোগ: ৯২৯-৬২৩-৮২৭৫, ৩৪৭-৫৯৩-৬৬১২

রুম ভাড়াঃ
৩৪-১০, ৮৪ স্ট্রীট, ৭ ট্রেন, কিউ-৩২/৩৩ বাস দুই ব্লকের মধ্যে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের প্রথম তলায় একটি
বড় রুম, দুই জন কর্মজীবী মুসলিম বা স্বামী-স্ত্রীর নিকট এপ্রিল মাস থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৭৩৮-৭৬৬৬.

রুম ভাড়াঃ
ইস্টএলমহার্স্ট এর নর্দান বুলেভার্ড এলাকায় ৩১ এবং ৩২ এভিনিউ এর মাঝে ৮১ স্ট্রিট এর উপরে এক তলায় ছেলেদের জন্য একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ৯১৭-৩০১-২০৬৩

বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়াঃ
ব্রঙ্কসের ৬ ট্রেন এর জেরেগা সাবওয়ের নিকটে মসজিদ, স্কুল ও মেডিকেল সেন্টার এর পাশে একটি ৩ বেডরুমের বাসা লিভিংরুম, ডাইনিং রুম, কিচেন ও বাথরুম সহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭- ৭৪৮-৮৭৪৫। সময়- সকাল ৯টা থেকে রাত ১০টা।

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ১৫৫ স্ট্রীটে, ১০৯ সাটফিনে মনোরম পরিবেশে দুইবেড, লিভিং, ড্রাইনিং কিচেনসহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। মসজিদ, স্কুল, বাস দুই মিনিট হাটা। যোগাযোগ: **917 863-9002.**

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকাতে parsons Blvd & 84 Ave (160 st) Semi Basement একটি আলাদা রুম ১জন মহিলাকে ভাড়া দেয়া হবে। Rent $750. Contact 929-553-8358.

বাড়ি ভাড়াঃ
নতুন বাড়ী ভাড়া দেওয়া হবে। 203 Warwick ST, Brooklyn, NY, 11207. ১ম তলা: ৩ বেড রুম, বড় লিভিং রুম, ডাইনিং রুম, নতুন কিচেন এবং ২ বাথ রুম। ভাড়া দেওয়া হবে।
যোগাযোগ : **917-495-1391**
917-495-3908.

বাসা ভাড়া

রুম ভাড়া:
প্রাইম লোকেশনে ১লা মার্চ থেকে সম্পুর্ন নিরাপদ ও ভালো পরিবেশে ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য। ১জন স্টুডেন্ট অথবা কর্মজীবী বাঙালি নারীর জন্য এক রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ:
105-10 217th Lane Queens village NY-11429 Subway E/F to Bus Q110 Q2 LIRR
Mobile. 646-934-3056

বাড়ি ভাড়াঃ
উডহ্যাভেনে দুই বেডরুমের একটি বড় বাসা সাবওয়ের কাছে ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৩৪৭-৯০৭-৪০০৮, ৯২৯-৩৯৩-১৪৬৪.

বাসা ভাড়াঃ
১৬৪-৪ th Street, Hicksvill, NY 11108, সুন্দর মনোরম পরিবেশে (ব্রান্ডনিউ) হার্ট অফ হিক্সবিল মিডিল স্কুল এবং হাই স্কুল সাথে, হিক্সভিল সাবওয়ের কাছে। তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। ৬৪৬-৯৮৩-৫৭৪৯.

বাসা ভাড়াঃ
৮১-১৫, ১৩৮ স্ট্রীট, ব্রায়ারউড (কিউ গার্ডেন সাবওয়ের সন্নিকটে) দোতলা (৩ বেডরুম, ১.৫ বাথরুম, ১ বেলকনি)র জন্য ভাড়াটিয়া আবশ্যক। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৮৮৬-৬৪০৮, ৬৪৬-৬৬৪-৬৮৮৯.

বাসা ভাড়াঃ
জ্যামাইকা,হিলসাইড এভিনিউ এবং ২০৮ স্ট্রীট এর সন্নিকটে ২য় তলা ২ বেডরুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুমসহ বাসা ভাড়া হবে। বাসার নিকটে মসজিদ, স্কুল, বাস ইত্যাদি।
যোগাযোগঃ ৯২৯-৩০৯-৮৫৯৬.

বাসা ভাড়াঃ
ইস্ট এলমহার্স্ট জামে মসজিদ সংলগ্ন ২৫ এভিনিউ এবং ৯৮ স্ট্রীটে ২ বেডরুমের বাসা, ১ বেড রুমের বেসমেন্ট ১লা এপ্রিল থেকে ভাড়া হবে। নিউলি রিনোভেটেড।
ফোনঃ ৭১৬- ৬৩৮-৩০৪২.

বাসা ভাড়াঃ
২ বেডরুমের বাসা ভাড়া। জ্যামাইকা ইয়র্ক কলেজ সন্নিকটে ২ বেডরুমের ১টি ২য় তলা বাসা ১লা এপ্রিল থেকে ফ্যামিলির নিকট ভাড়া দেয়া হবে। ই ট্রেন এফ ট্রেন সাবওয়ে থেকে ১০ মিনিট দূরত্ব।
ফোনঃ ৩৪৭-৪৮৪-৫২৮৩.

বাসা ভাড়াঃ
ওজনপার্ক লিবার্টি এভিনিউ এ ট্রেন বাইতুন নূর মসজিদের সংলগ্ন দ্বিতীয় তলা ৫টি রুম- দুটি বাথ, বড় কিচেন, ২টি চুলা, ২টি ফ্রিজ আছে। দুই পরিবার শেয়ার করতে পারবে।
৩৪৭-২৫৯-২৯৫৪/৩৪৭-২৫৫-৪৮৪৬

ডাক্তার পাত্রীর পাত্র চাই

নিউ ইয়র্কে কর্মরত ডাক্তার পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। পাত্রীর বয়সঃ ৩৩ বছর, উচ্চতা: ৫'.২"
ডাক্তার পাত্র অগ্রগণ্য
যোগাযোগ
+১ (৩৪৭) ৭৪৪-২৩১০

banglapatrikausa@gmail.com
বাংলা পত্রিকা'য় ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দিন
for More information Call: 718-482-9935

ডাক্তার পাত্রের জন্য পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড, সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য সরাসরি অথবা ঘটক যোগাযোগ করুন।
Email: hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850 866 9012

HOUSE FOR SALE

Humboldt Pkwy
Buffalo, NY-14208
Asking Price # $300,000
Single Family Home
4 Bedroom & 2.5 Bathroom
Lot Size # 5280 Sq ft
Finished Basement

Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(646) 236-7391

HOUSE FOR RENT

New Hyde Park, NY-11040
3 Bedroom & 2 Bathroom
Rent Price # $3,900

Jamaica Estates, NY-11432
3 Bed, 2 Bath & 2 Balcony
Rent Price # $3,500

Contact:
Jayashree P
c2cdestiny@gmail.com
(718) 502-5583

বাসা ভাড়াঃ
রিচমন্ডহিল ৮৬ এভিনিউ ১২৭ স্ট্রীট ২য় তলা জুলাই ১ তারিখ থেকে ৩ রুম, কিচেন, ডাইনিং ১ বাথরুম সম্পূর্ণ নতুন ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩০২ ৭১৫৬.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে ১লা আগস্ট থেকে কুইন্স ভিলেজ ২ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে (ফ্যামিলি কেস) কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা, বাসার নিকেটঃ কিউ ২ এবং কিউ-৭৭ বাস। ১০১ এভিনিউ, ২০৮ স্ট্রীট কুইন্স ভিলেজ। যোগাযোগঃ ৯২৯-৩৫০-৭২৯৫.

বেসমেন্ট ভাড়াঃ
জুলাই মাস অথবা ১লা আগস্ট, ২০২৪ হতে স্বামী-স্ত্রী অথবা ২জন কর্মজীবী মহিলা- ৪৬৯ জর্জজিয়া এভিনিউ, ব্রুকলীন, নিউ ইয়র্ক ১১২০৭। সাবওয়ে ৩ এবং এল ট্রেন। যোগাযোগঃ ৯১৭-৩৬২ ৩১৯০.

সেমিবেসমেন্ট ভাড়াঃ
জ্যামাইকা ২০৪ স্ট্রীট ৯০ এভিনিউ একটি প্রাইভেট হাউজের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্বামী-
স্ত্রীর অথবা কর্মজীবী মহিলা অগ্রাধিকার। ফোনঃ ৩৪৭-২৬৪-০৭৩৫

House for rent: (1) Renovated 4 bed ,1 bathroom. (1) New 3 bed and 1 bathroom basement. Queen Village. 631-568-6061. Close to Bus or train.

House For Rent: October 1st 3 bedroom 1 bath For rent in 2nd floor one block away from Mosque & Grocery . Q6 bus 3 stop to Sutphin Blvd E train . zip code 11433 . Next to Fresh Farm Halal Supermarket. Contact- 347-925-3356 or 929-542-6400.

গ্যাস স্টেশনে লোক আবশ্যক

আলাবামা স্টেটে মনোরম পরিবেশে অবস্থিত গ্যাস স্টেশনে আকর্ষণীয় বেতন ও সুযোগ সুবিধাসহ সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালনে একজন বিশ্বস্ত ক্যাশিয়ার আবশ্যক। গ্যাস স্টেশনের ৫ মিনিট দুরত্বে থাকার সুবিধা রয়েছে। বেতন আলোচনা স্বাপেক্ষে।
কল করুন: 561 827 3966

House For Rent

3 bedroom / 2 bathroom available for rent in 2nd floor of private house in Jamaica.
Please call or text (347) 234-8295 for more information.

Semi basement Bedroom Rent

1 Bedroom Rent for Semi basement. 8 feets celling. Brand New construction. Fully renovated. WiFi Utility included. Has laundry and dryer. 8 minutes drive from JFK Airport. Great location for TLC drivers.
Contact number (917)935-1790
Location: 145-49 110th Ave
Jamaica, NY 11435

টিএলসি কার ভাড়াঃ টিএলসি ভাড়া হবে। লং টাইমের জন্য হাইব্রিড কার ভাড়া হবে। যোগাযোগঃ ৭১৮- ২৪৯-৯৫২৫. টিএলসি গাড়ি ভাড়াঃ টিএলসি গাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। হাইব্রিড হোন্ডা একরড ২০১৮। ভাড়া সাপ্তাহিক ৫০০ ডলার। আগ্রহীগণ যোগাযোগ (৭১৬) ৮০০-৭৬২৩

বেসমেন্ট ভাড়া

ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে জুলাই-আগস্ট থেকে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে ছোট পরিবারের জন্য বা ছাত্রদের জন্য।
ফ্রান্সিস লুইস কুইন্সভিলেজে বাস স্ট্যান্ড থেকে ১ ব্লক দূরে। ভাড়া: ১৪০০ ডলার, আরও বিস্তারিত জানার জন্য কল করুন: ৯২৯৩১৩৪৫৩৬

নতুন ট্যাক্স আইনে দূর্বল করদাতাদের ঝুঁকি!

শেষ পৃষ্ঠায় পর

নাগরিকদের অতিরিক্ত ডিডাকশন এবং স্টেট ও লোকাল ট্যাক্স ডিডাকশন বৃদ্ধির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তবে বাস্তবে অনেক ডব্লিউ-২ ফর্মে টিপস আলাদাভাবে দেখানো হয়নি। বেশিরভাগ নিয়োগকর্তা এখনও পুরোনো কাঠামো অনুযায়ী মোট আয় একত্রে রিপোর্ট করছেন। ফলে করদাতারা বুঝতে পারছেন না, কীভাবে এবং কোন ঘরে এই কর ছাড় দাবি করবেন। কর বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনুমানভিত্তিক হিসাব দিয়ে কর ছাড় দাবি করলে রিটার্ন স্বয়ংক্রিয় প্রসেসিংয়ের বাইরে চলে যেতে পারে এবং দীর্ঘ মানব যাচাইয়ের লাইনে আটকে যেতে পারে।

একই সঙ্গে স্টেট ও লোকাল ট্যাক্স ডিডাকশন ১০ হাজার থেকে ৪০ হাজার ডলার পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ফলে অনেক করদাতাকে নতুন হিসাব অনুযায়ী স্ট্যান্ডার্ড নাকি আইটেমাইজড ডিডাকশন বেছে নিতে হবে।

ওভারটাইম আয় এবং সিনিয়র নাগরিকদের কর ছাড় নিয়েও একই ধরনের ঝুঁকি দেখা দিয়েছে। অনেক করদাতা মনে করছেন, নতুন আইনের কারণে এই আয়ের বড় অংশ পুরোপুরি করমুক্ত। কিন্তু বাস্তবে এটি সরাসরি করমুক্ত নয়, বরং অতিরিক্ত ডিডাকশন হিসেবে বিবেচিত হয় যা আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে কমে যায়। এই সূক্ষ্ম পার্থক্য না বোঝে ভুল দাবি করলে রিটার্ন আইআরএসের কাছে সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে।

ট্রেজারি ইনস্পেক্টর জেনারেল ফর ট্যাক্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত আইআরএস অনুমোদিত নতুন নিয়োগের মাত্র দুই শতাংশ কর্মী নিয়োগ দিতে পেরেছে। এর পেছনে রয়েছে ট্রাম্প প্রশাসনের নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতা এবং গত বছরের রেকর্ড ৪৩ দিনের সরকারি শাটডাউন। ফলে যেসব রিটার্নে মানব হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, সেগুলো প্রক্রিয়াজাত হতে বেশি সময় লাগছে।

কিন্তু এসব পরিবর্তনের ব্যাখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে, ২০২৫ সালের ডব্লিউ-২ ফর্মে আলাদা করে ওভারটাইম দেখানো হয়নি। প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা করমুক্ত বলার ভুল ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে, যা আসলে আংশিক অতিরিক্ত ডিডাকশন, আয় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে কমে যায়। ২০২৫ সালের শেষে কংগ্রেসের বাজেট কর্তন ও ট্রাম্প প্রশাসনের 'ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিসিয়েন্সি (ডিওজিই)'-এর চাপের কারণে আইআরএস এক বছরের মধ্যে প্রায় ২৭ শতাংশ কর্মী হারিয়েছে। জাতীয় ট্যাক্সপেয়ার অ্যাডভোকেটের তথ্যানুযায়ী, এই সংকট আইআরএসের প্রতিটি মানবনির্ভর কার্যক্রমে প্রভাব ফেলছে। ফান কল গ্রহণ থেকে শুরু করে জটিল রিটার্ন যাচাই পর্যন্ত।

রিফান্ড প্রক্রিয়া নিয়েও সমস্যা দেখা দিয়েছে। নির্ভুল তথ্যসহ ই-ফাইল করা রিটার্ন সাধারণত ২১ দিনের মধ্যে প্রসেস হয়, তবে ডাকযোগে পাঠানো রিটার্নে ছয় সপ্তাহ বা তারও বেশি সময় লাগতে পারে। সংশোধিত রিটার্নের গড় প্রক্রিয়াকরণ সময় পাঁচ মাসের বেশি, যার ওপর আগের বছরের ব্যাকলগও চাপ সৃষ্টি করছে। ব্যাংক তথ্য ভুল বা অনুপস্থিত হলে সমস্যা আরও জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নিম্ন আয়ের ও অভিবাসী কর্মীদের জন্য এই বিলম্ব আরও ক্ষতিকর, কারণ তারা রিফান্ডের ওপর নির্ভর করে ভাড়া, চিকিৎসা বা দৈনন্দিন খরচ মেটান।

কর বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এ বছর তাড়াহুড়ো করে রিটার্ন দাখিল না করে সঠিক নথি যাচাই করা, সন্দেহ থাকলে সময় নিয়ে ফাইল করা এবং প্রয়োজনে এক্সটেনশন নেওয়া সবচেয়ে নিরাপদ। দুর্বল প্রশাসনিক সক্ষমতার মধ্যে একটি ছোট ভুলও বড় ভোগান্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে। তবে সঠিক তথ্য, ই-ফাইলিং এবং সচেতন পরিকল্পনা মানলে অনেকেই সময়মতো এবং ঝুঁকিমুক্তভাবে রিটার্ন সম্পন্ন করতে পারবেন।

এক স্লিপ

শেষ পৃষ্ঠায় পর

মিডিয়া বৈঠকটিকে 'আন্তর্জাতিক বৈঠক' বলে অভিহিত করে। এদিকে ট্রাম্প-মামদানীর বৈঠক-কে বাংলাদেশী কমিউনিটিতেও ব্যাপক আলোচিত হয়েছে। কেউ কেউ বৈঠকটি-কে 'পিতা-পুত্র' আবার 'নানা-নাতি'র বৈঠক হিসেবে অভিহিত করেছেন। জ্যামাইকা, এস্টোরিয়া, জ্যাকসন হাইটস প্রভৃতি এলাকায় বাংলাদেশীদের সাথে আলাপকালে এমন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, জোহরান মামদানী আগামী ১ জানুয়ারী নিউইয়র্ক সিটির মেয়রের দায়িত্ব নিচ্ছেন। ২৩ নভেম্বর ২০২৫

NUR BEPARY AUTO REPAIR & BODY SHOP, INC.
COMPLETE BODY REPAIR
একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
Nur Bhai
President
718-551-1405
OPEN 24 HOURS
35-44, 61st Street
Woodside, NY 11377
Tel: 718-898-0052

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem
MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.
Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি
★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
646-920-4799
আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেস্ট রেট কম ● ইনভেস্টমেন্ট
● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাস্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত
139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

এবার জ্যাকসন হাইটে
আমাদের নতুন অফিসে
আপনাকে স্বাগতম



হাসপাতাল ও নার্সিং হোমে
যে কোন ডাক্তারের
রোগী ভর্তি করে থাকি

Barnali Hasan MD
Internal Medicine
ডা. বর্ণালী হাসান
ইন্টারনাল মেডিসিন

Mahfujul Hasan DDS
Implants & Invisalign
ডা. মাহফুজুল হাসান
ডি.ডি.এস

We provide medical services for IMMIGRATION
আমরা ইমিগ্রেশন সেবা প্রদান করি

WE ADMIT ANY PATIENTS at
HOSPITALS & NURSING HOMES

Northwell Health
LONG ISLAND JEWISH MEDICAL CENTER
Forest Hills & New Hyde Park

CALL 917 930 1170

» Primary Care » Annual Exam » Physical Checkup » TLC Test » Diabetes » Immigration » Cholesterol » EKG » » Spiro » PAP Smear » Pregnancy Test » Allergies » TB Test » Vaccinations » Telemedicine & all kind of Medical Services.

Diagnostic & preventive dentistry, General dentistry, Cosmetic dentistry, Teeth whitening, Fillings, Prosthodontics, Caps/crowns, metal-free bridges, full dentures and partial dentures, digital scanning, Endodontics, Rot canal, Orthodontics, Invisalign, Dental implants, Periodontics, Gum disease and most kinds of Dental Services

We accept most Insurances & Medicaid

EFFICIENT MEDICAL CARE PC
DHAKA DENTAL PC
3716 73rd St, Suite 202, Jackson Heights, NY 11372 | Phone: 929 799 8100
4014 Greenpoint Ave, Sunnyside, NY 11104 | Phone: 718 392 2858
17009 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432 | Phone: 718 291 2710

গান শিখুন

বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ

সবিতা দাস

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি



বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগ: (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, (৭১৮) ৮১০-৬৮৫৮

ARMAN CHOWDHURY, CPA

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

7 DAYS OPEN
AUTHORIZED e-file PROVIDER



718-475-5686
87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।
বিরাট মূল্যহ্রাস

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030
নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন
After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels
কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

Emirates | السعودية SAUDIA | الإتحاد ETIHAD AIRWAYS

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372
Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health.







FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

ইমাম ও আলেমগণের সাথে মুনা'র মতবিনিময়









শেষ পৃষ্ঠায় পর

মতবিনিময় সভা এবং অধিকার বাস্তবায়নে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন মুনা'র সেন্টাল উলামা বিভাগের সভাপতি ড. রুহুল আমীন। নিউইয়র্কের অর্ধ শতাধিক মসজিদের ইমাম সহ শতাধিক ইমাম-ওলামা অংশ নেন। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ রাহাত ইকবাল। এরপর কী নোট স্পীকারের বক্তব্য রাখেন মুনা'র ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ইমাম দেলোয়ার হোসাইন। সভায় আলোচনায় অংশ নেন ইমাম আশরাফুজ্জামান খান ছাড়াও মুনার সাবেক ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট আবু আহমদ নূরুজ্জামান ও হানুর-অর রশীদ, ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আরমান চৌধুরী, অধ্যাপক ড. আকরাম পাশা, ঢাকাস্থ জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সাবেক খতিব মাওলানা রফিক আহমেদ, শায়েখ আব্দুর রহিম, ড. হাফিজ মুফতি আনসারুল করীম আজহারী, মাওলানা সাঈদুর রহমান খান, মাওলানা মুহাম্মদ ইয়ামীন, মুফতি আব্দুল মালেক, মাওলানা জাকারিয়া মাহমুদ, মাওলানা ফয়সাল আহমেদ জালালী, ইমাম জফির আলী, মাওলানা আহমেদুল হক, মাওলানা রফিক আহমদ রেফাহী, অধ্যাপক মাওলানা শহীদুল্লাহ, মওলানা লুৎফর রহমান কাশিমী, মাওলানা মঞ্জুরুল করীম সহ আরো অনেকে। সভা পরিচলনা করেন মুনা'র এসিসটেন্ট ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর আহমদ আবু ওবায়দা।

সভায় ইমাম দেলোয়ার হোসাইন তার বক্তব্যে মুনা'র বিভিন্ন কার্যক্রম ও উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশের আগামী নির্বাচনে প্রবাসের ইমাম-ওলামাদের ভূমিকা রাখার উপরগুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, শুধু বাংলাদেশ নয়, আমেরিকা সহ বিশ্বব্যাপী নানা অশান্তি বিরাজ করছে। নানা পেরেশানে মানবজাতি। এই জাতিকে সঠিক পথেচলতে আর শান্তি প্রতিষ্ঠায় আর কোরনের নির্দেশিত পথের কোন বিকল্প নেই। বিশেষ করে বাংলাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠায় ন্যায়ের শাসন জরুরী। এজন্য দূর্নীতিমুক্ত, ইনসাফ ভিত্তিক নিরাপদ ও মানবিক বাংলাদেশ গঠনে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান মুনা'র ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট।

আরমান চৌধুরী বলেন, আমরা মুনার পক্ষ থেকে সরাসরি কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে প্রচারণা চালাতে পারবো না তবে ইমাম-ওলামাগণ দেশে সৎ ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যক্তিগতভাবে যার যার পছন্দমত দেশের আগামী নির্বাচনে জনমত সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারেন।

বিশেষ দোয়া মুনাজাতের মধ্য দিয়ে মতবিনিময় সভার সমাপ্তি ঘটে। এসময় মুনাজাত পরিচালনা করেন করেন শায়েখ আব্দুর রহিম।











The Weekly বাংলা পত্রিকা Bangla Patrika

www.banglapatrikausa.com

বর্ষ ৩০ : সংখ্যা ২০ : সোমবার, ফেব্রুয়ারি ০৯, ২০২৬
মাঘ ২৬, ১৪৩২, শাবান ২০, ১৪৪৭

Vol. 30 : Issue 20 : February 09, 2026 USA
Free in NY, Other State $1

ব্রুকলিনে বিদ্যুৎহীন ১৫০০ গ্রাহক চরম দুর্ভোগে

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: তীব্র শীতের মধ্যেই নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে প্রায় ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে হাজারো লোক গ্রাহক চরম দুর্ভোগে পড়েন।

শনিবার গভীর রাতে শুরু হওয়া বড় ধরনের বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে সোমবার সকাল পর্যন্ত বহু বাসিন্দার ঘরে বিদ্যুৎ ও হিটিং ব্যবস্থা চালু নাও থাকতে পারে।

রোববার বিকেল পর্যন্ত ব্রুকলিনে প্রায় ১,৫০০ জন কন এডিসনের গ্রাহক বিদ্যুৎবিহীন ২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নতুন ট্যাক্স আইনে দূর্বল করদাতাদের ঝুঁকি !

- আইআরএস'র জনবল সংকট
- ওভার টাইম-টিপস কর ছাড়ে বিভ্রান্তি

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রে ট্যাক্স মৌসুম শুরু হলেও আইআরএস'র নতুন ট্যাক্স নীতি ও আইনের জন্য সাধারণ করদাতারা (দূর্বল ও নিম্ন আয়ের ট্যাক্সদাতা) কিছুটা ঝুঁকি ও বিভ্রান্তিতে পড়তে পারেন এমন আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া এবার ইন্টারনাল রেভিনিউ সার্ভিস (আইআরএস)-এর মারাত্মক জনবল সংকট থাকায় ট্যাক্স রিফান্ড পেতে বিলম্ব ও সমস্যায় পড়তে পারেন ট্যাক্সদাতারা। বিশেষ করে ডাব্লিউ-২ ফর্ম এ টিপস আয়ের কর ছাড়, ওভারটাইম আয় এবং রিফান্ড প্রক্রিয়া সাধারণ করদাতাদের জন্য তৈরি করছে নতুন সমস্যা। কারণ বাস্তবে অনেকের ডাব্লিউ -২ ফর্মে টিপস আলাদাভাবে দেখানো হয়নি। নতুনভাবে কার্যকর হওয়া জটিল কর আইন। এই দুইটি চাপ মিলিয়ে সংস্থার সামর্থ্য সীমিত হয়ে পড়েছে, যার প্রভাব পড়তে পারে লাখ লাখ করদাতার দাখিল ও রিফান্ড প্রক্রিয়ায়।

২০২৫ সালের জন্য কার্যকর 'ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল অ্যাক্ট'-এর ফলে টিপস, ওভারটাইম, সিনিয়র নাগরিক এবং গাড়ি ঋণের ওপর নতুন অস্থায়ী ছাড় এসেছে। এই আইনে টিপস আয়ের ওপর কর ছাড়, সিনিয়র ২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আব্রাহাম লিংকন ও মার্টিন লুথার কিং-এর দেশে এক মাস

পর্ব-৯

সিরাজুল ইসলাম কাদির





আমার প্রায় ২৪/২৫ বছর আগের একটি ঘটনা স্মৃতির দরোজায় উঁকি দিলো। ১৯৭৮ সাল। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার পাশাপাশি *সাপ্তাহিক বিচিত্রায়* কাজ করি। মহসিন হলের আবাসিক ছাত্র। মহসিন হল থেকে মতিঝিলে দৈনিক বাংলা ভবনে রিকশা ভাড়া দুই টাকা থেকে তিন টাকা। দৈনিক বাংলা ভবনেই *বিচিত্রার* অফিস। এভাবে একদিন *বিচিত্রায়* কাজ শেষে হলে ফিরে যাওয়ার জন্যে রিকশা ভাড়া করছিলাম। একজন রিকশাচালক ভাইকে পেলাম যাঁর কথায় তাঁকে বরিশালের বাসিন্দা বলে মনে হল এবং অন্য রিকশা একই অংকের ভাড়া চাইলেও কী এক টানে এবং নিজ জেলার প্রতি দুর্বলতার জন্যে তাঁর রিকশায় চাপি। ৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ইমাম ও আলেমগণের সাথে মুনা'র মতবিনিময়

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কের ইমাম ও আলেমগণের সাথে ডিনার ও মতবিনিময় সভা করেছে মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা-মুনা। বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারী) সন্ধ্যায় সিটির ব্রুকলীনস্থ বায়তুল মামুর মসজিদ মিলনায়তনে এই সভার আয়োজন করা হয়। সভায় বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রবাসের ইমাম ও আলেম সমাজ ভূমিকার রাখতে পারেন বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়। পাশাপাশি বক্তারা ইমাম-ওলামাদের সমস্যার সমাধানে বছরে একাধিকবার ৩১-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অফিস উদ্বোধন

নিউইয়র্ক: বর্ণাঢ্য আয়োজনে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অফিস উদ্বোধন হলো ১ ফেব্রুয়ারী, রোববার। জ্যাকসন হাইটসের ৩৭-৫৫ ৭২ স্ট্রীট ঠিকানায় এদিন অপরাহ্নে ফিতা কেটে আর বেলুন উড়িয়ে প্রেসক্লাবের অফিস উদ্বোধন করা হয়। সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম এসময় অতিথিদের ফিতা কাটেন। এর আগে সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদানের সঞ্চালনায় উদ্বোধনী পর্বে অন্যন্যের ১৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্ক-নিউজার্সির গেটওয়ে টানেল প্রকল্পের স্থগিত অর্থ ছাড়ের নির্দেশ



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক রিপোর্ট: নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সির যোগাযোগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গেটওয়ে রেল টানেল প্রকল্পে আটকে থাকা ফেডারেল অর্থ অবিলম্বে ছাড় দিতে ট্রাম্প প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল আদালত। শুক্রবার রাতে দেওয়া এই আদেশে দুই রাজ্যের প্রশাসন এবং নির্মাণ ১০-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

পবিত্র শবে বরাত উপলক্ষ্যে 'শাহ নেওয়াজ গ্রুপ'র আলোচনা ও মিলাদ মাহফিল

নিউইয়র্ক: পবিত্র শবে বরাত উপলক্ষ্যে নিউইয়র্কের ব্যবসায়ী গ্রুপ 'শাহ নেওয়াজ গ্রুপ'-এর আয়োজনে আলোচনা সভা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২ ফেব্রুয়ারী সোমবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে শাহ নেওয়াজ গ্রুপের কর্ণধার লায়ন শাহ ১২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

যে প্রক্রিয়ায় বাড়ী বিক্রেতা প্রতারিত করতে পারেন

এম কামাল



এমনও হতে পারে বাড়ি বিক্রেতার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বাজে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট বিক্রয় এজেন্ট হিসেবে সবচেয়ে দক্ষ হতে পারেন- তারা জানেন, আপনার জন্য কিভাবে কাজ করলে সহজেই আপনার বাড়িটি বিক্রি হয়ে যাবে। এ ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট নিয়োগ দেয়া সত্যিই স্মার্ট কাজ। কিন্তু সত্যিকার বাজে এজেন্ট তারাই যারা বাড়ি বিক্রেতাকে অনেক বড় বড় কথা বলবেন, কিন্তু কাজের সময় তারা তাদের কথাকে কাজে (শেষ পাতার পর) পরিণত করতে পারে না। এই ধরনের রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সাধারণত যোগাযোগ কম, আশ্বাস প্রদান, বাড়ি এরপর দেখুন পৃষ্ঠা ॥ ২৬

এক স্লিপ



সালাহউদ্দিন আহমেদ: অবশেষে হোয়াইট হাউসে অনুষ্ঠিত হলো প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও নিউইয়র্ক সিটির নব নির্বাচিত মেয়র জোহরান মামদানীর ঐতিহাসিক বৈঠক। শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিকেলে অনুষ্ঠিত বৈঠকটি ঘিরে হোয়াইট হাউস সৌহার্দ্য-সম্প্রীতির উৎসবে পরিণত হয়। গণমাধ্যমগুলোর খবরে বৈঠকটি দুর্দান্ত এবং ফলপ্রসূ হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বৈঠকটি আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় কোন কোন ২৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

গাড়ি চাপায় ১ বছরের শিশু নিহত

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সে এক হৃদয়বিদারক ঘটনায় বাবা-মায়ের চোখের সামনেই একটি গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারিয়েছে মাত্র এক বছর বয়সী এক শিশু। পুলিশের বরাত দিয়ে জানা ২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

নিউইয়র্কে আরো ৩টি বাস লেনে ক্যামেরা বসাচ্ছে এমটিএ

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্ক সিটিতে বাস চলাচল আরও দ্রুত করতে ব্রুকলিন ও ম্যানহাটনে বাস লেন এনফোর্সমেন্ট ক্যামেরার ব্যবহার বাড়াচ্ছে এমটিএ। শুক্রবার থেকে এই উদ্যোগ কার্যকর হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

এমটিএর সিদ্ধান্ত ২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডা'র মেলা কমিটি ঘোষণা

ফ্লোরিডা: যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের ওয়েস্ট পাম বিচে গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্লোরিডা ইউএসএ'র ২০২৬ সালের মেলা কমিটি ২৬-এর পৃষ্ঠায় দেখুন



প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
AL-AQSA RESTAURANT & PARTY HALL পার্কচেস্টারে
Al - Aqsa
বাঙালি মালিকানায় সবচেয়ে বড় রেস্টুরেন্ট এবং পার্টি হল
PARTY HALL



ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
• ব্যক্তিগত ও বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং • আই আর এস ও স্টেট অডিট সমাধান
• কর্পোরেশন ও এল এল সি সেটআপ • বিজনেস পরামর্শ • সেলস ট্যাক্স ফাইলিং
• বুককিপিং • সিটিজেনশিপ কেস • এসাইলাম কেস • ফ্যামিলি কিস • পে-রোল
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com



GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত "গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস" আপনাকে নিরাপদ ও ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GLOBAL AIR SERVICE
হজ পালনকারীরা সর্বত্তোম সেবা গ্রহণ করুন ওমরাহ ও মূল হজ্বে



Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
"গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস" এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বত্র টাকা পাঠান নিশ্চিন্ত।
WALL STREE FINANCE LLC
76-01, 101 Ave, Ozone Park, NY. 11416

Editor: Abu Taher Published by Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd floor), LIC, NY 11101, USA, Tel: 718 482 9923, 718 482 1169, Fax: 718 482 9935, Email: banglapatrikausa@gmail.com